THE

# PLAGUE-SANHITA.

# প্লেগ-সংহিতা।

বা

# আর্য্য-স্বাস্থ্যবিধান।

THE ARYAN HYGIENE

BY

*T. P. JYOTISHI.*

"বিবিধ আতঙ্ক ও দৈবনিগ্রহ সময়ে নানাবিধানসম্পন্ন
এই গ্রন্থ পবিত্রদেহ দীর্ঘায়ুকামী ভারতবাসীর
নিত্য অবলম্বনীয় রত্নস্বরূপ।"

শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী প্রণীত।

---

কলিকাতা।

বাগবাজার, ২ নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি
পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকেশবলাল রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—০—



মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

# সূচীপত্র।

১৪ পৃষ্ঠার পর ১৫ পৃষ্ঠা না হইয়া মুদ্রাঙ্কন দোষে
২৫ পৃষ্ঠা লিখিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ সেই
অঙ্ক হিসাবে সূচিপত্র চলিয়াছে।

# উপক্রমণিকা।

মনুষ্যের ন্যায় সমগ্র দেশ বা দেশের কোন অংশেও গ্রহ নক্ষত্রাদির আকর্ষণ বিকর্ষণ জনিত শুভাশুভ দশার ফল ভোগ হইয়া থাকে। মনুষ্য-দেহ পঞ্চ মহাভূতেরই অংশাণু অংশ মাত্র, সেই ভৌতিক অংশেই সৌরজগতের আকর্ষণ সম্বন্ধ। সুতরাং যাহার সামান্যাংশে ঐ প্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তাহার মহাংশের সংশ্রব কতদূর মহত্ত্বাপন্ন তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেই ভয়াবহ ভৌতিক আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্বন্ধীয় ফলকেই মনুষ্য দৈববিপ্লব সম্বন্ধীয় ফল বলিয়া থাকে। যাহা অতি ভয়ানক, যাহার আকর্ষণে স্থাবর জঙ্গমাদি প্রাণী মাত্রেই আকর্ষিত ও সংঘর্ষিত হয় এবং জীব সকল স্বীয় স্বীয় পরমায়ু সত্বেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়,—তাহাই মহাবিপ্লব নামে পৃথিবীর স্থান বিশেষে বিপুল সংহারক্রিয়ায় পর্য্যবসিত হয়। এই সংহারক্রিয়ায় ভগবান ভূতপতির অতি নিগূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। মনুষ্য সামান্য জ্ঞানে তাহা উপলব্ধী করিতে না পারিয়া কেবল বাহ্যিক কারণানুসন্ধানে ব্রতী হয়। এই মহাবিপ্লব যখন যে স্থানে যে মহাভূতের আকর্ষণীয় দৃষ্ট হয়, তখন তাহার পূর্ব্বে অবশ্যই কোন অলক্ষিত কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে তাহা বুদ্ধির অগম্য।

যখন এই গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্বন্ধ পৃথিবীর স্থান বিশেষে জলমহাভূতে এবং তদীয় অংশে নিপতিত হয়, তখন

জল প্লাবনাদি দ্বারা প্রাণী ধ্বংশ হইয়া থাকে, ঐ প্রকার পৃথিবীর স্থান বিশেষে পৃথ্বী ভাগে নিপতিত হইলে রেলওয়ে সংঘর্ষণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সকল দ্বারা লোকক্ষয়; বায়ুভাগে আকর্ষিত ও তদীয় অংশে নিপতিত হইলে মহাঝটিকা, অশনি পতনাদি ঘুর্ণীবায়ু হইতে লোক সংহার; তেজ মহাভূতে নিপতিত হইলে অগ্নিদাহ, যুদ্ধ বিগ্রহাদি মানবীয় মস্তিষ্কবিকৃতজাত খবতেজ হইতে কুরুক্ষেত্র সদৃশ মহাধ্বংশ এবং আকাশ মহাভূতের কোন অংশাশ্রিত হইলে, মনুষ্যালোকে বিবিধ অজ্ঞানতা ও অবাজকতার সূত্রপাত ও তজ্জনিত ঈর্ষা দ্বেষ, সমাজবিপ্লব, ধর্ম্ম বিপ্লবাদি ঘটিত নানাপ্রকার অশান্তি ও মৃত্যুব কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে। জ্ঞানীগণ এই সকল দৈব প্রভাবান্বিত লোক সংহারকে সৃষ্টিব সমতা রক্ষাব একমাত্র হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়া থাকেন। বিনাশই ইহার নিবারণোপায়, দৈবই ইহার শান্তি।

গত তিন বৎসর হইল ভাবতবর্ষের পশ্চিম দক্ষিণাংশ হইতে ববাবব পশ্চিম সমুদ্র-উপকূল দিয়া বিরুদ্ধ গ্রহজনিত পার্থিব বিকারের অধীন হওয়াতে, চাবিদিকে মহামারী বা প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ ব্যাপ্তিব আশঙ্কা হইযাছে, সেই আশঙ্কা কার্য্যেও যথেষ্ট পরিণত হইয়া আসিয়াছে, সম্প্রতি অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে যে সকল ভয় ও বিভীষিকার আশঙ্কা করা যায়, তাহা গ্রহানুমোদিত ধরিতে হইলে সে প্রকার পশ্চিম স্থান ব্যাপীর ন্যায় ভয়ানক উদ্বেগের কোন কারণ নাই। কিন্তু তথাপি তাহার আংশিক বিভ্রাট কোন না কোন দেশে যে কিয়ৎ পরিমাণে সহ্য না করিতে হইবে ইহা সাহস করিয়া বলা যায় না। যাঁহারা সর্ব্বদা সেই ভয়ে ভীত অথচ

পূর্ব্বে কোন প্রকার সতর্কতাবলম্বন করা আবশ্যক মনে করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে নিজ নিজ স্থানীয় পার্থীব বিকারানুযায়ী বিরুদ্ধ গ্রহদিগের শান্তি করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গ্রহ শান্তি যে কেবল শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিলেই হয় এরূপ নহে, নানা প্রকার বিহিত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী থাকিয়াও আহার নিদ্রা প্রভৃতি মনুষ্যের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে সংযম ও সাধুতার অধীন বিশুদ্ধ গ্রহশান্তি সাধিত হইয়া থাকে, অথবা গ্রহানুমোদিত যে গ্রহের যে প্রকার পদার্থ ধারণ করিলে মনুষ্যদেহের উপকার হয় প্রতিষেধক স্বরূপ তাহা সকল সম্প্রদায়েরই ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আকর্ষণ বিকর্ষণের সমতাই ধারণ শান্তির উদ্দেশ্য। দেহের আভ্যন্তরিক অভাব ও তাহার সমতা রক্ষা,—নির্দ্দিষ্ট গ্রহানুযায়ী অবিকৃত বস্তু গুণেই সংসাধিত হইয়া থাকে। যেমন অশনি নিপতন ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আকর্ষণীয় লৌহবিশেষের আবশ্যক করে, তদ্রূপ বিরুদ্ধ গ্রহের আকর্ষণশক্তিকে স্থানচ্যুত করিয়া আত্মরক্ষার জন্য বস্তুবিশেষ ধারণের আবশ্যক করে। সেই সকল আকর্ষণীয় দ্রব্য বিশেষরূপ শোধিত ও নির্দ্দিষ্ট বিকারের অনুমোদিত হইলেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রীয় গবেষণা ও মনুষ্য বুদ্ধির অনায়ত্ত কিছুই নাই, কিন্তু দৈবফল এই দেবমাতৃক ভারতবর্ষের মত দেশে তাহাপেক্ষাও মহীয়সী শক্তিসম্পন্ন, যে সকল আধ্যাত্মিক-ঋষি-মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া ভারতে বিপুল শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন হইয়াছিল, তাহার মূল সূত্র লইয়া বিশেষরূপ চিন্তা

করিয়া দেখিলেই আবশ্যকীয় বিষয় প্রাপ্ত ও সকল সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে।

একমাত্র শ্রেষ্ঠ মনুষ্য চিন্তার আকর্ষণে কি না সংঘটিত হইতে পারে। একমাত্র সৃষ্টির মূলীভূত কারণই চিন্তা। এই চিন্তাই মনুষ্যের সুখ দুঃখ ও রোগ আরোগ্যের নিয়ন্তা। অসীম বিশ্ব-জ্ঞান-রাজ্যে অসম্ভব ও শক্তির অসমর্থ কিছুই হইতে পারে না। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সংহার ও পালনের উপযোগী যাবতীয় পদার্থ লব্ধ হইয়া থাকে। ব্যাধি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতীকার—উপায় মনুষ্য-বুদ্ধির আয়ত্ত হয়। করুণাময় পরমেশ্বরের প্রেম-রাজ্যে কিছুরই, অভাব দৃষ্ট হয় না। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সকল জগতেই প্রারব্ধক্রিয়া বা চেষ্টার ফল অবশ্যম্ভাবী। তবে মনুষ্যের নিজ কর্ম্মদোষে অথবা প্রাকৃতিক দোষে কিম্বা ঐশী-নির্দ্দিষ্ট মঙ্গল সাধনেচ্ছায় পরে দিনকত মানব-সংসারে মহা-বিপ্লবের আবির্ভাব দেখা যায়, কিন্তু সেই বিপ্লব মহা-ঝটিকার অবসান-শান্তির ন্যায় আবার সৃষ্টির সকল পদার্থেই শান্তিপূর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৈবরাজ্য কখনই বিনাশের আয়ত্ত নহে। জীব-সংসার সর্ব্বদাই মঙ্গলময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে নিত্যসুধাবরণে সমাবৃতা রহিয়াছে। সেই সুধাবরণাবৃতা দৈবরাজ্যের সহিত এই নিখিল ভৌতিক রাজ্য নিয়ত এক নৈকট্য সূত্রে গ্রথিত। মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মদোষে পাপাদি ব্যভিচার দোষ হইতে নিয়ত ফল ভোগ হেতু চ্যুত হইয়া নিগৃহীত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

আজ ভারতবর্ষ সেই পতিত ফল জনিত মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিভীষিকা হইতে পরিবর্ত্তনের মুখে উপস্থিত।

এই সমস্তই বর্ত্তমান ভারতের পক্ষে মহাপাপের ফলস্বরূপ। ধর্ম্ম সংস্থাপনের হীনতা, বিচার ও বিবেকশক্তির অনুকর্ষতা জনিত দারিদ্র্য, বিবিধ অপ্রাকৃতিক ব্যভিচার, বর্ণশঙ্করাদির প্রাধান্য, গ্রহ নক্ষত্রাদির বিরোধ ভাবে সংক্রমণ, বিবিধ অব্যবহার্য্য বস্তুর প্রচলন ও তজ্জনিত বৈদেশিক আচার নীতির সংমিশ্রণ প্রভৃতি অত্যাহিত যোগ হইতে এই সকল সংক্রামক প্লেগাদি বা মহামারী কর্ত্তৃক লোকসংহারের হেতু হইয়া থাকে। সহস্র রাজ-চেষ্টা বা সমগ্র সমবেত চেষ্টাতেও ইহার কোন উপায় নির্দ্ধারণ হয় না পৃথিবী আতঙ্ক ও ভয়ের আবাসভূমি হইয়া থাকে। উপায় দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়। মৃতদেহে গৃহবাটী ও রাজপথ পরিপূর্ণ হয়। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি, স্থানে স্থানে শ্মশান-বহ্নি-প্রজ্জ্বলিত-উৎক্ষিপ্ত ধূমরাশি এবং শিবা গৃধ্রাদির উল্লম্ফন দৃষ্ট হয়। আয়ুষ্মান্ মানবও সেই যোগে ভয় বিভীষিকায় এককালীন মৃতকল্প হইয়া পতিত হয়। এই সময়ে একমাত্র ভয়হারিভগবানের দয়া ব্যতীত মনুষ্যের উদ্ধার পাইবার অন্য উপায় নাই। মনুষ্য সামান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় হইতে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। একমাত্র সাত্ত্বিক আবাহন বিশ্বাসীর প্রাণের সহিত ধ্যানগত প্রযুক্ত হইলে স্থানবিশেষে কোন না কোন ফল লাভ হইতে দেখা যায়। আমাদিগের দেবমাতৃকদেশে মহামারী সংশমনার্থে অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণ উল্লিখিত নিয়মপ্রণালী ও নানাপ্রকার দৈবানুষ্ঠানাদি অপেক্ষা মহৌষধ ও মহোপায় আর কিছুই অধিক সফলকারী হইতে পারে না। এই গ্রন্থে সেই সকল মহামতের পোষকতায় বিবিধ নিয়ম ও উপা-

য়াদি বিস্তাবিতরূপে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্লেগ বা মহামারীর উপদেশের সহিত মনুষ্য সমাজের অবশ্য হিতকরী অনেকানেক কর্ত্তব্য বিষয়েরও উপদেশ করা গিয়াছে। যদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় সমস্ত জাতি বা সমগ্র সমাজের পক্ষে বিশেষ উপাদেয় বা ইষ্টসাধন যোগ্য হইতে পারিবে। এই গ্রন্থের অনেক স্থলে নিজ মতের পোষকতায় অথবা নিভৃত-চিন্তাশালী যোগিদিগের মতানুসরণে স্বীয় ভূয়ঃ দর্শনের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। তজ্জন্য হয়ত ইহার অনেক স্থলে পাঠকদিগের মতের সহিত অনৈক্য হইতে পারে। কিন্তু সেই সেই স্থলে বিচারশীল পাঠকদিগের চিন্তার সহানুভূতি প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি।

পাঠকদিগের মহাভয়ের ব্যাপার মহামারী যদিও এ পর্য্যন্ত ভারতের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র সমানভাবে ভয়-বিস্তীর্ণবৎ বিস্তার করিতে পারে নাই; তথাপি অমৃত্যু-পথ-প্রধাবী মূষিক-বাহন ভীষণ প্লেগ কিঞ্চিৎ অধিক অনেক স্থানকেই আতঙ্কে পরিপূর্ণ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। যখন প্লেগ বোম্বাই হইতে পুনা, পুনা হইতে করাচি, করাচি হইতে পঞ্জাব, জলন্ধর, হরিদ্বার এবং দক্ষিণে ডেকান, মধ্যপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, বেঙ্গলোর ও তথা হইতে ক্রমশঃ কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন উহার ক্ষুদ্র বৃহৎ মহিমা অবশ্য স্থানান্তরেও নীত হইবে। ঐ প্রকার যেখানে যখন প্লেগ উপস্থিত হইবে তৎকালীন সেই সেই স্থানের অবস্থা সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ হইবে, ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। বুঝিয়া সুঝিয়াই ইংরেজ বাহাদুর বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতেছেন ও প্রজাকে সতর্ক করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সে সতর্কতা নাম মাত্র।

রেলওয়ে যোগে মনুষ্যগতির সম্বন্ধে সতর্কতা লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দেশব্যাপী সূক্ষ্মসংস্রব-বায়ুবাহী পরমাণুগতির রোধ করা সহজ নহে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য উত্তম বটে, কিন্তু আইন্ করিয়া দৈবকোপ হইতে বিবিধ উপায়ে মনুষ্যকে রক্ষা করার অভিলাষ স্বপ্ন-দর্শনের ন্যায় অলিক বলিয়া বোধহয়। গবর্ণমেণ্টের আইন্ লিখিত সতর্কতাজনিত বিবিধ উপদেশ ও নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যকে সহস্র প্রকারে ধন্যবাদ দেওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম বা উপায়ের বহির্ভূত কেহই লইয়া যাইতে পারে না। দেহ বা দেহের কর্ত্তার সম্বন্ধে তাহা জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই কর্ত্তব্য। তজ্জন্য অকারণ অর্থব্যয় ও অপ্রাকৃতিক বিষয়াধীন শাসন-প্রণালী অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত বোধহয় না। চিরকালই মনুষ্যের দেহসম্বন্ধীয় সতর্কতা ও সাবধানতার বিষয় তাহাদিগের নিজ নিজ হস্তে ছিল, এবং চিরদিনই মনুষ্য স্বাধীনতা পক্ষে অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করিয়া আসিতেছে, কোনকালে কেহ তাহার নিবারণ করিতে পারে নাই। এক্ষণ রাজনিয়মাধীন প্রকাশ্য মিউনিসিপালিটির তাড়নায় তাহার নিরস্ত ও নিয়মানুমোদিত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। প্লেগ-আক্রমিত বোম্বাই শহরে মিউনিসিপাল নিয়মপ্রণালী সিগ্রিগেসন্, সেনিটেসন্ প্রভৃতির কিছুই অভাব ছিল না। তবে প্লেগ দুর্দ্দমনীয় প্রভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অন্যান্য দেশকে আক্রমণ করিল কেন? আক্রমিত দেশ ভয় বিভীষিকায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল কেন?

যাহা হউক কলিকাতার প্লেগ সম্বন্ধে ভগবানের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র বলিয়াই সারজন্ উড্‌বরণের ন্যায় লেপ্‌টেনেণ্ট্ গবর্ণর বঙ্গের সিংহাসনে উপস্থিত হইয়াছেন। যদি যথাসময়ে তাঁহাকে

আমরা না পাইতাম, যদি যথাসময়ে তাঁহার মহৎ মুখনির্গত অভয় বাণীতে সমস্ত ভয়বিহ্বলাম্বিত বঙ্গদেশ প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ না করিত, যদি যথাসময়ে তিনি স্বীয় মহৎ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য না করিতেন, স্বাধীনভাবে প্লেগের বিষয় মিউনিসিপালিটীর হস্তে না দিতেন, এবং যদি যথাসময়ে প্লেগ-টিকার উদ্দেশ্য সাধারণকে বুঝাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে আজ কলিকাতার অবস্থা কি ভয়ানক হইত, লোক সকলের কি দুর্দ্দশা হইত, প্লেগরাক্ষসের তাড়নায় কত লোক সংহার পাইত, কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হইত, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

## ভারতবর্ষীয় প্লেগ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎগণনা।

আগামী বৎসর বঙ্গদেশে প্লেগ আসিবার সম্বন্ধে যে একটী ভবিষ্যৎ গণনা প্রত্যেক সংবাদ কাগজে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে লিখিত ছিল যে, "প্লেগ দক্ষিণ সমুদ্র উপকূল পথে জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আসিবে, রেল পথে আসিবে না।" এই গণনা লক্ষ্য করিয়া অনেকেরই ধারণা ছিল যে নিশ্চয়ই বঙ্গদেশে প্লেগ আসিবে, এবং অনেকে তাহা দেখিয়া সতর্কও হইয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে আজ সেই গণনা ফলে পরিণত হইয়াছে। সকলেই গণনার সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অনুরোধে প্লেগ-সম্বন্ধে আরও যে দূর-ভবিষ্যৎ গণনা করা হইয়াছে, পাঠকদিগের অবগতির জন্য এ স্থলে তাহা লিখিত হইল। যথা—

"বোম্বাইর ন্যায় বঙ্গদেশে প্লেগ আসিলে সেরূপ লোক ধ্বংশ হইবে না।"

"প্লেগ ভারতবর্ষে ৬ বৎসর কাল চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন আকারে ঘুরিয়া বেড়াইবে।"

"প্লেগ ভারতবর্ষের সমুদ্র-উপকূলে সংক্রামক হইবে অন্য কোথাও হইবে না।"

"প্লেগের টীকায় রোগাক্রমণ সম্বন্ধে কোন ফল হইবে না।"

"প্লেগ ক্রমশঃ ভাবতের একটী স্থাযী রোগের মধ্যে পরিণত হইবে।"

"যে সকল লোক প্লেগ হইয়া বাঁচিবে তাহারা হীনায়ু হইবে।"

"প্লেগ শতাব্দাই ভারতবর্ষে ঘোর অশান্তি আনিয়া দিবে।"

প্লেগ সম্বন্ধে এই কয়েকটী ভবিষ্যৎ গণনার প্রত্যক্ষতার বিষয়ে পাঠকগণ বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। এতদ্দারা প্লেগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যতদূর জানা গেল তাহাতে প্লেগ বা মহামারী হইতে আর ভয়ের কোন কারণ নাই। উপসংহারে বক্তব্য এই,—রোগ ও মৃত্যু মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হইয়া থাকে। যখন যেখানে যেভাবে মনুষ্য যাউক না কেন, ভৌতিক বিকারজনিত দেহ-পীড়া ও অবশ্যমান্য রাজার আইন্ সকল-

কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। বিশেষতঃ মনুষ্য মনের দুর্ব্বলতা বা ভয়ের দ্বারা মহামারীর আশঙ্কা বা সূত্রপাত আরও দৃঢ় করিয়া তোলে, রোগ দূরে থাকিলেও মানসিক সাংকোচিক আকর্ষণে রোগ শোক, সতঃই মনুষ্যের নিকটস্থ হয়, সুতরাং এ অবস্থায় মনুষ্যের সাহস, ধীবত্যাবলম্বন ও ঈশ্বরে নির্ভরতা একান্ত মঙ্গলজনক এবং সর্ব্ব জাতির পক্ষেই ইহা একান্ত কর্ত্তব্য।

গ্রন্থকার।

# প্লেগসংহিতা।

## প্লেগোৎপত্তির কারণ ও দৈব বিপ্লব কি?

যাহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত, যাহার প্রভাবে সমগ্র দেশ বা দেশস্থ কোন অংশ অপরিলক্ষ্য সূত্রে ধ্বংশ বা ধ্বংশোন্মুখ হইয়া থাকে, যাহার প্রভাব মুহূর্ত্ত মধ্যে অলৌকিক ক্রিয়ায় পর্য্যবসিত হয়, বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ যাহার মূলতত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, যে বিপ্লব-সংহারের ভীষণপ্রবাহ লইয়া স্বভাবের সহিত বিপুল সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে বিপ্লবে জগতের নূতন সৃষ্টি সাধিত হয় এবং জগদীশ্বরের অপার মহিমা ব্যক্ত হইয়া ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দ-বারি উচ্ছাসিত করে, তাহাকেই মনুষ্যলোকে দৈব-বিপ্লব নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ভূমিকম্প, জল-প্লাবন, মহাঝটিকা ও মহামারী বা উপস্থিত প্লেগ সেই ঈশ্বর প্রেরিত দৈব বিপ্লব, এই সকল বিপ্লব হইতেই ঈশ্বরের সৃষ্টির ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে।

মহামারী যে কিসে উৎপত্তি হইয়া মহাধ্বংশ উপস্থিত করায়, এ পর্য্যন্ত কারণবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহার কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাহার প্রতিকারেরও এ পর্য্যন্ত কোন উপায় আবিষ্কার হয় নাই। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্লেগ-বীজ হইতে এক প্রকার কীটাণুর সংগ্রহ

দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে সেই কীটাণুর প্রভাব হইতে প্লেগ উপস্থিত করাইয়া থাকে। এই কীটাণু পৃথিবীর বিকারের সহিত বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইয়া মনুষ্যের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতেই প্লেগ হইয়া থাকে। কেহ বলেন, পৃথ্বীগত ভূ-বাষ্প বিষাক্ত হইয়া এই ব্যাধি উৎপন্ন করে, যে দেশে বা যে স্থানে ইহার সূত্রপাত হয় মৃত্তিকাগত মূষিকজাতি সকল অগ্রেই তথায় মৃত হইতে থাকে, পশ্চাৎ ক্রমশঃ সেই বিষ মনুষ্য জাতিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আবার কেহ বলেন, যদি তাহাই হইবে তাহা হইলে অন্যান্য মৃত্তিকাজাত প্রাণী-দিগেরও মূষিকজাতির ন্যায় প্লেগে মরা কর্ত্তব্য। যাহা বিষ তাহা প্রাণী মাত্রের পক্ষেই বিষ, সুতরাং তদ্দ্বারা সর্প, গোসাপ, খরগোশ, শৃগাল প্রভৃতিরও ইন্দুরের ন্যায় প্লেগাক্রান্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন সূর্য্যরশ্মি দূষিত হইয়া মৃত্তিকার সংস্রবে এই ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে, মনুষ্যজাতি পদ দ্বারা দূষিত মৃত্তিকা সংস্পর্শ করিয়া এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সাত্ত্বিক দেবাত্মদেহ-হিন্দুগণ দৈবকেই এই ব্যাধির একমাত্র কারণ জানিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে বসুন্ধরা যখন পাপ দ্বারা আক্রান্তা হয়েন তখনই মনুষ্য সমাজে ও স্থানবিশেষে এই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই ব্যাধি কোন কার্য্য বা কারণের অনুগামী নহে, ইহা প্রত্যক্ষ কোনও ভূত-বিকৃত হইয়া উৎপন্ন হয় না। এই ব্যাধি সাক্ষাৎ কাল-প্রেরিত মহাকালের আজ্ঞানুবর্ত্তী,—মঙ্গলময় প্রজাপতির সৃষ্টি-সমতার জন্যই পৃথিবীর যখন যে স্থানে আবশ্যক হইয়া থাকে তখনই সেই স্থানে মনুষ্যকুল নির্ম্মূলের

জন্য প্রেরিত হয়। কেহ কেহ এইজন্য মহামারীকে স্বাভাবিক বলিয়া থাকেন। এই মহামারী কেবল বিউবেনিক-প্লেগ নামেই অভিহিত হয় না। ইহা সংক্রামক মারাত্মক জ্বরের এবং ভীষণ সংহারক ব্যাধি মাত্রকেই বলা গিয়া থাকে।

জ্যোতির্বিদপণ্ডিতেরা এই ব্যাধিকে গ্রহ নক্ষত্রাদির বিরুদ্ধ আকর্ষণ বিকর্ষণ সংযোগী পৃথিবীর অপরিহার্য বৈকারিক লক্ষণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শান্তি, হোম, যাগযজ্ঞ দ্বারা ইহার উপশম হয় ইহাও বলিয়া থাকেন।

---

# প্লেগ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত।

বিপুল গ্রহ নক্ষত্রাদির ঘূর্ণায়মান গতির সহিত যখন যে দেশ যে মেরিডিয়ানের সন্নিকট হইয়া থাকে তখন সেই সমস্ত দেশ বা মহাদেশের অধীন এই মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, নানা মহাদেশে সময় বিশেষে কখন কখন ঘোর মহামারী বা মহাধ্বংশ উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, রেলওয়ে-সংঘর্ষণ, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্পন, সমুদ্রপ্লাবন, প্লেগ ইত্যাদি যখন যে মহামারী যে গ্রহের বিরুদ্ধ সংশ্রবাধীন পৃথিবীর আকর্ষণাধীন ছিল তখন তাহাই তৎকালীন প্রধান মহামারী বলিয়া অভিহিত, হইয়াছিল। গ্রহবিদ্ পণ্ডিতেরা ধূমকেতু ও রাহুর আকর্ষণ হইতে পার্থিব বিকারজনিত প্লেগোৎপত্তির নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জলও পার্থিবভাগ-প্রধানমনুষ্য-দেহ চন্দ্র ও রাহুর বিরুদ্ধ সংশ্রবে এরূপ দূষিত ভাবাপন্ন করায় যে, অন্য কোন গ্রহে সেরূপ করিতে পারে না। চন্দ্র সূর্য্য এই দুই গ্রহের সহিত রাহুর সংক্রমণ কাল অতি ভয়ানক। এই সংক্রমণ হইতে ভূ-বাষ্প-দূষিতমনুষ্যের পক্ষে ঘোর বিষাক্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ কালীন স্নান, দেহপরিষ্করণ ও পার্থিব বস্তু সংশোধন একান্ত আবশ্যক। আর্য্যগণ উক্ত সময়ে গঙ্গাস্নানাদি ও বিবিধ শান্তিকার্য্যে বিশেষরূপ মনস্থাপন করিয়া থাকেন। এইরূপ মনস্থাপন তৎকালীক বিরুদ্ধদোষকে বিনাশ করিয়া থাকে। হিন্দুস্থানারীগণ গ্রহণো পরদিবস যে মৃণ্ময়

পাকের বাসনাদি বিষবৎ ত্যাগ করিয়া থাকেন এও একটী নিগূঢ় উপকারক প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে।

মনুষ্য রবি, রাহু ও চন্দ্রের বিরুদ্ধ সংক্রামণ হইতে মহা সান্নিপাতিক বিদ্রধি রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন সুশ্রুতাদি শাস্ত্রের মতে এই সান্নিপাতিক বিদ্রধি রোগের ক্ষেত্রই স্থান-বিশেষে গ্রহকলাকর্ষণে বিউবনিক প্লেগ নামে অভিহিত হয়। অথবা কোথাও কলেরা, কোথাও জ্বরবিকার বা মেলেরিয়া কোথাও বা বসন্তাদি ভীষণরোগে পরিণত হইতে দেখা যায়। এইরূপ মহামারীর ন্যায় মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের আকর্ষণে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজবিপ্লব হইয়া থাকে। বৃহস্পতি, শনি গ্রহের আকর্ষণে ধর্ম্মবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব, চন্দ্র ও শনি গ্রহের আকর্ষণে জলপ্লাবনাদিঘটিত মহামারী, মঙ্গল ও শনি গ্রহে ভূমিকম্প, রেলওয়ে-সংঘর্ষণ; বুধ ও মঙ্গল গ্রহাধীন আকর্ষণে অগ্নিদাহাদি অনাবৃষ্টি এবং রবি মঙ্গল এই দুই গ্রহাধীন মহাদুর্ভিক্ষ জনিত মহামারী সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রহাদির সংশ্রবে নক্ষত্রাদির বিরুদ্ধ সংক্রমণ সময়ে সময়ে পৃথিবীর পক্ষে আরও ভীষণতর হইয়া থাকে।

বস্তু সকল রসায়নিক সংযোগ বিযোগের অধীন যখন যেরূপ গুণ ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গ্রহ নক্ষত্রাদির মিশ্র অমিশ্র আকর্ষণ-বিকর্ষণের তারতম্যানুসারে পৃথিবীও সময়বিশেষে বিশেষ বিশেষ দেশ বা মহাদেশের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ভূত বা মহা-ভূতের সহিত গুণযুক্ত ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থান্তরের মূল,—মনুষ্য সামান্য বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে। অথবা উক্ত মহাযোগ বিয়োগজনিত শান্তি অশান্তির প্রতি-

বিধান করিতেও কেহ সমর্থ হয় না। এই শান্তি নিপুণস্বভাবের পোষকতায় নিয়ন্তার নিয়ত মঙ্গল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। যে মহাত্মা স্বীয় দেহে ভূত-পরিমিত ও অবিকৃতসম্পন্ন, যাঁহার মানসিক তেজ সকল উচ্চ আকাশ তত্ত্বোদ্ভাসিত তিনিই উক্ত মহাশক্তির পোষকতায় স্বীয় ক্ষুদ্রশক্তিকে স্থির রাখিতে সমর্থ হয়েন।

প্রাচীন চরকসংহিতায় জনপদোদ্ধংশনীয় বিমানাধ্যায়ে—মহামারীর পূর্ব্বরূপ, সামান্য কারণ, জলবায়ু নক্ষত্র এবং সূর্য্য প্রভৃতির বিকৃতি লক্ষণ, সামান্য স্বীয় স্বীয় হেতু প্রভৃতির পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিকৃতি লক্ষণ, জনপদোদ্ধংশের ভেষজবিধি হেতুর মূল, বিকারোৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা ও আয়ুক্ষয়ের কারণ সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে।—এ স্থলে প্লেগ সংহিতার পাঠক বর্গের জন্য তাহার অবিকল অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।—

"পূর্ব্বকালে বহুবিধ লোকের আবাসভূমি এবং তপস্বীদিগের ঈশ্বরারাধনার স্থান পঞ্চালদেশের একদেশ কাম্পিল্ল নামক রাজধানীতে বহু শিষ্যপরিবৃত ভগবান পুনর্ব্বসু বনবিহারের অভিপ্রায়ে গ্রীষ্মকালের শেষভাগে গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক প্রধান শিষ্য চরককে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন।—

হে অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণ। তোমরা দেখিতেছ যে নভোমণ্ডলস্থিত নক্ষত্র, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু এবং দিক্ সকল তুষারাচ্ছন্ন হইয়া ঋতুর বিপরীতভাব প্রতিপন্ন করাইতেছে। সত্বরই পৃথিবীও যথাযথরূপে ওষধি প্রভৃতির রস, বীর্য্য, বিপাক এবং প্রভাব প্রতিবিধান করিতেছে না। পূর্ব্বোক্ত কারণের দ্বারা লোক সমস্ত প্রায় রোগাভিভূত দেখিতেছি। অতএব এই জন-

পদধ্বংশনের পূর্ব্বে এবং পৃথিবী ও জল প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন হেতু ঔষধসমূহের রস, বীর্য্য এবং বিপাকাদির বৈপরীত্য না ঘটিতে আমরা ওষধি সমূহের যাহাতে রস, বীর্য্য এবং বিপাক প্রভৃতির অভাব না হয় তাহারই চেষ্টা করিব।—যে সমস্ত আতঙ্ক যুক্ত লোক আমাদিগকে আকাঙ্ক্ষা করিবেক এবং যাহাদিগকে আমরা অনুগ্রহ করিব, তাহাদিগেরও উপকারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদি ব্যবহার করিব। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেশকাল, জল এবং বায়ু প্রভৃতি দ্বারা জনপদ আক্রান্ত হয়, তবে সম্যক্ ভাবে উদ্ধৃত ভেষজ যথাবিহিত প্রকারে ব্যবহৃত হইলেও জনপদোদ্ধংশকর ব্যাধি সমূহের কিছুই প্রতিকার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ভগবান আত্রেয় পুনর্ব্বসুঋষিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে অগ্নিবেশ কহিলেন, হে ভগবন্ আত্রেয়! পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঔষধ সমস্ত উদ্ধৃত এবং বিহিত ও আচরিত হইলেও কিপ্রকারে এক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, সাত্ম্য, সত্ত্ব, এবং বয়সবিশিষ্ট মনুষ্যগণের এক জাতীয় ব্যাধি দ্বারা কি কারণে জনপদের উধ্বংসন হইবে।

অগ্নিবেশ এইরূপ বলিলে—ভগবান আত্রেয় পুনর্ব্বসুঋষি কহিলেন, হে অগ্নিবেশ! পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত্যাদি ভাবের দ্বারা অসামান্য মনুষ্যগণের যে সকল পরস্পর সামান্য ভাব, তাহার বিগুণহেতু যে সময়ে সমান কাল এবং সমানলিঙ্গ যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া জনপদ ধ্বংসকর সেই সময়ে জনপদ কিরূপ অবস্থাপন্ন হয় তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে।—যথা ঐ সময়ে বায়ু, জল, দেশ এবং কাল ইহারা সকলেই বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া জনপদধ্বংশকর হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে বায়ু এইরূপ হইয়া জনপদবাসীদিগের রোগজনক হয় যথা—অস্বাভাবিক ঋতুগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বদা অতিশয় জলসংসিক্ত, অতি চঞ্চল, অতিপরুষ, অতিশীতল, অতিউষ্ণ, অতিরুক্ষ, অতি অভিষ্যন্দি, অতি ভীষণশব্দযুক্ত, পরস্পর অত্যন্ত প্রতিহত গতিবিশিষ্ট, কুণ্ডলীভূত এবং অস্বাভাবিক গন্ধ, বাষ্প, সিকতা ধূলি ও ধূমোপহত।

জল এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া জনপদবাসীদিগের রোগজনক হয় যথা ;—অতিশয় বিকৃত গন্ধ, বর্ণ, রস এবং স্পর্শযুক্ত ; অতিশয় ক্লেদবিশিষ্ট, মৎস্য, কচ্ছপ এবং কুম্ভীর প্রভৃতি জন্তুগণ এবং পক্ষী সকল জলাশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করে, জলাশয় শুষ্ক হইয়া যায়, জল অতৃপ্তিকর হয় এবং জলের শৈত্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের হ্রাস হইয়া থাকে।

দেশ এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া জনপদবাসীদিগের রোগজনক হয় যথা ;—স্বাভাবিক অস্বাভাবিক বর্ণ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শযুক্ত অতিশয় ক্লেদ-বিশিষ্ট, সরীসৃপ, ব্যাল, মশক, পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, পেচক, উলুক, শশ্মানবাসী শকুনী এবং জম্বুকাদি দ্বারা উত্তেজিত, উপবন সমূহ উলুপ প্রভৃতিগণ এবং নানা প্রকার লতা দ্বারা আচ্ছন্ন। কখন যে সকল পক্ষী বা তৃণাদির সংশ্রব ছিল না, সেই সমস্ত পক্ষী ও তৃণাদি দৃষ্ট হইতে থাকে, শস্য সকল নষ্ট ও শুষ্ক হইয়া যায়, ধূমযুক্ত পবন প্রবাহিত হইতে থাকে, পক্ষী সকল নিরন্তর ভয়ঙ্কর শব্দাদি করিতে থাকে। কুক্কুর সকল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে, নানা প্রকার মৃগ ও পক্ষী সকল ব্যথিত হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে ইতঃস্তত বিচরণ করিতে থাকে ; জনপদবাসী লোক সকল সত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা এবং আচার

প্রভৃতি পরিত্যাগ করে, জলাশয় সমস্ত সর্ব্বদাই ক্ষুভিত ও উচ্ছ্বলিত হইতে থাকে। সর্ব্বদা উল্কাপাত ও ঘোরতর অতি ভীষণ শব্দে নিরন্তর ভূমিকম্প হইতে থাকে, চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল রুক্ষ, তাম্র, অরুণ এবং শুভ্র মেঘ মণ্ডল দ্বারা আবৃত হয়; পুনঃ পুনঃ সসম্ভ্রম উল্কা এবং কোথায়ও বা ত্রাসিত ব্যক্তির রোদন ধ্বনি, কোথাও বা অন্ধকারাবৃত এবং কোথাও বা যক্ষগণের আক্রন্দিত নানা প্রকার শব্দ সকল শুনিতে পাওয়া যায়।

কাল এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া জনপদবাসীদিগের রোগজনক হয় যথা;—ঋতুবিপর্য্যয় অর্থাৎ যে কালের যে সকল লক্ষণ তাহার বিপরীত অথবা তত্তৎলক্ষণের হীনতা কিম্বা আতিশয্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পণ্ডিতেরা এই চারি প্রকার জলবায়ু, দেশ এবং কাল এই প্রকার অবস্থাপন্ন হইলে ইহাদিগকেই জনপদধ্বংসের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার অন্যথাভূত লক্ষণ সকলকে জনপদের হিতজনক লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দেশকাল, জল এবং বায়ু বিগুণ হইয়া জনপদ উদ্ধংসকারী হইলেও ঔষধ দ্বারা প্রতিবিধান করিলে উহা হইতে আর রোগের আশঙ্কা থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিগুণতাযুক্ত দেশ, কাল, বায়ু এবং জলের মধ্যে যদি স্বভাবতঃ প্রথমে বায়ু দূষিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক জল দূষিত হয় এবং জল হইতে দেশ, ও দেশ হইতে কাল দূষিত হইলে অপরিহার্য্যত্বহেতু তাহাকেই পণ্ডিতগণ অত্যন্ত দোষ বিশিষ্ট বলিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত বায়ু জল দেশ এবং কাল ইহারা যদি পরস্পর বিপ-

রীতভাবে দোষাভিপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রতিকারের সৌকার্য্য হেতু তাহাকে লঘু কার্য্যকারক লক্ষণ জানিবে।

এই চতুঃপ্রকার দূষিত জল বায়ু প্রভৃতি যদি কালের অবসানভাগে দূষিত হয়, তবে ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসিত হইলে লোক মারকরোগাভিভূত হয় না। যদি সাধারণতঃ জন্মান্তরকৃত কোন বিশেষ সঞ্চিত পাপ না থাকে এবং বর্ত্তমান কালেও কোন রকম বিশেষ দেশব্যাপ্ত দূষিত ব্যবহার না থাকে, তবে দৈবব্যাপাশ্রয় প্রভৃতি পঞ্চবিধ কর্ম্মের মধ্যে যুক্তিব্যাপাশ্রয় ঔষধ প্রয়োগই শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদির মধ্যে যথাবিধি রসায়নের প্রয়োগই প্রশংসনীয়; অপর পূর্ব্ব কথিত রসবীর্য্য বিপাক বিশিষ্ট ভেষজদ্বারা দেহবৃত্তিও প্রশংসনীয়। এবং সত্য প্রিয়তা, জীবগণের প্রতি দয়া, দরিদ্রদিগকে অর্থাদিদান, চতুষ্পথে উপহার দেবার্চ্চন, সৎপথাবলম্বী হওয়া এবং মন্ত্রাদি দ্বারা আত্মরক্ষা প্রভৃতিও মহামারী প্রশমনের কারণ।

নানাবিধ প্রকার মঙ্গলাচরণ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, ব্রহ্মচারীদিগের সেবা, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিদিগের নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতি সর্ব্বদা ভয়যুক্ত হইয়া বৃদ্ধদিগের সম্মত, সাত্ত্বিক এবং ধার্ম্মিকগণের সহিত নিত্য সহবাস করিবে।

পূর্ব্বোক্ত জনপদ ধ্বংসন সময়ে যাহাদিগের নিশ্চয় মৃত্যু লক্ষণ লক্ষিত না হইবে, তাহাদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রকার ঔষধ এবং ব্যবস্থাবাদি দ্বারা আয়ু পরিপালন প্রভৃতি ক্রিয়া সর্ব্বথা বিধেয়।

ভগবান্ আত্রেয় ঋষির নিকট হইতে জনপদোদ্ধ্বংসনের

পূর্ব্বোল্লিখিত কারণগুলি অবগত হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিবেশ আত্রেয় ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কি কারণে বায়ু প্রভৃতির বৈগুণ্য উৎপন্ন হয়? যে বৈগুণ্যের দ্বারা দেশ সমূহের উদ্ধংস হইয়া থাকে।

অগ্নিবেশের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আত্রেয়ঋষি কহিলেন হে অগ্নিবেশ! যে যে কারণে বায়ু প্রভৃতি বিগুণতা প্রাপ্ত হয় তাহার মূল, অধর্ম্ম, এবং পূর্ব্বকৃত অসৎ কর্ম্মই অধর্ম্মের মূল, প্রজ্ঞাপরাধই এই উভয়ের কারণ।

এ স্থলে আচার্য্য অধর্ম্ম হইতে যে প্রকারে জনপদের উদ্ধংসনী হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন যথা—যে সময়ে রাজা অথবা রাজপদস্থ কিম্বা গ্রামস্থ কোন ব্যক্তি ধর্ম্মঅতিক্রম পূর্ব্বক অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করে সেই সময়ে তাহাদের আশ্রিত উপাশ্রিত, পুরবাসী এবং গ্রামবাসী কিম্বা ব্যবহারোপজীবী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

এইরূপে অধর্ম্মের বৃদ্ধিতে ধর্ম্ম একবারে অন্তর্হিত হয়, অনন্তর সেই অধর্ম্মপথগামী ব্যক্তিগণকে দেবতাও পরিত্যাগ করেন। এইরূপ অপগতধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রধান এবং দেবতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ঋতু সমূহ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এবং তজ্জন্য যথাকালে বৃষ্টিবর্ষণ হয় না। কখন বিকৃতবর্ষণ হয়, অথবা কখন একবারেই বর্ষণ হয় না। বায়ু সম্যকরূপে প্রবাহিত হয় না। পৃথিবী বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, জল শুষ্ক হইয়া যায়, ঔষধি সমূহ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই সময়েই বিকৃতদেশ বিকৃতকাল, বিকৃত বায়ু এবং বিকৃতজলস্পর্শ, পান, এবং ভোজন দ্বারা জনপদ উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

অপর শস্ত্রজনিত জনপদ ধ্বংসের কারণ, অধর্ম্ম। লোভ ক্রোধ, রোষ, মানের বাহুল্যতাহেতু সবল ব্যক্তিগণ দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে অপমান করিয়া আত্মীয় স্বজন ও শত্রুর উপঘাতের নিমিত্ত পরস্পর শস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কোথাও বা শত্রুকে আক্রমণ করে এবং কোথাও বা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। রক্ষঃগণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূতসমূহ সেই অধর্ম্ম কিম্বা অন্য অপচারান্তর প্রাপ্ত হইয়া জনপদ অভিহনন করে। অপিচ অধর্ম্ম অভিশাপেরও হেতু। সেই সমস্ত অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপথচ্যুত হইয়া গুরু, বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও ঋষি প্রভৃতি পূজ্যব্যক্তিগণকে অপমানিত করিয়া অহিতাচরণ করে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ গুরু প্রভৃতির অভিশাপে ভস্ম হইয়া যায়, এবং এই প্রকারে অনেক বংশ লোপ হইয়া যায়, যে সকল ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত হইল, তাহারা সকলেই ভস্ম হইয়া যায়, আর যাহাদের প্রতি অভিসম্পাত হয় নাই তাহাদের ধ্বংশ হয় না।

পূর্ব্বকালে অধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য কোথাহইতেও অশুভের উৎপত্তি হয় নাই। যথা,—পূর্ব্বে অসুরের ন্যায় তেজশালী বিমল এবং বিপুল প্রভাব সম্পন্ন দেব, দেবর্ষি, ধর্ম্ম এবং যজ্ঞ-বিধির বিধান কারক, পর্ব্বতের ন্যায় সংহত, সারবান্ এবং স্থিরশরীরবিশিষ্ট, প্রসন্নবর্ণ, এবং প্রসন্নইন্দ্রিয়সম্পন্ন, বায়ুর ন্যায় বল এবং পরাক্রমশালী, মনোজ্ঞনিতম্ববিশিষ্ট, অনুরূপ প্রমাণ আকৃতি, প্রসাদ এবং উপচয়যুক্ত, সত্য, সরলতা, অনিষ্ঠুরতা, দান, দম, নিয়ম, তপস্যা, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রতাদি-গুণযুক্ত; ভয়, শোক, রাগ, দ্বেষ, মোহ, লোভ, ক্রোধ, মান,

রোগ, নিদ্রা, তন্দ্রা, শ্রম, ক্লম, আলস্য এবং পরিগ্রহাদি দোষ রহিত পুরুষসমূহ অপরিমিত আয়ু লাভ করিয়া ছিলেন।

সত্যযুগের আদিতে উদারসত্ত্বগুণকর্ম্ম ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে পৃথিবী সর্ব্বগুণ সম্পন্নছিল বলিয়া, শস্য সমূহে অচিন্ত্য রস, বীর্য্য এবং বিপাক গুণযুক্ত হইয়াছিল। তদনন্তর ত্রেতা প্রভৃতি যুগে ক্রমে এই সমস্ত গুণের ধ্বংস হইতে চলিল। সত্যযুগে কোন কোন সম্পন্নশালী ব্যক্তিদিগের অতিমাত্র গ্রহণ করার দোষে শরীর গুরুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং শরীরের গুরুতা প্রযুক্ত শ্রমবোধ, শ্রম হইতে আলস্য, আলস্য হইতে সঞ্চয়, সঞ্চয় হইতে পরিগ্রহ, এবং পরিগ্রহ হইতে লোভের সঞ্চার হইয়াছিল। অনন্তর সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতাযুগে লোভ হইতে অভি-দ্রোহের উৎপত্তি হইয়াছিল। অভিদ্রোহ হইতে মিথ্যাবাক্য, এবং মিথ্যাবাক্য হইতে কাম, ক্রোধ, মান, দ্বেষ, পারুষ্য, অভি-ঘাত, ভয়, তাপ, শোক, এবং চিত্তোদ্বেগ প্রভৃতি জন্মিয়াছিল।

অনন্তর ত্রেতাযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের একপাদ অন্তর্হিত হইয়া-ছিল, এইরূপে ধর্ম্মের একপাদ নষ্ট হইলে পৃথিব্যাদি গুণেরও একপাদ নষ্ট হইয়াছিল। পৃথিব্যাদি গুণের একপাদ নষ্ট হইলে শস্যাদির স্নেহ, নির্ম্মলতা, রস, বীর্য্য, বিপাক এবং প্রভাব গুণে-রও একপাদ ধ্বংস হইয়াছিল। তৎপর প্রজাগণের শরীর গুণপাদহীন আহার বিহারাদি দ্বারা যথাক্রমে পোষিত হইয়া প্রথমতঃ জ্বরপ্রভৃতি ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং এই কারণেই প্রাণীগণ পুরুষানুক্রমে হীনায়ুঃ হইয়া পড়িল। এইরূপে প্রতিযুগে ক্রমে ধর্ম্মের একপাদ করিয়া হীন হই-তেছে। তদ্রূপ ভূতগণেরও ঐ প্রকার একপাদ করিয়া গুণের

হ্রাস হইতেছে এবং লোকেরও সেই প্রকার আয়ু, বীর্য্য, বল, এবং স্বত্ব প্রভৃতির ক্রমে যুগে যুগে হীন হইয়া আসিতেছে। সেই প্রকার দেহিগণের যেরূপ পরমায়ুরকাল নিরূপিত ছিল, তাহাহইতে যুগের শতবর্ষ পূর্ণ হইলেই এক বৎসর আয়ুর ক্ষয় হয়। এইরূপে রোগ সমূহের প্রথমোৎপত্তির কারণ উক্ত হইল।

# প্লেগ উৎপত্তির সহিত নানাবিধ নৈসর্গিক লক্ষণ।

যখন যে দেশে প্রথম প্লেগ উপস্থিত হয় তাহার পূর্ব্বেই এমন কতকগুলি নৈসর্গিক লক্ষণ প্রকাশ পায় যে সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানীগণ তাহা উপলব্ধি করিয়া প্লেগ দ্বারা পৃথিবীর লোক সংহার হইবে ইহা বুঝিতে পারেন। এই প্লেগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ সূর্য্যে কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, সূর্য্যকম্পন অর্থাৎ সূর্য্যের দিকে দৃষ্ট করিলেই বোধহয় যেন সূর্য্য কাঁপিতেছে। পৃথিবীতে ঋতু-বিপর্য্যয়, অসাময়িক শৈত্য, উষ্ণতা, দিক্ দাহ, ঘন ঘন চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ, ধূমকেতু, পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস, কখন অতি বৃষ্টি, কখন অনাবৃষ্টি, মনুষ্য সমাজে বর্ণশঙ্করের প্রাদুর্ভাব, মনুষ্যের কাম ক্রোধাদি ও ভীষণ লোভপরায়ণতা, দিক সকল নিত্য অমঙ্গল লক্ষণাপন্ন, মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদির স্বরের তারতম্য, কোন কোন পশু পক্ষ্যাদির ভয়ানক বিকৃত স্বর, বৃক্ষাদির ফলশূন্যতা, কীটাণু ও ভূগর্ভস্থিত প্রাণীগণের বিকৃত দৃশ্য, বায়স সকলের রাত্রিকালীন ও শৃগালজাতির দিবাভাগে অর্দ্ধ বা অস্বাভাবিক বিকৃত শব্দ পরিত্যাগ, নিম্ নিম্ শব্দ সূচক কোন অলক্ষণায় বন্য পক্ষীগণের পল্লীগ্রামে আগমন, গো সকলের নিরন্ত অশ্রুবর্ষণ, নকুল সকলের পলায়ন, মনুষ্য শরীরে অযথা ও অস্থানিক ঘর্ম্ম ও কম্প এবং পাপেচ্ছা প্রবল ভাব, হিংস্রজীব সকলের ন্যায় মনুষ্য মাংসাহার করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক, মৃত্তিকার আস্বাদ লবণাক্ত ও বিস্বাদ, মধুরাদি ফলমূলে কীট প্রাধান্য,

মক্ষিক ও মশকাদির অসাময়িক উৎপাত, মূষিক, বিড়াল, মৃগ, শশ, ঘোটক ও গবাদির অস্বাভাবিক রোম পতন, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এইরূপ বিষদৃশ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইলে নিশ্চয়ই মহা-মারী উপস্থিত হইয়া ভূভার হরণ করিবে, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। সূক্ষ্মবুদ্ধি যপ-জ্ঞানপরায়ণ আর্য্যঋষিগণ এই সকল নৈসর্গিক লক্ষণালক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়া দ্বাপরযুগের ভীষণ কুরুক্ষেত্র ও অন্যান্য অনেক মহামারীর কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনুষ্য প্রকৃতির অভেদ্য আবরণে আবরিত, সেই আবরণ সূত্রে পৃথিবীর নানা নৈসর্গিক সংস্রব মনুষ্যদেহে সংযুক্ত হইয়া থাকে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চবিধ সংস্রবে মনুষ্যের দেহ ও মনে নানাবিধ ক্রিয়ার সঞ্চার হইয়া থাকে। মনুষ্য অনবরত উক্ত মহাভৌতিক সম্বন্ধসূত্রে হ্রাস বৃদ্ধির আশ্রিত হইয়া জন্ম, মৃত্যু ও পালনের বশীভূত রহিয়াছে। এক মহাকর্ষণ সূত্রে গ্রথিত অনন্ত প্রকৃতির যেখানে যে নৈসর্গিক লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, মনুষ্যদেহ তাহার শুভাশুভের অধীন কোথাও বাদ পড়িবে না। একারণ উল্লিখিত নৈসর্গিক লক্ষণের শুভা-শুভের সহিত স্থান বিশেষের শুভাশুভ লক্ষণ ও তজ্জনিত মনুষ্য-কুলে মহামারীর পূর্ব্ব সূচনা উপলব্ধি হয়। বহুদর্শী প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাভিজ্ঞ মনুষ্য উক্ত লক্ষণালক্ষণ সকল যখন প্রত্যক্ষ করি-বেন, তখন তিনি বিবিধরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। শারীরিক সতর্কতা অপেক্ষা মনুষ্যের পক্ষে মানসিক সতর্কতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মানসিক সতর্কতায় ভৌতিকবিকার মনুষ্য-দেহে অতি অল্পই অধিকার করিতে পারে। কিন্তু এই সতর্কতা আত্মবিভাব ও সংযম সাপেক্ষ। সৎগুরু উপদেশ হইতে ইহা

সর্ব্বদা প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। ঋষিগণ আহার, নিদ্রা, আশ্রম ও বিবিধ দৈহিক মানসিক পবিত্রতা দ্বারা নানা দুর্নিমিত্ত হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতেন। তাঁহাদিগের বনরাজ্যে ঘোর হিংস্র-জন্তুবাহুল্যসত্বেও কোন প্রাকৃতিক বা সাজ্যাতিক আতঙ্কের কারণ ছিল না।

—০—

# কোন্‌দেশের কিরূপাবস্থায় ও কিরূপ সংশ্রবে প্লেগ সংক্রামিত হয়।

যে দেশ সমুদ্র উপকূলেস্থিত, চন্দ্রগ্রহের আকর্ষণাধীন পূর্ণ শ্লেষ্মযুক্ত; যে দেশ রবি গ্রহাধীন মরুভূমি সন্নিহিত রুক্ষ, পিত্ত-প্রধান, অথচ রাহুর দোষে দূষিত বা বিকৃতভাব প্রাপ্ত; যে দেশে সহজে বায়ু এবং শ্লেষ্ম প্রকুপিত হয়; যে স্থানে নানাদেশীয় মিশ্রপ্রকৃতির লোকের বসবাস, যে ভূমি লবণাক্ত অথচ তাম্র আস্বাদযুক্ত; সেই ভূমি বা মৃত্তিকায় সংক্রামকপ্লেগ হইয়া থাকে। যে দেশে সুশ্যামলদূর্ব্বাদলদ্বারা মৃত্তিকা সকল আবৃত নহে; যে দেশে তুলসী, বিল্ব, তমাল, নিম্ববৃক্ষ সমধিক না জন্মে, সেই সমস্ত দেশে প্লেগ হইলে মহা সংক্রামক হইয়া থাকে।

প্লেগ সংক্রামক হইলে মনুষ্যজাতির পৃথক পৃথক থাকা কর্ত্তব্য, এক গৃহে বা ক্ষুদ্রগৃহে বহুলোক শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। কোন প্রকার ব্যাপার বিধান বা মহোৎসবাদিতে যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মেলা, বিবাহাদি উৎসবে যোগদান এবং তথায় আহার বিহারাদি এক কালীন নিষিদ্ধ।

গঙ্গা বা বৃহৎ নদীর নিকটস্থ দেশে প্রায়ই প্লেগ সংক্রামক-ভাবে উপস্থিত হয় না। চন্দনবৃক্ষ ও দেবদারুসমাকীর্ণ ভূভাগে প্লেগ সংক্রামক হয় না। অত্যুচ্চ পর্ব্বত বা বহু বিস্তৃত প্রান্তরের পার্শ্ববর্ত্তীদেশে প্লেগ সংক্রামক হয় না। মরুভূমি ও কঙ্করযুক্ত স্থান এবং বহু পুরাতন স্থানে প্লেগ হইলে ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে দেশ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, যে দেশের মৃত্তিকার নিম্নভাগে মৃতকঙ্কাল বা জীব সকলের অস্থিরাশি প্রোথিত হয় নাই, যে দেশের লোকসকল উষ্ণীষাদি কোন প্রকার মস্তকাবরণ অভ্যস্থ নহে, তথায় প্লেগ আসিলে বহু দিবস থাকিতে পারে না। যে দেশে বা যে বাটীতে পুরাতন অজগর সর্প (বাস্তুসর্প) নাই, অথবা মনুষ্যের অত্যাচারে ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে; যে দেশে অগ্নির ব্যবহার স্বল্প, যথাসময়ে বন্যা প্রবাহিত হয় না, তথায় নিশ্চয়ই প্লেগ সংক্রামিত হইয়া ভীষণ মহামারীতে পরিণত হইয়া থাকে। যে দেশের অধিবাসীবর্গ স্বভাবতঃ পরিমিত মদ্যপায়ী ও তাম্রকূটসেবী, ফলপুষ্পাদি প্রিয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শৈশব হইতে তৈলাভ্যস্ত, সে দেশে প্লেগ উপস্থিত হইলে কখন সংক্রামক ও ভয়াবহ হয় না। যে জাতি জলপথে বাস করে, আকাশপথে বাস করে, বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নে বাস করে, যাহারা খড়েরঘরে শয়ন করে, যাহাদিগের গৃহে মৃণ্ময় দেওয়াল বা ভিত্তি নাই, যাহারা স্বয়ং পুষ্পচয়ন করে, পুষ্পের ব্যবসা করে, পুষ্পমাল্য ধারণ করে, নগ্নপদে দুর্ব্বাদলে বিচরণ করে, সেই সকল অবস্থাপন্ন জাতির সহজে প্লেগ হয় না। সঙ্গীত, চিত্র এবং কবিত্বপ্রিয়দেশে প্লেগ হইলে সংক্রামক হয় না।

যে দেশ জড়তা, দুর্গন্ধ এবং অতৃপ্তিকর পানীয় ও অন্যান্য অনেক দ্রব্যে আসক্ত, সেই দুর্ভাগ্য দেশ মহামারীর হস্তে সর্ব্বদাই পীড়িত হইয়া থাকে। বহুবিচার ও তত্ত্বচিন্তার দ্বারা প্লেগ সম্বন্ধে এই সকল অবস্থার বিষয় লিখিত হইল।

—০—

# প্রাকৃতিক বিপ্লবের সহিত মনুষ্য-মনের সম্বন্ধ।

যে মহা প্রকৃতি লইয়া নিখিলসংসারের অনির্ব্বচনীয় ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে, সেই মহাপ্রকৃতিই মনুষ্য-জীবনের মূলাধারাশক্তি;* সেই শক্তি প্রভাবেই আত্মা, বল, আয়ু ও নানা বিধ ত্রিগুণাত্মককার্য্যসহযোগী মনের বিকাশপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; সেই শক্তির অভাবেই মৃত্যু বা দেহের পরিবর্ত্তন ভাব আনাইয়া দেয়। এজগতে মহাপ্রকৃতির সুস্থতা বা সমতা হইতেই মন ও দেহের সুস্থতা বা শান্তি লাভ হইয়া থাকে। যে স্থানে পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির বিকৃতি, সেখানে মনুষ্য মন বা দেহও বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্লেগ, ঝটিকা, অগ্ন্যুৎপাৎ, ভূমিকম্প ও প্লাবনাদি হইতে পৃথিবীতে যখন যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়; সেই সংঘর্ষণ জীবদেহাশ্রিত ক্ষুদ্র ভূতাণুতেও পরিলক্ষিত হয়। ঐ সকল প্রাকৃতিক উৎপাত হইতে স্বভাবতঃই মনুষ্যমন ভয়বিহ্বল ও কম্পিত হইয়া থাকে এবং বিবিধ শারিরীক অলক্ষণ ও [illegible] স্পর্শাদির ভাবান্তর উপস্থিত করাইয়া দেয়। শরীরের স্থান বিশেষে স্পন্দন, দৃষ্টির অসামঞ্জস্য গতি ও ক্রিয়ার বিপ-

রীত অবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় অরিষ্টলক্ষণ উপস্থিত করায়। মৃত্যু ও বিবিধ দেহোৎপাতের পূর্ব্বে যে সকল দুর্নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদের অরিষ্টাধ্যায়ে লিখিত আছে, প্রাকৃতিক বিপ্লবের পূর্ব্বে বা তৎসময় সেই সকল মনুষ্যদেহেও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানীগণ তদ্দ্বারা শরীরের শুভাশুভ ও মহামারীর সাংঘাতিক বা সামান্য অবস্থা বুঝিতে পারেন। ঐ সময়ে সাহস, উদ্যম, নির্ভিকতা, নিষ্ঠা, নিয়ম, পবিত্রতা এবং ধর্ম্মপরায়ণতা ইত্যাদি মানসিক সাধুবৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধন একান্ত আবশ্যক। সৎপ্রবৃত্তি ও সাধুতার অভ্যুদয়ে প্রাকৃতিক বিপ্লবজনিত দেহের জড়তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য-আত্মা সঙ্কুচিতভাব পরিত্যাগ করে। জীবনী শক্তির বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও বাহিক কারণে সহসা মনুষ্য মন বিচলিত হয় না। পুরুষকারের প্রাধান্যতা আনিয়া দেয় এবং তৎসহযোগে দেহরক্ষা সম্বন্ধে কোন না কোন উপায় উপস্থিত হয়। এই জন্যই অস্মদ্দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে অথবা যে যে ঋতু বা সময়ে মহামারী বা কোন কোন বিপ্লব হওয়া সম্ভব তাহার পূর্ব্বে সেই সেই বিপ্লব-শক্তি-সমর্থক সমপ্রকৃতির দেবদেবী-পূজাপদ্ধতির প্রচলন বিধিবদ্ধ আছে। সম্প্রদায় বিশেষে সাধনা ও সাত্বিককার্য্যাদির আবাহন, নগরকীর্ত্তন, চণ্ডীপাঠ, এখনও এ দেশের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। ফলতঃ এতদ্দ্বারা মহামারীর শান্তি হইয়া থাকে। মনুষ্যমন বিশ্বাস ও ভক্তি সহযোগে অতিশয় দৃঢ়তর হয়, সুতরাং সহজে ব্যাধি পীড়া মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারে না। যাহারা বিশ্বাস ও ভক্তিশূন্য, যাহাদিগের মহামারী বা কোন বিপ্লবের কথা শুনিলেই

ভয় আসিয়া হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, তাহারা সেই দুর্ব্বল মনের সহায়ে প্রায়ই মহামারীদ্বারা আক্রান্ত হয়, প্রকৃতি তাহাদিগের হৃদয়ে স্বভাবতঃই বিকৃতভাবে আবির্ভূতা হয়েন। তাহারা দুর্ব্বল মন লইয়া কোথাও পালাইয়া নিস্তার পায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বিকৃত দৃশ্য ধাবিত হইয়া রোগাক্রমণ করায় এবং এই উপায়েই রোগ চতুর্দ্দিকে সংক্রামিত হয়। মহামারী আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে রোগী; বায়ু এবং জলের সম্বন্ধে সতর্কতাবলম্বন একান্ত কর্ত্তব্য। মহামারী-বিষ সংক্রামিত হইবার পূর্ব্বে দেশত্যাগ কর্ত্তব্য, কিন্তু বিষাক্তাবস্থায় দেশত্যাগ কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। তৎসময়ে মনের দৃঢ়তা ও নিজ নিজ জাতীয় দৈবাদি ক্রিয়াকলাপ-অনুষ্ঠান, মনকে দৃঢ় করিয়া অবস্থিতি থাকাই জ্ঞানীদিগের আবশ্যক। এ সময়ে দৈবই চিকিৎসক, এবং দৈবাদি সাত্ত্বিকক্রিয়ার প্রবর্ত্তনই সুমহৎ চিকিৎসা।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে মুনি। ঋষিগণ উচ্চতম মানসিক বল সাপেক্ষ করিয়া চলিতেন, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাত্ত্বিকানুষ্ঠান দ্বারা শরীর ও মনকে দৃঢ় করিতেন, সাত্ত্বিক আহার বিহার দ্বারা দেহমন ও প্রকৃতির পোষণ করিতেন, যোগাদি পরমার্থিক ক্রিয়াদ্বারা প্রাণকে অস্থিগত করিয়া রাখিতেন; ধ্যান, ধারণা ও তপস্যা দ্বারা আত্মাকে নির্ম্মল করিতেন; নির্ম্মলপ্রকৃতির সহিত অমোঘ সাত্ত্বিকমিশ্রণে জীবনীশক্তিকে বর্দ্ধিত করিতেন। তৎকালে মহামারী বা প্রাকৃতিক উৎপাত দেশমধ্যে অাদপে স্থান পাইত না, তজ্জনিত অকাল মৃত্যুও এত অধিক লক্ষিত হইত না। দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পজনিত রোগ শোকও এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ভাবে ছিল না। একারণ এদেশের নাম পুণ্যভূমি বলিয়া কথিত

ছিল। ঋষিরা জানিয়া শুনিয়াই প্রাকৃতিক-পীড়া হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই শান্তিপূর্ণ দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

—০—

# সভ্যতার সহিত মহামারীর আবির্ভাব।

বর্ত্তমান সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত রোগ শোকাদিরও উন্নতি দৃষ্ট হয়। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—যে দেশ যত সমৃদ্ধি-শালী ছিল সেই দেশে রোগভোগ জনিত মহামারীরও তত প্রকোপ হইয়াছিল। অনেক সভ্যতাযুক্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ সময়ে সময়ে মহামারীর প্রকোপে জনশূন্য মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। সহস্র রাজ চেষ্টা বা সমগ্র সমবেত চেষ্টায়ও তাহার প্রতিকার হয় নাই। তৎকালীন সেই সব স্থান আতঙ্ক ও মহাভয়ের আবাস ভূমি হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক মুহূর্ত্তমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। মৃতদেহে রাজপথ, গৃহ, বাটী, পরিপূর্ণ হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে হাহাকারধ্বনি, সমাধি-ক্ষেত্রের ভীষণ অন্তিমশব্দ, শ্মশান-বহ্নি-প্রজ্জ্বলিত ধূম-রাশি, শিবা গৃধ্রাদির উল্লম্ফন ইত্যাদি প্রাণশোষক আতঙ্ক-দৃশ্যে দেশের কোথাও শান্তি ছিল না। নগরের শ্রী নাশ, পশু পক্ষীগণের বিকৃতশব্দে চতুর্দ্দিকে পলায়ন, বৃক্ষ-বল্লরী কুলের শ্মশান-ক্ষেত্র-দণ্ডায়মান সদৃশ নিস্পন্দ ও কঠোর দৃশ্য, তিন্তিড়ী ও অশ্বথাদি কুলনাশকবৃক্ষ সকলের সুদৃশ্য মানবীয় সৌধাবলি আশ্রয়, চতুর্দ্দিকে অলক্ষ্য শব্দ, অদৃশ্য ভূতযোনির সঞ্চরণ, সূর্য্য-

তেজ ও বায়ুর প্রখর সঞ্চালন, কাননে বৃক্ষ-পত্র পতনের গভীর শব্দ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অবস্থা সকল নয়নপথে দৃশ্য হইয়াছিল। এই অবস্থায় অবস্থান্তরিত হইয়া অনেক নগর আজও ঘোর অরণ্য বা মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত রহিয়াছে।

দেশ সভ্যতাক্রান্ত হইলে মনুষ্য-মন বিলাসিতার দিকে প্রধাবিত হয়। বিলাসিতা মানসিক দুর্ব্বলতা ও পাপ আনাইয়া দেয়,; পাপে দুরারোগ্যরোগ ও প্রাকৃতিক অভাবে পরিণত করায়, এই প্রাকৃতিক অভাব হইতেই মহামারী উপস্থিত হয়। এবং নানাবিধ রোগ, শোক, হীনশক্তি ও হীনায়ুর কারণ হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যে দেশ যত সভ্য হইয়াছিল তাহার ক্রমশঃ অধঃপতনের সংবাদও তত অধিক পাওয়া যায়। মনুষ্যের মধ্যেও যিনি যত সভ্য তাঁহার পরিণামও তত পতনের পরাকাষ্ঠা। সভ্যজগত চিরকালই অন্তঃসার শূন্য। সে দেশে ন্যায়, ধর্ম্ম-নীতি, সত্য, আস্তিক্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সকলই শিথিল ভাবে পরিণত হয়, জ্ঞানও বিজ্ঞানমার্গে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ আত্মপুষ্টতা হইতে স্খলিত হইয়া পতিত হয়; ক্রমশঃ কৌশল ও বাক্য আশ্রয় করিয়া শেষে ঘোররূপা প্রকৃতির আশ্রয়ে নিগৃহীত হয়; সভ্যতাভিমানীদেশ প্রকৃত বীরত্ব ও বিশ্বাসের আশ্রয় ত্যাগ করে। বৃথা বেশভূষারগর্ব্ব, আহার বিহারের স্বেচ্ছাচার এবং অপবিত্র ও কুৎসিত বিষয়ে অভ্যস্ত হয়। যে দেশ যত সভ্য তত্রত্য স্ত্রী ও মানসিক অবস্থা তত চঞ্চল, সুতরাং স্ত্রী চঞ্চলা হইলে বর্ণশঙ্কর উৎপত্তি এবং মানসিক চাঞ্চল্য হইতে নানা অনর্থের মূল আবির্ভাব হয়। এই সকল কারণে তত্তৎ মনুষ্য-সমাজে দুর্নিমিত্ত ও তজ্জনিত মহামারীর আক্রমণ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে যে (প্লেগ) মহামারী ভারতবর্ষকে আশ্রয় করিয়াছে, এই মহামারী ফরাসী, চীন, ইংলণ্ড ও অনেকানেক সভ্য দেশকে আলোড়ন এবং ভূতলশায়ী করিয়া এ দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য উপস্থিত হইয়াছে জানিতে হইবে। এদেশ ক্রমশঃ সভ্য দেশের আলোকে ও সভ্যতার লীলা খেলায় ভাসমান হইয়া আসিতেছে। সুতরাং যাহা কখন এদেশে ছিল না, যাহা এদেশের লোকে জানে না, বা চর্ম্মচক্ষে দর্শন করে নাই, তাহাই এদেশে উপস্থিত হইবে, এবং সেই আগন্তুক সম্বন্ধ হইতেই এদেশীয় মনুষ্যের পতন ও স্খলন হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী।

যে দেশ যখন যে প্রকৃতির বা গ্রহ নক্ষত্রাদির অধীন সে দেশ তাহারি ক্ষেত্রে কার্য্যকারী হয়। ভিন্ন দেশীয় রীতি নীতি সহস্র উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার সংস্রব তত্তদ্দেশীয় প্রকৃতির পক্ষে ঘোর বিরোধী হইয়া থাকে। আহার বিহার, বিষয় আশয়, পরণ পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ভাষা ইত্যাদি নিজ নিজ দেশজাত জল বায়ুর প্রতিকূল ও প্রকৃতির বিরোধী হইলে তত্তৎবিষয়ে বিকৃতি ভাব জনিত ঘোর শারীরীক মানসিক উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকে। এই সমূহ উদ্বেগ ক্ষেত্র হইতেই প্লেগ বা মহামারীর সূত্রপাত হয়, এবং সেই প্লেগ হইতেই বিকৃত ভাব ও বিকৃত আচার বিচার প্রাপ্ত মনুষ্যকে একেবারে বিদূরিত করিয়া দেয় এবং অন্য ক্ষেত্রে সেই সেই দেশে প্রকৃতির নূতন সৃষ্টির প্রয়োজন হয়।

সভ্যতাপরায়ণমনুষ্য প্রভুত্ব ও দম্ভপূর্ণ তামসিক বৃত্তির অধীন কাম ক্রোধ ও লোভাদি রিপুতন্ত্রে জড়িত হইয়া সাত্ত্ব্য শূন্যতাহেতু দৈববশে অকালে ঘোর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই প্রকার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় বা সুচিকিৎসা সামান্য চিকিৎসকের আয়ত্ত নহে।

এতদ্বিষয়ে সদুপদেশও কেহ সচরাচর দিতে পারে না। ইহার কাল ও পথ্যাপথ্যও কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। সামান্য ক্ষেত্রে ও সামান্য বুদ্ধির মানবে ইহার ঔষধি নাই। এস্থলে মানবীয়বুদ্ধি বা বিজ্ঞান যে সকল অনুসন্ধানে ব্রতী হয় তাহা প্লেগসম্বন্ধে অভ্যন্তরের কিছুই নহে, কেবল রোগের প্রচার নিরস্ত ও ভীতিবিহ্বল হেতু।

—•—

## পার্থিব পরমাণুর দোষাদোষ ও তজ্জনিত বিষ কীটাণুর আধিক্য।

যখন গ্রহনক্ষত্রাদির আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্বন্ধ পৃথিবীর স্থানবিশেষে পৃথ্বী মহাভূতের কোন অংশে নিপতিত হয়, তখন সেই স্থানে পার্থিব পরমাণুর দোষ লক্ষিত হয়। তজ্জনিত সেই স্থানে বিষ-বাষ্প বিষ-কীটাণুর উদ্রেক ও তদ্ধেতু তৎস্থানীয় মনুষ্য সকলে প্লেগ বা মহামারী সংক্রামিত হয়। ঐ প্রকার দোষ কোন স্থানে বায়ুর দ্বারা পৃথিবীস্থ মধ্যাকর্ষণ শক্তির সমশক্তিকে বিচ্যুত বা বিষম ভাবে প্রতিহত বা আকর্ষিত করিলে সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প ও রেলওয়ে দুর্ঘটনাদি নানা প্রকার পার্থিব ক্রিয়া বিকারজনিত মহামারী উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রকার পার্থিব মহামারী সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। কারণ জীবের আশ্রয়স্থল বা উৎপত্তিস্থান পৃথিবীতে বিনাশ-শক্তি উপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই দৃশ্যমান জীবজগতকে রসাতলে দিয়া থাকে। পৃথিবী রসাতলে গেলে তথায় জল ও অগ্নির সদ্ভাবতঃ প্রয়োজন হইয়া

থাকে। তৎপর জল ও অগ্নি হইতে ক্রমশঃ তত্ত্বানুযায়ী নূতন সৃষ্টির অবতারণা হয়।

পার্থিব ভূতাণু বিকৃত হইলে, তাহাতে যে সকল বিষ-বাষ্প বা বিষ-কীটাণুর সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা ভীষণঅগ্নির দ্বারা দগ্ধ ও জল দ্বারা ধৌত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অথবা ভীষণতর শব্দ দ্বারা সেই স্থানীয় আকাশকে বিস্ফারিত করা একান্ত আবশ্যক। ঢক্কা, শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রাদির দীর্ঘনাদানুকূলশব্দ হইতে বিষকীটাণু সকল মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অধিক প্রসারি সঞ্চারণ করিতে পারে না। এই জন্যই ভারতবর্ষে উক্ত বাদ্য-নাদাদি সর্ব্বত্র পূজা হোমাদি সাত্ত্বিকক্রিয়ার সহিত সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, এবং অদ্যাপি কোন প্রদেশের স্থানবিশেষে মারী-ভয় হইলে বৃহৎ ঢকাস্কন্ধে চতুর্দ্দিকে বাদ্য করিবার প্রথা বর্ত্তমান আছে। এই নিয়মটী যে বিশেষ বিজ্ঞানার্থমূলক তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে মহামারী শান্তির জন্য হোম, যাগ যজ্ঞাদির প্রথা প্রচলিত ছিল। ঘৃত বিল্বপত্রাদির পবিত্র গন্ধ দ্বারাও পৃথ্বী-জাত বিষাক্ত বায়ুর শোধন হইয়া থাকে। কোন কোন পশু বা পক্ষীর শব্দদ্বারাও তৎক্ষণাৎ বিষ-কীটাণু ধ্বংস হয়, বায়ু ও আকাশের পবিত্রতা সম্পাদন হয়, তন্মধ্যে গো জাতির ও পক্ষির মধ্যে বায়সজাতির শব্দই সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলকর। একারণ পূর্ব্ব-তন আর্য্যগণ গো পালন ও গোরক্ষণকে গৃহের লক্ষ্মী ও মঙ্গলার্থে গৃহস্থগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠকার্য্য মনে করিতেন। পবিত্র গোময়দ্বারা ভূ-বাষ্প শোধিত হয় এবং বিষাক্ত কীটাণু সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, পবিত্রকার্য্য মাত্রেই গোময় ব্যবহার করা এজন্য এদেশের একটী প্রধান নিয়ম।

পার্থিব পদার্থ মাত্রেই বিষ বর্ত্তমান আছে। পৃথিবী যেমন অমৃতের আকরস্বরূপা আবার বিষেরও তেমনি উৎপাদন-কারিণী। আমরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা যুক্তি পূর্ব্বক সেই পার্থিববিষ ও অমৃতফল হইতে দেহরক্ষা করিয়া থাকি। তিথি, নক্ষত্র ও ঋতু বিশেষে পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত বিষ ও অপর্য্যাপ্ত অমৃত উৎপাদন করিয়া থাকেন। স্থান বিশেষে ও পাত্র বিশেষে সেই বিষ বা অমৃত বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও গুণকরী হইয়া জগতের উপকারার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক মাত্র পৃথিবীই নানা শক্তি ও নানা গুণ এবং নানাপ্রকার রসের উৎপাদন-কারিণী। সময় ও অবস্থাগুণে পৃথক্ পৃথক্ রাসায়নিক সংযোগে ধরিত্রী অনন্ত গুণ ও অনন্ত শক্তির ঔষধী সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ধরণী, গ্রহ নক্ষত্রাদির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণে সেই শক্তির পোষণ, ও পরমাণু সকলের সংযোগ বিয়োগ জনিত নূতন নূতন ভাব, আকার ও চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়েন,—নানারূপে নানা-স্থানে নানা ক্রিয়ার আকরস্বরূপা হইয়া থাকেন, কোথাও অনন্ত গুণাশ্রিত মহামূল্য রত্নরাজি, কোথাও স্থাবর বৃক্ষবল্লরী রূপে নানা জীবের জীবনস্বরূপা, কোথাও জঙ্গম, অণ্ডজ স্বেদজাদি বিভিন্নরূপে বিভিন্ন সৃষ্টিরক্ষা বা বিনাশ কার্য্যের সাহায্যকারিণী হইয়া থাকেন। ফলতঃ অনন্তগুণের আকরস্বরূপা সর্ব্বভূতা-শ্রিতা, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি সংযুক্তা পৃথিবী হইতে যে মঙ্গল উদ্দেশ্যে জন্মলাভ হইয়া থাকে সেই মঙ্গলউদ্দেশ্যে আবার তাহারই উদরে সকলের বিলয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং বসুন্ধরাজাত কীট কীটাণু—দোষাদোষ,—সকলই ভূমণ্ডলের মঙ্গলার্থে বিনিয়োগ বুঝিতে হইবে। পৃথিবীর উৎপত্তির বিপরীত

ধ্বংস, আবার ধ্বংসের বিপরীত উৎপত্তি, এই পার্থিব নিয়ম চির স্বতঃসিদ্ধ। কেবল গুণাগুণ সম্বন্ধ লইয়া এবং পরমাণুর বিকার বা অবস্থান্তর ভাব লইয়া জগতে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য হইয়া থাকে।

জগতে কৃমি, কীট, ক্লেদ, ও বিষাক্ত পদার্থ হইতেও মনুষ্যের মঙ্গল সাধন হইয়া থাকে, প্রয়োগবলে হলাহল বিষও মনুষ্য দেহের মহোপকারী। আবার হপকিন্ সাহেব প্লেগেরবিষেও প্লেগ নাশ করিতে মত দিয়া থাকেন। আর্য্যচিকিৎসকগণ "বিষস্য বিষমৌষধি" বলিয়া একটী স্বতন্ত্র মতেরও প্রতিপাদন করিয়াছেন। পৃথিবী-পরিত্যক্তবিষ, সর্প ব্যতীত অপর কোন প্রাণী ধারণ করিতে পারে না; একারণ সর্পের এক নাম বিষধর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। বৃহৎ সর্প গৃহস্থের পুরাতন গৃহবাটী-জাত সেই সকল বিষ শোষণ বা আকর্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। একারণ সেই বিষবায়ু সংস্পর্শিত হইয়া মনুষ্যের দেহে বিষক্রিয়া করিতে পারে না। সুতরাং সংক্রামক রোগ বা মহামারী উপস্থিত হইতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। যে বাটীতে বাস্তু-সর্প ধ্বংস বা কোন কারণে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই বাটীতে নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের সূত্রপাত দ্বারা গৃহস্থ ও সপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গৃহ অরণ্য হইয়াছে। সে স্থানে অপর কেহ বাস করিতে সাহসী হয় নাই।

সর্পের ন্যায় কৃমি কীটাণু হইতেও ঐ প্রকার মানব দেহের মঙ্গল হইয়া থাকে। শরীরস্থ ক্লেদ বা মলাশয়জাত কীটাণু বা কৃমি তদ্বৎস্থানীয় মলবাষ্প বা গ্যাস সকল দ্বারা স্বীয় শরীর পোষণ করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। একারণ উক্ত বাষ্প বা গ্যাস্ শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না। যদি

মশকাদি অনেকানেক কীট জাতি অন্যান্য অপকারিজনক কীটাণু গুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। শীতকালে মানবের ঘর্ম্মবদ্ধ-দেহ-জাত রোমকূপ বা দূষিত শোণিত সকল তাহারা গ্রহণ করিয়া বাস্তবিকই শোণিত বিশুদ্ধতার পক্ষে বিশেষ উপকার করে। কিন্তু ঐ কৃমি, কীট বা কীটাণুর অতিমাত্র সম্বদ্ধহওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রয়োজনের অতিমাত্র সম্বদ্ধ হইলেও সেটী মনুষ্যদেহের পক্ষে বিকার বলিয়া নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে, পাকাশয়ে রক্ষা-কৃমি নামে যে কৃমি থাকে তাহার ধ্বংস হওয়াই মনুষ্যদেহের বিশেষ অনিষ্টকারী, যেমন বৃহদাকার সর্প হইতে ক্ষুদ্র সর্পের ভয় নিবারণ ও গৃহস্থ নিষ্কণ্টক হয়, সেইরূপ রক্ষা-কৃমি পাকাশয় জাত অন্যান্য ক্ষুদ্র কৃমি সকলকে আকর্ষণ করিয়া মলাশয়ের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

একপ্রকার পিপিলিকা আছে তাহারা ভূগর্ভে থাকিয়া অনেক প্রাণনাশক কীটাণুর ধ্বংসকরিয়া গৃহ ও গৃহস্থের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। শ্যামলদূর্ব্বাদল ও তৃণ গুল্মাদি দ্বারা ভূ-দোষ নষ্ট হয়, একারণ যে দেশে বা যে স্থানে উহা অপর্য্যাপ্ত সে দেশে মহামারী ইত্যাদি রোগ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আর্য্যগণ ঐকারণ দূর্ব্বাকে বিশেষ মাঙ্গল্য ও তজ্জাত বায়ু ও বাষ্পকে মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর বলিয়া থাকেন। অগ্নি ও সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বাপেক্ষা ভূ-দোষ নাশক এজন্য সর্ব্বথা উহা ব্যবহার ও প্রকাশ রাখা কর্ত্তব্য।

---

# ভারতবর্ষে মহামারী বা প্লেগ আসিবার কারণ।

ভারতবর্ষ এখন আর সেই পূর্ব্বতন ঋষি নির্ব্বাচিত ভারতবর্ষ নাই, ভারতবর্ষ এখন পাপ ও ক্লেদ কণায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রশান্ত ভারতক্ষেত্র আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। বৈদেশিক সংমিশ্রণদোষ, বিজাতীয় আচার নিয়মানুষ্ঠান, ব্যবহার পরিচ্ছদের স্বতন্ত্রতা, আহার বিহারাদির অনুচিত ও অস্বাভাবিক সংঘটন, রাজপূজা ও দেবসেবার অভাব, স্বদেশানুকূল আচার নীতির ব্যাঘাত, সভ্যতার অতিচার, সভ্য ভব্যের স্বেচ্ছাচার, দরিদ্রতার প্রাণশোষক আতঙ্ক, আইনকানুনের খর প্রস্রবণের প্রখরভাব, জল বায়ু ও দেশ কাল পাত্রানুকূল ঔষধী ভাষা ও ক্রিয়াকলাপের পরিত্যজ্যতা, বৈদেশিক লবণ ও চিনির অতি প্রচলন, সাত্বিক নিরামিষ ফলমূলাহারী মনুষ্যের স্বল্পতা, গো খাদক ও অপ-শুক্রভক্ষক জীবীর প্রাধান্য, বৈদেশিক অপ বা ভিন্নযোনিসংসর্গ জনিত বর্ণশঙ্করাধিক্য, ভূগর্ভজাত বিষ-তৈল (কেরোসিন) বিষ-কাষ্ঠ (পাথুরিয়াকয়লা) ইত্যাদির অতি প্রচলন; এই সমস্ত বিষম অপ্রশস্থ ক্রিয়া বা বস্তু হইতে ভারতবর্ষের মূলশক্তি ধ্বংস প্রায় হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবাসী নামে জীবীত মাত্র, বংশে গৌরব মাত্র, স্থানে স্থিতিমাত্র, অস্থি কঙ্কাল সদৃশ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কার্য্যে আর সেপুণ্যভূমি ভারতবর্ষ নাই;—তাই শোক, দুঃখ, অসহনীয় মর্ম্মবেদনা, মহামারী, প্লেগ বা ভূমিকম্পজনিত অকাল মৃত্যুর আধিক্য, ভয় বিভীষিকায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, ভীষণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষস-তাড়নায় অন্নাভাবে জীর্ণ

শীর্ণ অনন্তনিদ্রাধীন আজ ভারতভূমি অভাবের অভিযোগে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দহৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়া দণ্ডায়মান আছে। কে বুঝিবে? এই জন্য আজ ভারতে প্লেগ আসিয়াছে, কে বুঝিবে? এই জন্য বোম্বাই প্রদেশ আজ প্লেগ বা মহামারীর করাল কবলে ছারখার হইয়া গেল। কে বুঝিবে? এই জন্য আজ পুনা নগরীর মহামারী কাণ্ড ঘটিল। কে বুঝিবে? এই জন্য আজ রাজা প্রজায় মনোমালিন্য, প্রজার দীর্ঘনিশ্বাস, স্ত্রী জাতির অভিসম্পাত, নরগণের চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দে পলায়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের দুর্দ্দশা, কলিকাতা নগরীর হতশ্রী, ভয় বিভীষিকায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, ঘন ঘন হৃৎকম্প, স্থানচ্যুতি জনিত মনুষ্যের দুর্দ্দশার একশেষ, হায়! এ সবকথা বা ভারতে প্লেগ আসিবার কারণ আজ ভারতভূমিতে যিনি বুঝিবেন, সেই লক্ষ্মী স্বরূপা ভারত মাতা ভারত হইতে এক্ষণ, অনেক দূরে আছেন। আজ এ কথা কে তাঁহাকে শুনাইবে, কেইবা তাঁহাকে বুঝাইবে? আমরা রসাতলে যাইব স্ত্রী পুত্রের অসহনীয় বিচ্ছেদ সহ্য করিব, জনক জননীর অশ্রুজল দর্শন করিব, পরিবারের প্রত্যক্ষ অপমান দৃষ্টি করিব, তাহাতে অন্যের কি? তাই বলি জগন্মাতা ভিন্ন এ দুঃখ্য দেখাইবার এ সংসারে আমাদের আর কেহ নাই, তিনি অসময়ে আজ আমাদিগকে এই ঘোর সঙ্কট হইতে রক্ষা করুন, তিনি রাজার হৃদয়ে করুণা-বীজ বপণ করুন, আমরা যেন মানে মানে রক্ষা পাইয়া রাজার সদীচ্ছা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জয় মহারাণীর জয় ঘোষণা করি।

প্লেগ ভারতবর্ষে আসিল কেন? এই কথার উত্তরে আরও অনেককথা হৃদয়ে স্থান পায়। তন্মধ্যে বৈশেষিক বাদিরা ও

বৈদেশিক খাদ্যদ্রব্য সকলের সবিশেষ প্রচলন, সেই সকল দ্রব্য সমুদ্রতীরস্থ প্রধান প্রধান পোর্ট সকল হইতে স্থানান্তরে নীত এবং তজ্জনিত নানা সুতিব্যাপক গুণ বিশিষ্ট বস্তুতে ও অন্যান্য বস্তু সকলের সংস্পর্শ দোষ, ভিন্ন ভিন্ন ভক্ষ্যভোজী মনুষ্য জাতির নিশ্বাস প্রশ্বাস জাত বিষাক্তবায়ু গ্রহণজনিত বায়ুদোষ সংঘটন, ইত্যাদি কারণেও প্লেগ বা মহামারী ভারতবর্ষ মধ্যে বিস্তৃত হইবার সম্ভব।

লোকে এই প্লেগ বা মহামারীকে অধিকাংশ সমুদ্রতীরজ সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে, বোম্বাই করাচি প্রভৃতির ন্যায় সমুদ্র উপকূলে বৈদেশিক সংমিশ্রণাধিক্য দোষ বর্ত্তমান থাকাতেই এদেশে উক্ত ব্যাধিকে সমুদ্র-উপকূল-সংঘটনীয়ব্যাধি বলে, তদ্ব্যতীত উক্ত সমুদ্র উপকূল-ক্ষেত্র চন্দ্রগ্রহের দূষণীয় শক্তির অধীন, প্লেগ বিষ সংক্রমণ হওয়া মাত্রেই স্থানীয় শক্তির পোষকতায় চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে অতি সংক্রামক হইয়া যায়। তারপর ভারতের যেখানে যেখানে সেইদোষ নীত হইবে বা হইয়াছে, আনুসঙ্গিক তাহাতেও তাহার ফলপাত হইয়াছে বা হইবে। তৎসহযোগে ভবিষ্যতে এদেশে অন্য লক্ষণাক্রান্ত দুর্ব্বোধ্য ব্যাধি-কেও আবাহন করিবে বা এই বিউবোণিকপ্লেগরোগ চিরস্থায়ী হইবে ইহাও অনুমান করা যায়।

ভারতের নিত্য অস্থিমজ্জাশ্রিত ধতুদোষসংলগ্ন কলেরা ও জ্বলন্ত রোগ হইতে যে মহামারী সংঘটিত হইয়া থাকে, আসাম প্রদেশে যে কালাজ্বর মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; তাহার পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত ও সাময়িক সংক্রামতার বিষয় পর্য্যালোচনা

হরিয়াদেখিলে সংমিশ্রণদোষ অপেক্ষা সংক্রামদোষ ও তৎসহ পার্থিববিকার ও তৎসাহায্যকারী মনুষ্যের আত্মজদোষ সর্ব্বো-পরি প্রবল বলিতে হইবে, এই অত্যন্ত মহামারী ভারতের নিত্য নিধন-সহচর হইয়া কতইনা মানবজীবন ক্ষয় করিতেছে!

পূর্ব্বকালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এসকলযোগজনিত অকাল-মৃত্যু কোথাও দৃষ্ট হইত না, বৈদেশিক রাজন্যবর্গের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক শাসন নিয়মের প্রবর্ত্তনে ও মনুষ্যের মনের পরিবর্ত্তনের সহিত, কাল ও গ্রহগতির বিপরীতে এই সকল নিত্য প্রতি-পালিত মহামারীব্যাধির প্রকোপতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া দেশ ছারখার করিতেছে।

প্রাচীন চরক ও সুশ্রুতের সময়ে উল্লিখিত ব্যাধিযুক্ত লক্ষ-ণের প্রবন্ধে বিসূচিকা, বিদ্রধী, প্রভৃতির যে উল্লেখ ছিল তাহার প্রকোপ তৎকালে তত দৃষ্ট হয় নাই, এখনি এইগুলি মহামারী বা প্লেগ নামে অভিহিত হইয়া রাজার রাজ্য বিনাশ করিতে বসিয়াছে, এবং বৈদেশিক দোষাশ্রিতজনিত ও বায়ু সহযোগে ইহার প্রকোপ আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। মনুষ্য স্বীয় কালানুযায়ীপাপ ও কর্ম্মদ্বারা ঐ সকল মহাবিষ বাপ্য রাখি-তেছে, এবং ঋতুবিশেষে বৃক্ষ-ফলের ন্যায় উদগম ও ভোগ করিয়া আত্মনিগ্রহ সহ্য করিতেছে। ভারত আজ পাপনিগ্রহ যন্ত্রণায় অধীন ও আত্মবিহ্বল হইয়া জগতে ঈশ্বর ও রাজার শরণাগত। মধ্যে মধ্যে দৈব-প্রতিকূলতা বশতঃ খণ্ডপ্রলয়ের অধীন বিধ্বস্ত হইয়া ত্রাহি মধুসূদন করিতেছে, এবং অনাহারে ও অনাবাসে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আছে। ইহার চরম-ফল যে আরও কি ভয়ানক হইবে, ভগবান জগজ্জননীজানে

কখন যে কলি-সংহারিণী মূর্ত্তি ধরিবেন তাহা কে বলিতে পারে?

—•—

# কিরূপ দেশ বা কিরূপ প্রকৃতির লোকের প্লেগ হইবার সম্ভব এবং কিরূপ সমাজ বা কিরূপ প্রকৃতির প্লেগসম্বন্ধভয়ানক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সমুদ্রসন্নিকট লবণাক্তদেশ, সমুদ্র উপকূল, হ্রদ সন্নিকট স্থান, অতি প্রাচীন বহু জনাকীর্ণ সমৃদ্ধি-শালী নগর, সমাধিক্ষেত্র যুক্ত ভূ-খণ্ড, অস্থিকঙ্কালযুক্ত যুদ্ধক্ষেত্র, শ্লেষ্ম ও বায়ুপ্রধানস্থানে, শীতপ্রধানদেশে, সূর্য্যালোক বর্জ্জিত ভগ্নঅট্টালিকা প্রোথিত মনুষ্যবিহীন স্থানে, সর্প ও কৃমি কীট বর্জ্জিত অতিনূতন কঙ্করযুক্ত ভূভাগে, বিষ-তৈল ও বিষকাষ্ঠ-যুক্ত মৃত্তিকারঅধীন এই মহামারী বা প্লেগের অভ্যুদয় বিশেষ সম্ভব এবং এই সকল স্থানে প্লেগ হইলে সহজে দমন বা শান্তি হওয়া নিতান্ত কঠিন হয়।

হিন্দু সমাজ অপেক্ষা মুসলমান বা জৈন সমাজে এইরোগ অতি ভয়ানক। খৃষ্টান সমাজেও কম মারাত্মক নহে, অসভ্য আদীমনিবাসী ও পার্ব্বত্যবাসীদিগের এ রোগ তত মারাত্মক হয় না। বেশ্যা ও নটনটী সম্প্রদায়ে এ রোগ অতিবিরল দেখিতে পাওয়া যায়। দেবার্চ্চণাকারী, পুষ্পোদ্যানরক্ষক, তৈলি ও রজক ইহাদিগের প্লেগ হইলে তত মারাত্মক হয় না।

হিন্দু ও মুসলমানের তীর্থস্থানে এই রোগ বিশেষ মারাত্মক বা সংক্রামক হইয়া থাকে। মুসলমান খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মের ভজনালয় সময়ে সময়ে নানাজাতীয় বা নানাস্থানীয় লোকের একত্র সমাবেশ হেতু দূষনীয় হইয়াথাকে; হাট, বাজার, মেলা, বিবাহ ও উৎসব স্থল, অর্ণবপোত ও রেলওয়ে সংযোগস্থল ইত্যাদি স্থলেও নানাজাতীয় লোকের সংযোগে এইপ্লেগ বিশেষ সংক্রামক হইয়া থাকে, বিদ্যালয়, আপিস প্রভৃতি কর্ম্ম স্থলেও এই ব্যাধির সংক্রামকতা আকর্ষিত হইয়া থাকে।

যাহারা তুলাও বস্ত্রের ব্যবসায়ী, যাহারা গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ী, লবণ ও খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসায়ী, যাহারা দুগ্ধ, মদ্য ও চর্ম্ম ব্যবসায়ী তাহাদিগের প্লেগআক্রমণ খুবসম্ভব।

উকীল, এডিটার, ডাক্তার, ষ্টেসনমাষ্টার, টেলিগ্রামমাষ্টার প্রভৃতিরও এই প্লেগআক্রমণ হওয়া সম্ভব, যাহারা বেশ্যালয়ে গমন করে, যাহারা দেবালয়ে গমন করে, যাহারা প্রমোদ উদ্যানে গমন করে, যাহারা নাট্যালয়ে গমন করে, যাহারা অশ্ব ও গোশালায় গমনকরে, যাহারা বনভ্রমণ, নদীভ্রমণ, ও কৃষিকার্য্যে গমন করে, তাহাদিগের প্লেগ হইলে বিশেষ সাংঘাতিক হয় না। গোপালক, মেষপালক, কৃষক, পুরোহিত, নাবিক, গোপ, বিচারক গায়ক, বেশ্যা, পাচক, ধাত্রী, ইহাদিগের প্লেগ হইলে সংঘাতিক হয় না।

যাহারা অধিক উপায়শীল, যাহারা অধিক চিন্তাশীল, যাহারা পথশ্রম সহিষ্ণু, যাহারা নির্ভিক, যাহারা নিরামিষভোজী, যাহারা ভক্তি ও ধর্ম্মপরায়ণ, যাহারা দারিদ্রতাবিহীন, যাহারা অন্যমনস্ক, যাহারা উদাসীন, যাহারা অসন্দিগ্ধচিত্ত, যাহারা শুচি ও

পবিত্র, যাহারা সহিষ্ণু, যাহারা সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, যাহারা নিত্য দেবপূজা ও ঈশ্বরোপাসনা করে, নিত্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করে, যাহারা সন্তরণ করে, ব্যায়াম করে, অশ্ব বা গজারোহন করে, মাঙ্গল্যদ্রব্য সংগ্রহ করে, বৃক্ষলতাদি বপন করে, আতসবাজী প্রস্তুতকরে, স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত ঔষধাদি প্রস্তুত করে, যাহারা সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করে, সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকে, তাহাদিগের প্লেগ হইলে বিশেষ ভয়ানক বা মারাত্মক হয় না

যাহারা তীর্থযাত্রী, যাহারা আলস্য ঔদাস্যপরায়ণ, যাহারা দীর্ঘসূত্রী, যাহারা পারদ দোষাক্রান্ত, বহুমূত্র বা মেহাদি পীড়িত, যাহারা অর্শ ও ভগন্দর আশ্রিত, যাহাদিগের প্রকৃতি বাতশ্লৈষ্মিক, যাহারা পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হয়, যাহাদিগের পুনঃ পুনঃ দৈহিক হ্রাস বৃদ্ধি হয়, যাহাদের নিদ্রা অধিক, ভোজন অধিক, যাহারা প্রাতরুত্থায়ী নহে, যাহারা অখাদ্য ভোজী, অপরিমিত বা অনিয়ম ভোজী, যথেচ্ছাচারী, অতিমদ্য ও উচ্ছিষ্টসেবী, যাহারা তৈলাভ্যঙ্গ করে না, নিত্য স্নানাভ্যস্থ নহে, যাহারা শক্রর অধীন, ব্যসনের অধীন; যাহাদিগের গলদেশ, কুক্ষি, বগল ঘর্ম্মাক্ত হয়, যাহাদিগের মল মূত্র অস্বাভাবিক, ও অনিয়মিত। যাহারা চন্দ্র, শুক্র, ও বৃহস্পতির দশায় জন্ম গ্রহণ করে; লগ্ন, অষ্টম ও দ্বাদশে পাপগ্রহাশ্রিত হয়, অষ্টমাধিপতি বা অষ্টম স্থানীয় গ্রহের দশা বা অন্তর্দশা আশ্রয় করে, যাহাদিগের মঙ্গল, চন্দ্র, রাহু ও রবি বিরুদ্ধ, বা বিরুদ্ধনক্ষত্রকে পীড়ন করে, যাহাদিগের মৃত্যু অষ্টমে, গোচরে বা জন্ম ও অষ্টমস্থ পাপপূর্ণ হয়; যাহারা শ্মশান-ধূমবহ্নি এবং দক্ষিণদিকে গর্দ্দভ, রক্তবর্ণপুষ্প ব্যাঘ্রাদিকর্ত্তৃক আক্রমণ স্বপ্ন

দেখে, তাহারা মহামারী আক্রান্ত হইয়া অতি সংঘাতিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

যাহারা লবণ ও অম্লরস প্রিয়, সন্ধ্যাও রাত্রিশেষে আহার করে, অমাবস্যা ও পূর্ণমাসিতে মৎস্য, মাংস ভোজন করে, রবিবার আমিষ, আদ্রক ও নিম্ব ভোজনকরে, চন্দ্রগ্রহণ সময়ে ও ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে, তিথিও নক্ষত্র বিশেষে নিষিদ্ধ-বস্তু ভোজন করে, তাহাদিগের প্লেগ হইলে বিশেষ সাংঘাতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেশ, প্রকৃতি ও সমাজ বিশেষে যাহাদিগের প্লেগ হইবার সম্ভব ও যাহাদিগের প্লেগ সম্বন্ধ ভিতিশয় ভয়ানক তাহা বিস্তারিত লিখিত হইল, দূরদর্শী বিজ্ঞব্যক্তিগণ ইহার পরীক্ষা ও তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলে বিশেষরূপ বুঝিতে পারিবেন।

—০—

# প্লেগের টীকা সঙ্গত কিনা।

টীকা হইলেও যখন সংক্রামক ব্যাধির সক্রামতা নিবারণ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, বিষ প্রবেশ করাইয়াও যখন সময়, ঋতু, কাল, স্থান ও আত্মদোষ হেতু বিষেরস্রোত রোধকরা যায় না, তখন টীকা দিয়া নির্দ্দোষ দেহে দোষ সংক্রামণ কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কোন প্রাণীকে বিষাক্ত করিয়া অন্যের ভক্ষ্য হইতে নিবারণ করা যে যুক্তিরবিরোধী, সেইরূপ অনাগত রোগের নিবারণাপেক্ষায় অকারণ সুস্থ দেহকে বিষাক্ত করাকেও সেই যুক্তির বিরোধী বলা যায়।

শাস্ত্রানুসারে বিকার হইলেই হলাহল বিচার পূর্ব্বক রোগীরে

দেহে গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু দৈহিক বিকারের পূর্ব্বাবস্থায় অসুস্থ বা বিকার হইবে আশঙ্কায় উক্তবিষ পূর্ব্বেই শরীরে প্রবেশ করান কোন্ যুক্তির সমর্থক? তোমার প্লেগ, কলেড়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির নিশ্চয়াত্মক ঔষধী এপর্য্যন্ত ঠিক হইলনা, অগ্রেই তুমি তাহার বীজ লইয়া মানব শরীরে বপন করিতে অগ্রসর হইয়াছ! মানব শরীরের প্রয়োজনীয় বিষয় মানব শরীরেই আছে, বিষ ও অমৃত পরমাণুজগত হইতে মানব নিত্যই গ্রহণ করিতেছে। নিত্যই মানব বিষ ও অমৃত ক্ষয় করিতেছে। গ্রহণ ও ক্ষয়ের সমতায় মানব নিত্যই ত্রিবিধ প্রকৃতিকে প্রকৃতির নিকট সমান রাখিয়াছে; জীবন, মরণ, আরোগ্য, অনারোগ্য মানব উভয়ের মধ্যেই দণ্ডায়মান। তুমি যুক্তিপূর্ব্বক মানবদেহে আর কি বহিস্থ সংস্রব দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাও? রোগ আক্রমণের পূর্ব্বে তোমার টীকাতেই যদি সংক্রামতা নিবারণ হয়, তাহা হইলে যাবতীয় আগত অনাগত সংক্রামক ব্যাধির অনুমান করিয়া সকলের সম্বন্ধেই এক একটী টীকা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইতে পারে! কারণ "শরীর ব্যাধি-মন্দির" সকল ব্যাধিই শরীরে আছে বা হইতে পারে, তখন মন্দিরের চারি ধারে ছত্রিশ কোটী রোগের টীকা দেওয়া অযৌক্তিক কিসে? অতএব প্লেগের টীকা সম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্রমতে কোন যুক্তিরই পোষকতায় কিছু পাইলাম না। যাহারা বর্ত্তমানে হপ্‌কিনের অনুষ্ঠিত প্লেগের টীকা দিতেছেন বা দিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগের মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না। যাঁহারা দেন নাই বা দিতে ইতঃস্তত করিতেছেন তাঁহারা প্লেগের টীকা সঙ্গত কি না, বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

অল্প হইলেও রক্তপাত, অধিক হইলেও রক্তপাত। ভারতের ত্রিশকোটী লোক যদি ইচ্ছা করিয়া প্রত্যেকে প্লেগের ভয়ে এক তোলা পরিমাণ রক্তপাত করায়, তাহাহইলে কত সের, কত মণ, রক্ত-বৃথা পাত হয় ইহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে!! ম্যালেরিয়া ও প্লেগভয়ে থরহরি কম্পিত ও দুর্ভিক্ষ জনিত অনাহারে ক্লিষ্ট একবিন্দু রক্তের ভিখারী ভারতবাসীর যদি এতাধিক নর-শোণিত বৃথা হুজুক ও আড়ম্বরের মুখে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে ভারতের অস্থিমজ্জাশ্রিত জীর্ণশীর্ণ দেহে আর কি অবশিষ্ঠ থাকে? প্রজার শোণিত বৃথা ভূপতিত হইলে শেষে রাজা কি সামর্থ্য অবলম্বনে রাজপূজা গ্রহণ করিবেন? অতএব হাপ্‌কিনের উদ্দেশে টীকাস্ত্র প্রেক্ষণ কার্য্যকে মহৎ হৃদয় ইংরেজ রাজ উৎসাহ না দিয়া উপেক্ষা করুন, এবং দেশস্থ লোকও ভীত না হইয়া টীকার পরিবর্ত্তে অন্যান্য মহামারী প্রতিষেধক গ্রহণ করুক। জগতে রোগ হইলেই ঔষধ আছে, আজ না হয় দশদিন পরে অন্যান্য রোগের ন্যায় প্লেগের ঔষধও আবিষ্কার হইবে।

—•—

# প্লেগের ঔষধ ও প্রতিষেধক কি? বিবিধ আর্য্য নিয়ম ও সংযমের সহিত প্লেগের সম্বন্ধ।

প্লেগের প্রকৃত ঔষধ এপর্য্যন্তও আবিষ্কার হয় নাই, তবে পূর্ব্বে সাবধান ও সংযত হওয়াই ইহার প্রকৃত ঔষধ। বার বার জাতীয় কার্য্যা কর্ম্ম, ঈশ্বর উপাসনা ও পবিত্রতা রক্ষা, ইহার আর

একটী মহৌষধের মধ্যে গণ্য। দেশত্যাগ, জলবায়ু নির্দোষী-করণ, হোমাদি সাত্ত্বিককার্য্য ও সাত্ত্বিকী আহার বিহার করিলে এ রোগের আর বিহিত ঔষধের প্রয়োজন করে না।

দেশ প্লেগ আক্রমিত হইলে, গুগ্‌গুল, ধুনা, দেবদারুকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, কৃষ্ণ অগোরু, শ্বেতঅগোরু, চন্দনকাষ্ঠ, কর্পূর, খদির কাষ্ঠ, যশাঙ্গ, নিম্বপত্র, রশুন, ও সর্পেরখোলস, বচ, কুষ্ঠ, সর্ষপ, গব্যঘৃত, এই সকলদ্রব্য একত্রিত করিয়া ত্রিসন্ধ্যা ধূপ দিবে।

ময়ূরপুচ্ছ, পুরাতনতাম্র, অনন্তমূল, কৃষ্ণতুলসীমূল, নানাবর্ণ রেসমেরসূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া কোমরে ধারণ করিয়া রাখিবে।

আমলকী, হরিতকী প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদোক্ত শোধণীয় ও সংশমনীয়গণ দ্বারা শোধিত হইবে।

রবিবার কাঁচাহরিদ্রাবাটা, সোমবার গিলা বা মাখম; মঙ্গলবার অনন্তমূল বা সোন্দাল ও গন্ধকচূর্ণ একত্রিত করিয়া; বুধবার মেথি ও নবীন দূর্ব্বাদল বাটিয়া; বৃহস্পতিবার পর্ব্বত বা উপবনচারী গো জাতির গোময়, চন্দন, তুলসীপত্রবাটা; শুক্রবার গঙ্গামৃত্তিকা, আমলকী; শনিবার কাঁচাতেঁতুলপোড়া, কর্পূর, এই কয় দ্রব্য যথানিয়মে বাটিয়া তৈলাভ্যঙ্গের পূর্ব্বে বা পরে অঙ্গে মাখিতে হইবে।

প্রতিদিবস সর্ষপ তৈল উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণজীরক, তেজপত্র, আমলকী, সামান্য গন্ধকচূর্ণ প্রক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্তর বা মৃন্ময়পাত্রে নামাইয়া পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যা হইতে সমস্তরাত্রি বাহিরের হিমে রাখিয়া দিতে হইবে, তৎপর দিবস প্রত্যূষে সেইতৈল সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া শীতল জলে স্নান করিতে হইবে। পাদমূল, নাভীমূল, কর্ণরন্ধ্র, ব্রহ্মরন্ধ্র এই সকল স্থলে উক্ত নিশিতৈল

ব্যবহার করিবে। তৈলভ্যজিত, চন্দনানুলিপ্ত এবং পুষ্পমালা-সুশোভিত ব্যক্তির প্লেগ হয় না।

প্রতিদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থানকরিয়া সূর্য্যের বীরতেজ গায়ে লাগাইবে, স্নানান্তে ভক্তিপূর্ব্বক তাম্র-পাত্রকরে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে, স্নানকালীন সূর্য্যালোকে গাত্র মার্জ্জন করিবে।

প্রতিদিবস প্রত্যূষে উঠিয়া নগ্ন পদে দূর্ব্বাক্ষেত্রে ভ্রমণ করিবে; পদ্মপত্র, কমলদল, কচু বা নির্ম্মল কদলীপত্র হইতে শিশিরাণু সংগ্রহকরিয়া পান ও তদ্দ্বারা চক্ষু ও কপালরন্ধ্র ধৌত করিবে। নিত্য নাসাপান অভ্যাস করিবে। স্বহস্তে ও নগ্নপদে পুষ্প-চয়ন করিবে; ঊষাকালে মস্তকে কোন আবরণ রাখিবে না; রাত্রিকালে দধি, শাক ও মৎস্য ভোজন করিবে না; সন্ধ্যা ও সকালে কিছু আহার করিবে না; শনি ও মঙ্গল বারে তাল-দ্রব্য সেবন করিবে না; কাক, কুকুর, মূষিক ও বিড়ালজাতির উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না; আহারেরপূর্ব্বে ও পরে আর্দ্রপদে আসনে উপবিষ্ট হইবে; আহার করিয়াই শয়ন করিবে না; স্ত্রীর সহিত একশয্যায় শয়ন করিবে না; শুভদর্শন, শুভক্ষণ, বেশভূষা-বর্জ্জিতা স্ত্রীরসহিত সঙ্গম করিবে না; সঙ্গম করিয়া দুগ্ধপান ও শীতলজল পান করিবে, পানীয় জলে লৌহরক্ষা করিবে: মৃণ্ময় পাত্রভিন্ন পানীয় জল রাখিবে না; স্নানকালীন শঙ্খ, পঞ্চরত্ন, পঞ্চমূল, পঞ্চশস্য, দূর্ব্বা, হরিতকী, চন্দন, পঞ্চধাতু, তিল, সর্ষপ, শিলা, এই কয় দ্রব্য ধৌত করিয়া সেই জল পুনঃ পুনঃ মস্তকে প্রক্ষেপ করিবে। স্নানান্তেই আহার করিবে না। পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া আহার করিতে বসিবে। রাত্রি কালীন বামপার্শ্বে শয়ন করিবে; পশ্চিম ও উত্তরমুখী হইয়া শয়ন করিবে না। তিথি নক্ষত্র

বিচার করিয়া আহার ও স্ত্রী সংসর্গ করিবে। জন্ম নক্ষত্র ও জন্ম বারে স্ত্রী সঙ্গ করিবে না। বাহিরে আনীত বহির্জ্জন কর্ত্তৃক প্রস্তুতীয়খাদ্য ভক্ষণ করিবে না। বাহির হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ বস্ত্র ত্যাগ করিবে। অশ্বথ, তিন্তিড়ী, বংশ, খর্জ্জুর, তাল, তমাল, স্থলপদ্ম, কুল এই সকল বৃক্ষের নিম্নদেশে সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে বিচরণ করিবে না। অথবা কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য তথায় খাইবে না।

ধাতুপাত্রের পরিবর্ত্তে মৃণ্ময় পাত্রে রন্ধনাদি করিবে, এক পক্ষের হাঁড়ি অন্য পক্ষে ব্যবহার করিবে না। গ্রহণ ও সংক্রান্তি হইলে নূতন মৃৎপাত্র আনাইবে। কদলী-পত্র ও প্রস্তরপাত্রে আহার্য্য ব্যবহার করিবে, কদাচ ধাতু পাত্রে অন্নাদি আহার করিবে না।

বিষ-তৈল (কেরসিন্) গৃহে জ্বালাইবে না। বিষ কাষ্ঠ (পাথুরিয়া কয়লা) রন্ধনে ব্যবহার করিবে না। অজ্ঞাত-কুল-শীলের হস্তে আহার করিবে না। আহারান্তে সিংহাসন করিয়া উপবিষ্ট হইবে, সমদৃষ্টি করিয়া তাকাইবে। কৃষ্ণবর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না। অপরের বা রজকালয় হইতে আগত অধৌতবস্ত্র পরিধান করিবে না। স্ত্রী ঋতুমতীহইলে, অথবা পাচক অশুচি হইলে তাহার হস্তে আহার করিবে না। স্নানের পূর্ব্বে আহার করিবে না। দেবতা ও বালক এবং অভ্যাগতকে না দিয়া আহার করিবে না। বৃথামাংস ভক্ষণ করিবে না। দুগ্ধ, মৎস্য, লবণ একেবারে খাবে না। মৎস্যের পৃষ্ঠভাগ ও বিড়ালের লাঙ্গুল স্পর্শও করিবে না। বক্র হইয়া হাঁচিদিবে না এবং দণ্ডায়মান হইয়া জলপান ও প্রস্রাব করিবে না। কুক্কুরের দৃষ্টি আহার্য্য বস্তুতে লাগাইবে না।

শুক্লাষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে চন্দ্রের পীযূষ পান করিবে, ইহা দ্বারা দেহের সমস্ত পাপ বিদূরীত এবং দেহ নির্ম্মল হইবে; উক্ত পীযূষ পানের নিয়ম যথা,—পূর্ব্বাস্ত হইয়া চন্দ্রাভিমুখী বসিবে, সম্মুখে প্রশস্ত রজতপাত্রে নির্ম্মল জলপূর্ণ রাখিবে, এক মনে চন্দ্র-দেবকে ধ্যানকরিবে, ধ্যান করিতে করিতে চন্দ্ররশ্মীপূর্ণজল যত পার পান করিবে এবং সেই জল মুখমণ্ডলে প্রক্ষেপ করিবে; এই প্রকার প্রতি শুক্লপক্ষে নিয়মিত এক সময়ে করিবে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েব পক্ষে এই যোগ অতিশয় মঙ্গলকর।

আহারান্তে প্রতিদিবস কাকবলিপ্রদানকরিবে, অর্থাৎ কাককে স্বহস্তে অন্ন মাখিয়া নিত্য একস্থানে খাইতে দিবে, প্রতি দিবস গোজাতীব গাত্র-গন্ধ সেবন করিবে, নিজ বাটিতে গোপা-লন করিবে, স্বীয় হস্তে গো-কুলকে তৃণগুল্ম খাইতে দিবে। প্রত্যূষে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়েব পূর্ব্বে তদীয় গোময়লইয়া সমস্ত বাড়ী ছড়াদিবে, আহারান্তে গোময়ভিন্ন উচ্ছিষ্টস্থান পরিষ্কার করিবে না। গোময় দ্বাবা গৃহ লেপন ও ঘুঁঠেরঅগ্নিতে পাক কার্য্য করিবে। এই গোময় প্রক্ষেপ দ্বারা বঙ্গদেশে কখন প্লেগ বিস্তারের সম্ভবনানাই, এই প্রক্রিয়া মহামারী সম্বন্ধে অতিশয় প্রতিষেধক। গৃহে তুলসীবন করিবে, নিত্য নিত্য দুইবেলা তুলসী ক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইবে।

—০—

# বর্ত্তমান প্লেগ্‌কে সংক্রামক রোগ কি অবস্থায় বলা যায়।

যে প্লেগ ত্রিদোষ-সহিত সমুৎপন্ন হয়, বিকারাবস্থা সহিতই যাহার জন্ম, ২৪ ঘণ্টার পূর্ব্বেই যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জ্বরের অবস্থা ১০০। ৫। ৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে; মুখমণ্ডল বিবর্ণ, স্ফীত, যন্ত্রণা অত্যাধিক, রোগী থাকিয়া থাকিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়; বগল, কুঁচকী ও গলদেশের দুই পার্শ্বে যে বিচি স্ফীত হয়, তাহার বর্ণ লাল, কখন কৃষ্ণ, বা নীলবর্ণ, স্পর্শে কোমল; রোগী পার্শ্বপরিবর্ত্তন বা কথাবলিতে অসমর্থ, কোন কিছু গলাধঃ করিতে পারে না; নাড়িবগতি দ্রুত, থাকিয়া থাকিয়া নাড়ীর অবস্থা শিথিল হয়, চক্ষুদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ শিরা সকল দৃষ্ট হয়, মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, রোগী কখন তন্দ্রাযায়, কখন এপাশ ওপাশ করিতে চেষ্টাকরে; রোগীর শরীর অথবা নিশ্বাস হইতে এককৃপ দুর্গন্ধ প্রবাহিত হয়; মূত্র আবিল, ঘন, কোষ্ঠকাঠিন্য, কখন কখন রক্তনিসৃতমূত্র ও মল নির্গত হয়, সেই মল বা মূত্রের অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে, দেখিতে দেখিতে ৫। ৬ ঘণ্টার মধ্যে রোগী অস্থির ও দুর্ব্বল হইয়া আসে; বাক্‌শক্তির বোধহয়, নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, গলদেশ সমুহস্ফীত, ও তথাহইতে এক প্রকার ঘর ঘর শব্দ নির্গমন হয়, যেন ভিতরে শ্লেষ্মায় পূর্ণ রহিয়াছে, ক্রমশঃ নাড়ী লোপ হইয়া যায়, রোগীর জ্ঞান লুপ্ত এবং ২৪ ঘণ্টার পূর্ব্বেই রোগীর মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়; এইরূপ লক্ষণাশ্রিত ব্যাধি দ্বারা একের মৃত্যু, অপরেরপতন, অন্যের আক্রমণ ও ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে

পতন ও মৃত্যুজনিত হাহাকার ধ্বনি পড়িয়া যায়। আজ যাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল কল্য তাহার জ্বরভাব ও তৎসহ বগল কুচ্কী ইত্যাদি স্ফীত হইল, পরশ্ব তাহার মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র হইল। দেখিতে দেখিতে শ্মশানে মৃতদেহ বহনকরা দুরূহ হইল, পথিমধ্যে, গৃহমধ্যে, সর্ব্বত্র সকলেই বগলে ও কুচ্কিতে হাত দিয়া দেখিতেছে, সকলেই বলিতেছে "আমারবা হইল," এইরূপ বলিতে বলিতে রোগ আসিয়া প্রকৃতই তাঁহাকে আশ্রয় করিল, কেহবা চিকিৎসা করাইয়া, কেহবা চিকিৎসা অভাবে আপনি ঘরে পড়িয়া মরিয়া রহিল।

এই রোগ সংক্রামক হইলে শতকরা ৯৫ জন করিয়া মরিয়া থাকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় অতি স্বল্প লোকেই আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। এই ভয়ঙ্কর প্লেগজনিত মহামারীর চিকিৎসা অপেক্ষা শুশ্রূষা ও সাবধানতাই বিশেষ আবশ্যক করে। রোগীকে আশ্বাস দেওয়া, পুনঃ পুনঃ বিছানাপরিবর্ত্তন মল-মূত্রাদির পরিষ্কার করন, রোগীর মুখহইতে এক প্রকার লালা নির্গত হয় তাহার সংস্পর্শ অতি সাংঘাতিক, তাহাতে মক্ষিকা ইত্যাদি না পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। যাহারা নার্ভাস্ অথবা বায়ুবিকার গ্রস্থলোক, এরূপ লোককে কখন প্লেগ রোগীর শুশ্রূষা করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বিবিধ দোষের আধিক্য, পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও রোগের লক্ষণাদির সাংঘাতিক অবস্থা দৃষ্ট হইলেই প্লেগকে সংক্রামক ভাবে উপস্থিত হইল বুঝিতে হইবে।

—০—

# প্লেগের উৎপত্তির সহিত সাবধানতার আবশ্যক।

প্লেগ যেদেশে উপস্থিত হয় সেই দেশের পক্ষে, প্লেগ যে নগরে উপস্থিত হয় সেই নগরের পক্ষে এবং প্লেগ যাহার উপস্থিত হয় তাহার নিজের পক্ষে কতকগুলী সতর্কতাবলম্বন বিশেষ আবশ্যক। প্রথম আবশ্যক দৈব উপশমন, দ্বিতীয় আবশ্যক স্বাস্থ্য সংরক্ষনোপযোগী কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান, তৃতীয় আবশ্যক নিজ নিজ আবাস বাটীর পরিষ্করণ, যাহাতে বায়ু, মৃত্তিকা পরিষ্কার থাকে তদুপোযোগী দ্রব্য ও কার্য্যাদি দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান। চতুর্থ আবশ্যক আপনার শরীর ও মনের সম্বন্ধে উৎকর্ষসাধন অর্থাৎ সাত্ত্বিক আহার, বিহার, সদাচার ইত্যাদি দ্বারা গৃহকর্ম্ম সাধন।

যদি প্লেগের সংক্রামকতা ক্রমশ বৃদ্ধিপাইতে থাকে, তাহা-হইলে অন্যান্য উপায়ের পরিবর্ত্তে সেইস্থান পরিত্যাগ অগ্রে কর্ত্তব্য। স্বীয় পরিবারস্থ কোন আত্মীয় স্বগণের প্লেগহইলে তাহাকে অবস্থা বিশেষে স্বতন্ত্র আবাসে রাখা কর্ত্তব্য। সকলের পক্ষে তদ্রূপ সুবিধা না হইলে, গৃহের একটী স্বতন্ত্র নির্জ্জন কক্ষে তাহাকে রক্ষাকরিয়া তৎপ্রতিবিধানের পক্ষে চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। রোগীর নিকট একটী বা দুইটী মাত্র পরিচারক থাকিবে, তন্মধ্যে রোগীর নিতান্ত আত্মীয় পরিচারক হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়, যিনি উক্ত পরিচারকের কার্য্য গ্রহণ করিবেন তিনিও রোগীর ন্যায় সাবধান থাকিবেন, তিনি সর্ব্বদা বাহিরে বা পরিবারের অন্য কোন লোক-সম্মুখে আসিতে পারিবেন না। আবশ্যক হইলে স্নানের পর একবার আসিয়া রোগীর অন্য

যাহা আবশ্যকীয় তাহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবেন। তিনি সর্ব্বদা বসন ভূষণ পরিবর্ত্তন করিয়া হস্ত পদে প্রতিশোধক বস্তু সংলগ্ন করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিয়া নিজ নিজ প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবেন। যেমন হিন্দুজাতির আতুর গৃহে পরিচারিকাদি বাসকরে, তদ্রূপ তাঁহাকেও প্লেগরোগীর গৃহে বাস করিতে হইবে।

রোগীর আহার ও পানীয় দ্রব্যাদি রোগীর গৃহে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, রোগীর বস্ত্র ও শয্যা রৌদ্রে দিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য, উক্ত বস্ত্র ও শয্যাদিতে প্রতিশোধক বস্তু সংলগ্ন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

হিন্দুর প্রতিশোধক দ্রব্যের মধ্যে কর্পূর, গন্ধকচূর্ণ, গোময়, ধুনা ও ধূপেরধূম, এই কয় দ্রব্যই অধিক প্রশস্ত। রোগীকে একটী বৃহৎ মশারীর ভিতরে ঐ প্রকার দ্রব্য সংলগ্ন করিয়া সর্ব্বদা রাখা দরকার। পরিচারকের গমনাগমনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দ্বার সেই গৃহে থাকা আবশ্যক। রোগীর গৃহে বালুকা, অগ্নি, ধূপ, বস্ত্র, কাষ্ঠ, কাঁচ ও মৃণ্ময়পাত্র সর্ব্বদা সজ্জিত রাখা আবশ্যক। ধাতু পাত্র ও গ্রন্থাদি আদপে সেগৃহে রাখিবে না। এবং থাকিলেও রোগীকে তাহা ব্যবহার করিতে দিবে না। গৃহ সর্ব্বদা পরিষ্কার, শুষ্ক ও বায়ুর চলাচল পক্ষে সুবিধা রাখিবে।

বালক, গর্ভিনী ও সন্তানসন্তুতিযুক্ত স্ত্রীলোককে পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না।

পচা, দুর্গন্ধ, বাসি ও অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য গৃহে আনাইবে না। মাঙ্গল্য দ্রব্যেরব্যবহার, স্তুতি, গীত, হোম ও যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে গৃহস্থ নিবিষ্ট চিত্ত থাকিবে। কদাচ হতাশ হইবে না। হৃদয়ে সাহস রাখিবে, এবং রোগীকে সাহস বাক্য প্রদান করিবে। নিজ

গৃহ ব্যতীত পরগৃহে গতিবিধি করিবে না। গৃহে কুটুম্বিতা বা কোন প্রকার উৎসব ব্যাপার বা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না। রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান, অপরিমিতভোজন, কখন করিবে না। নিত্য পাকশালায় ধূপেরধূঁয়া প্রদান করিবে, চতুর্দ্দিকে গোময়জল প্রক্ষেপ করিবে, সর্ব্বত্রই উচ্ছিষ্ট উদ্বাপনে গোময় ব্যবহার করিবে। এই গোময় প্রক্ষেপে প্লেগবীজ এককালে বিনষ্ট পায়। গোময়ের ন্যায় মহামারী-প্রতিশেধকবস্তু হিন্দু-দিগের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই।

—•—

# প্লেগ্ দেহীর পক্ষে কিরূপ বিকার ও তৎসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যাধি।

প্লেগ্ বায়ু, পিত্ত, কফ, এই ত্রিবিধ প্রকৃতির বিকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে প্লেগের জন্ম। বিউবোণিক নামক ভয়ঙ্করপ্লেগ বিদ্রধিরোগের ন্যায় কুচকী, বগল, গলা প্রভৃতি স্থানে ভয়ঙ্কর শোথ উৎপাদন করে, ক্রমশঃ আভ্যন্তরিক ব্রণ বা বিদ্রধির ন্যায় যন্ত্রণা দায়ক হয়। বিউবোণিক অর্থাৎ বাগি যুক্ত প্লেগ। এই বাগি ত্রি-দোষাত্মক ও আশু প্রাণ নাশক হইয়া থাকে। মনুষ্যের রক্ত বিষাক্ত বা দূষিত হইয়া এই বাগি উৎপত্তি হয়। শস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারা উক্ত স্থান হইতে অতি দুর্গন্ধময় পচা বা মলিন রক্ত বিনির্গত হয়। সাহেবেরা প্লেগবীজ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে নাকি এক প্রকার কীটাণু আছে, সেই কীটাণু প্রথমত ভূমিরদোষে

মৃত্তিকা মধ্যেই অগ্রে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ভূমি হইতে নাকি ইন্দুরে অগ্রে সেই বিষ সংক্রামিত হয়, সেই জন্য প্লেগ হইবার পূর্ব্বে সেই স্থানে ইন্দুর মরিতে আরম্ভ করে; আবার ইন্দুর হইতে মনুষ্য দেহে প্লেগবীজ অগ্রে উপস্থিত হয়, প্লেগবীজ শরীরে আসিলেই শরীর বিবর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, বায়ুরপ্রকোপ, গাত্র দাহ, এবং ক্রমশঃ শরীব দুর্ব্বল ও স্বাভাবিকক্রিয়ার ব্যতিক্রম যুক্তহয়, মলমূত্রাদির বিবর্ণ ও অবরোধ ভাব বোধহয়, ৭। ৮ দিন পরে এক দিন কম্পদিয়া ভয়ানক বেগে জ্বর আইসে, সেই জ্বর একদিনেই সাংঘাতিকভাব ধারণ করে এবং তৎসহ গ্লেন্ডু-লাও স্ফীত হয়, এবং তাহাতেই রোগীর অবসন্ন ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্লেগের আনুসঙ্গিক ভয়ানক জ্বর, স্ফোটক, শোথ, বেদনা এই কএকটী সর্ব্বপ্রধান। তৎপর অরুচি, নিশ্বাস রোধ, অবসন্নতা, কখন কখন মল মূত্রাদিতে কষ্ট, পান আহারে বিষম যন্ত্রনা উপ-স্থিত হয়। প্লেগ উপস্থিত হইলে অপান বায়ুর সংকোচ, উদান বায়ুর অবরোধ এবং প্রাণবায়ুর স্তম্ভনভাব জন্মে। থাকিয়া থাকিয়া মোহ, মস্তকে রক্তাধিক্য দৃষ্ট হয়। কোনউপায়ে প্লেগ আরোগ্য হইলে মনুষ্যের বাত, হৃদ্‌রোগ বা গুল্মরোগ হইয়া যাপ্য থাকে। যাহাদিগের গণ্ডমালা ও টন্‌সিলেট্‌ ধাতু তাহারা এই পীড়ায় শীঘ্র আক্রান্ত হয় এবং শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

—o—

# প্লেগ্, রাজনিয়ম ও রাজার সদাশয়তা, প্লেগ্ হইতে কলিকাতা এবং সমস্ত বঙ্গদেশের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয়।

অদ্য দুই বৎসর হইল বোম্বাই প্রদেশে প্লেগের সূচনা ও সংক্রামকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া, আমাদের সদাশয় ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট সাধারণ প্রজার হিতার্থে রাজ্যের সংক্রামকতা নিবারণ সম্বন্ধে যে আইন প্রচার করিয়াছেন, উক্ত আইনের মূলউদ্দেশ্য অতি মহৎ; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য দোষে আমরা তাহা, বিপরীত কার্য্যে ও বিপরীত উপায়ে প্রয়োগ করিয়া বিপরীত বুঝিয়াছি। এই বিপরীত বুঝায় আমাদের মূলে আঘাত করিয়াছে; নিরক্ষর নির্ব্বোধ লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; রাজ কর্ম্মচারীদিগের অসাবধানতায় বিষময় ফল ফলিয়া দেশের মূল আন্দোলন করিয়াছে, কতকগুলী দেশহিতৈষী লোক নাবুঝিয়া রাজ-দোষ প্রচার করিতে গিয়া সমুচিত দণ্ড পাইয়াছেন, ফলতঃ যে বিষয়ের মূলে গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা আছে, ব্যক্তি বিশেষের দোষে যাহা বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার বলা যাইতে পারে না। ন্যায়দর্শী গবর্ণমেণ্টকে সে বিষয় ধীরভাবে বুঝাইয়া অত্যাচারীর বিষয়কে বিচারের অধীনকরা কর্ত্তব্য। সে বিচার অসঙ্গত বা আইনেরবিরোধী বা অসমদর্শীতাদোষে দূষিত হইলে রাজাকে বুঝান কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে তাহা আদপেই হয় নাই, কেবল ওমুকস্থানে এই অত্যাচার হইল, ওমুক এই সর্ব্বনাশ করিল, ওমুক ষ্টেসনে ওমুক ব্যক্তিকে

৭ দিন কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল, অমুককে টানিয়া লইয়া গেল, ওমুক ব্যক্তির পরিবারের পরীক্ষায় সতীত্ব নাশের কারণ হইল। যাহাহইল তাহা তিলহইলেও জনরবের মহিমায় তাল হইয়া গেল, আবার যাহা হইল তাহার উপায়বিধান বা দেশকাল পাত্রানুমোদিত ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য কোম্পানি বাহাদুরের নিকট প্রকৃতরূপমীমাংসার জন্য উপস্থিত হইলে, কোম্পানি না বুঝিবার দরুণ বুঝিলেন এগুলি প্রজাদের অনর্থবাধাইবার জ্ঞান, রোগ চাপিয়া রাখিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বনাশ বাধাইবার হেতু অজ্ঞ লোকের মরণের পথ পরিষ্কার, সুতরাং রাজা ও প্রজা উভয়দিকে মনের অসম্মালন ঘটিয়া গেল, দেশমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, যাহা রাজা ও প্রজার মনে বদ্ধমূল হইল তাহা আর গেল না, সকলেই লাটসাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, কেহ মনে মনে কেহবা বাহিরে, কেহবা সংবাদ পত্রে। বাস্তবিক ঈশ্বরের নিকট প্রজার হিতার্থে লাট আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াও দেশকাল পাত্রাভিজ্ঞতা দোষে লাট সাহেবের এই সহৃদয়তার কোন ফল ফলিল না।

তারপর ক্রমে ভারতের রাজধানী কলিকাতায় প্লেগ আসিয়া পড়িল, প্লেগের আবাহন ও আতিথ্যের জন্য পূর্ব্বেই কলিকাতার ছোটকর্ত্তা মিউনিসিপালিটীকে ডাকিয়া তাহার জন্য পৃথক গৃহাদি নির্ম্মাণ ও নগর পরিষ্কারকরণাদি নানাপ্রকার নিয়ম প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন; তদীয় আদেশে পূর্ব্ব-হইতেই প্লেগ লইয়া সহরমধ্যে মহাধুম লাগিয়া গিয়াছিল, মাণিকতলায় প্লেগরাজের বিশ্রামার্থে বড় ২ আড্ডা প্রস্তুত হইয়াছিল, নানাস্থানে নানাআড্ডার সূচনা হইয়াছিল। ধাঙ্গর মেথর-

কুলের প্রতি ঝারাঝাড়ি করাকড়ি, কলিকাতার করদাতৃদিগের উপর তাড়াতাড়ি নোটিস্ জারি, আর কাহারও জারিজুরি করিবার যোনাই, দেখিতে দেখিতে সহরের চতুর্দ্দিকে পরিষ্কার হইতে লাগিল, দরিদ্রের সামান্য খোলারপর্ণকুটীরহইতে রাজাধিরাজের অত্যুচ্চ অট্টালিকাপর্য্যন্ত শুভ্র চূণকামের ধুম পড়িয়া গেল। যেন সব বাটীতেই প্লেগ আসিয়া একবার একবার অতিথি সৎকার লাভ করিয়া যাইবেন। গৃহস্থগণ ভয়ে আকুল, গৃহের বালবৃদ্ধ অবলাকুল ভাবিতেলাগিল এআবার কোন্ রাজা আসিবে? যাহার জন্য ঘরদরজা এত পরিষ্কার হইয়া গেল, তাহারা রাজাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল, যখন বুঝিল রাজা নয়, রোগরাজ! তখন সকলেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকিল; কেবল এই ভাবিল,—কখনবা আসিয়া সর্ব্বনাশ বাধায, সকলেরই ছেলেপিলে পরিবার লইয়া ঘরকন্না, তাতে সকলেই দরিদ্র, গৃহে একটী একটী কাম্‌রা বই থাকিবার স্থান নাই, স্থানের অভাবে বসিবার উঠান পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই, অর্থের সংস্থান নাই, বস্ত্রের সংস্থান নাই, সামান্য জ্বরজারি হইলে ডাক্তার দেখাইয়া ঔষধ সংগ্রহের উপায় নাই, এমন এবস্থায় এমনরোগরাজ আসিলে আমরা কোথায় দাঁড়াইব? কিন্তু সে কথা কে শোনে? সেই দরিদ্রের হৃদয়বিদারী ক্রন্দনের কথা কে বুঝিবে? রোগরাজ তাহা বুঝিবেন না, সাহেব তাহা বুঝিবেন না। পূর্ব্বেই আইনজারি করিয়াছেন, "যদি তোমাদের গৃহে স্থান না থাকে, থাকিবার স্থান প্রস্তুত করা গিয়াছে। রোগ আক্রমণ করিলেই অমনি তথায় লইয়া যাওয়া হইবে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবে, যাহার প্লেগ হইবে তাহার সহিত আর কাহাকেও যাইতে দেওয়া

হইবে না। স্ত্রীর হইলে স্বামী, স্বামীর হইলে স্ত্রী তথায় যাইতে পারিবে না, দুগ্ধপোষ্য বালকের হইলেও মাতৃকোল হইতে তাহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে, না দিলে আইনমত তুমি দণ্ডনীয় হইবে, না গেলে তোমার উপর জুলুম করিয়া লওয়া হইবে।" রোগাগমনের পূর্ব্বেই এই ঘোষণাবাণী শুনিয়া সাধারণের প্রাণ চম্‌কিয়াছিল, যদিও সকলি মঙ্গলার্থে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সত্য, তথাপি যেন এদেশের পক্ষে রোগীকে ঘর ছাড়িয়া কোথাও লইয়া যাওয়া বিষম সমস্যার কথা বা অস্বাভাবিকের ন্যায় বোধহইতে লাগিল। এইরূপ দেখিতে দেখিতে কলিকাতার কপালিটোলায় প্রথম প্লেগরাজের পদার্পণ করা হইল, অমনি সহরকাঁপাইয়া রাজানুচরগণ তথায় ছুটিতে লাগিলেন, বড়বড় ডাক্তারগণ তথায় গিয়া পরীক্ষাকরিতে আরম্ভ করিলেন, রোগীটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে বাস্তবিকই প্লেগ, অমনি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করা হইল, প্রকাশকরা হইল কলিকাতায় বাস্তবিকই প্লেগ আসিয়াছে। যেমন এই কথা চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎবেগে প্রকাশিত হইল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সিগ্রিগেসন্, সেনিটেসন্‌ও ক্রমশঃ ইনকুলেসন্ জারি হইয়া গেল; বিদ্যুতে খবর দিয়া অমনি বোম্বাই হইতে মোটা মোটা বেতনেডাক্তার ডাকা হইল, ডাক্তারগণ অস্ত্র শস্ত্র, রসায়ন ও প্লেগের গাড়ীসহ কলিকাতা আসিয়া হাজির হইলেন।

এদিকে জনরবেরজিহ্বা সহস্রভাবে চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিল, সকলেই বলিল "আর উপায় নাই—প্লেগ আসিয়াছে, আজ না গেলে পরশ্বদিন আর যাইতে দেবে না, জাহাজ ও রেলেরগাড়ী বন্ধ হইবে।" কেহ বলিল "তুমি না যাওত গোরা আসিয়া, পুলিশ

আনিয়া তোমার মাগছেলেকে ঘরের ভিতর হইতে হাসপাতালে টানিয়া লইয়া যাইবে।" আবার কেহ বলিল "এক সাহেব আসিয়াছে, সে সকলকে জোর করিয়া টীকা দিবে" এইরূপ নানা কথা নানাদিকে বাজারে বাজারে, গলিতে গলিতে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। লোক সকল মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণভয়ে স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া যাহার যেখানে স্থানআছে ছুটিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কলিকাতার রাজ-পথ লোক-প্লাবনে প্লাবিত হইয়া গেল, গাড়ী ঘোড়া বা অন্য কোন যানের জন্য কেহ অপেক্ষা করিল না। যাহা পাওয়া গেল ১৫৲। ২০৲ টাকা ষ্টেশনে যাইবার ভাড়া চাহিতে লাগিল। সুতরাং অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনীরাও পদব্রজে ষ্টেসনাভিমুখে কাতারে কাতারে চলিতে লাগিল। আজ এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে মনুষ্যজীবনের কি ভয়ানক অবস্থা! সেই অশ্রুজল না ফেলিয়া থাকিতে পারে নাই। বালক, বালিকা, স্ত্রীলোকের গগনভেদী আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক কম্পিত, ভাগীরথী শোকাবেগে উচ্ছ্বলিতা, আকাশ নীরব, বায়ু নীরব, পশু পক্ষী নীরব, সংসারের সকলপ্রাণ একই স্থানে ছিল, একশান্তিতে ছিল, একসূত্রে মালা গাঁথা ছিল, হায়! আজ দৈববশে সেই শান্তির মালা ছড়াইয়া পড়িল! কে কোথায় গেল, কি ভাবে রহিল, কি করিল, কি খাইল, কেহ বলিতে পারিল না! ভাবিয়া পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইল! কলিকাতা শ্মশান হইল, সুসজ্জিত নানা ভোগাত্মক গৃহ সকল শূন্য পড়িয়া রহিল। রাজ-পথ মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতে লাগিল, কাজ কর্ম্ম, ব্যবসা বাণিজ্য সকল বন্ধ হইল, হাট বাজার লোকশূন্য হইল, প্রাণভয়ে মানভয়ে আজ সকলেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছে, কোম্পানি বাহা-

দ্রুর মহাবিপদে পড়িলেন, ধীর ও ন্যায় বুদ্ধির সাহায্যে ছোটলাট লোক-সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া মিষ্টকথায় সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু সমুদ্র স্রোত তাহা শুনিল না, আর সে স্রোত ফিরিল না, কলিকাতা-রত্নাকর জীবন শূন্য হইল। সামান্য জলে আজ কি বিষম ব্যাপার হইল, ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। প্লেগত আর আসিল না, যাহা আসিল তাহাও সংক্রামক হইল না। যদি ভবিষ্যতে হয় সেইভাবিয়া যে সকল নিয়ম প্রণালী রহিল, তাহাই রহিয়া গেল। টীকাও ইচ্ছামত সকলে দিতে আরম্ভ করিল, টানাটা-নির পরিবর্ত্তে হাউস্ সিগ্রিগেশন্‌প্রথাও প্রচলিত হইল। পুলিস ও গোরার ভয় গিয়া ভদ্র ভিজিলান্স কমিটীর উপর পরিদর্শনের ভারার্পিত হইল। গৃহের ইন্দুরও গৃহে থাকিয়া গেল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যার গৃহ যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। লাভের মধ্যে গাড়োয়ান, ড়েলওয়েকোম্পানি, নাবিক ও গরীবমুটে মজুর-দিগের দু পয়সা রোজগার হইল, এবং অধিকন্তু কলিকাতার ভূ-ভার হ্রাস হইল, তজ্জনিত নগরের স্বাস্থ্য ভাল হইল। কিন্তু জন-শূন্য ব্যবসা-বাণিজ্য-কর্ম্ম ও অর্থ শূন্য স্বাস্থ্য লইয়া ভবিষ্যতে যে কি লাভ বা উপকার হইবে তাহার কিছুই উপলব্ধি হইল না। ছোটলাটত আশু নিশ্চিন্ত হইয়া শৈল-শেখরে গমন করিলেন, মিউনিসিপালিটীর উপর প্লেগের রাজ্যভার অর্পিত হইল, এই প্লেগের রাজ্যশাসন আজ কাল তাঁহারাই করিতেছেন, তাঁহারাই বাড়ী বাড়ী প্লেগ খুঁজিতেছেন, তাঁহারাই ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহারাই জীবন মৃত্যুর তালিকা বাহির করিতেছেন। কিন্তু প্লেগের সহিত ২। ১০ টা অপ্লেগও যে যাইতেছে, ঘোড়ার সহিত

২। ১ টা গাধাও যে মরিতেছে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা তত বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না; কারণ ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর এই তিন জানোয়ার দেখিতে প্রায় একইরূপ হয়, কাজেই ধরিয়া লইয়া গিয়া তন্মধ্যে প্রকৃত ঘোড়া নির্ণয় করিতে প্রায়ই ভ্রম হইয়া থাকে এইরূপ ভ্রমের সংখ্যা এ পর্য্যন্ত কম পরিমাণ হয় নাই, তবে জীব-তত্ত্ববিদ্ গবর্ণমেণ্টের বড় ডাক্তারদিগের হাতে পড়িলে প্রায়ই গাধা পিটিয়া ঘোড়া হয় না।

যাহাহউক কলিকাতার প্লেগ-বিভ্রাটত এপর্য্যন্ত এই প্রকার অবেস্থবে হইয়া রহিল, কালে যাহা হয় হইবে। এক্ষণে প্লেগ কলিকাতা ও বঙ্গে আইসার দরুণ বঙ্গবাসী ও সাধারণ লোক বা সমাজের পক্ষে কি মঙ্গল সাধন হইল তাহাই এক্ষণে বলিবার ইচ্ছা।—ঈশ্বরের মঙ্গলইচ্ছায় জগতপ্রপঞ্চ পরিচালিত হয়; আজ মঙ্গলময়ের সেই মহামঙ্গলের উদ্দেশ্য সাধন জন্যই যে কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, জনসংখ্যার হিসাবে এই ক্ষুদ্র কলিকাতানগরীতে বহুসংখ্যক লোকের বাস, সমস্ত বঙ্গে বা ভারতভূমির বাছা বাছা ধনী ও অবস্থাপন্ন লোক এই কলিকাতায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়া আসিতে-ছেন। যাঁহারা অর্থব্যয় করিতে কাতর নহেন, যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎসংস্থান হইল, অমনি তাঁহারা গৃহবাস, জন্মভূমি, দরিদ্র বন্ধু বান্ধবকে পরিত্যাগকরিয়া স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। এইরূপ চারিদিক হইতে আসিয়া কলিকাতা পূর্ণ করিয়াছেন, কলিকাতার আদিবাসিন্দাদিগকে স্বাস্থ্যও বহুবিধ ভোগ সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, ভূমির মূল্য সুবর্ণাপেক্ষাও বৃদ্ধি করিয়াছেন। অলি গলিতে বাটী প্রস্তুত করি-

য়াছেন, অলিগলিতে আবর্জ্জনা ও খেতখানায় পূর্ণ করিয়াছেন, প্রয়োজনীয়তার উপরেও বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, গাড়ী ঘোড়া, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি লোকজন, অনেক বিষয়ে প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। কেহ বলিবার কহিবার নাই, রাজা নির্ব্বাক, মিউনিসিপালিটী নির্ব্বাক্, কারণ তাঁহাদিগের দশ টাকা লাভ হয়। টেক্স ইনকম্ বৃদ্ধি হয়, কাজেই ঘোষের গোয়ালের বড় কেহ খবর রাখেন না, কিন্তু এদিকে ঘোষের গোয়াল যে আর টঁ্যাকে না, দুর্গন্ধে প্রাণ যায়, আবার দুগ্ধাভাবে সমস্ত বঙ্গদেশ যে অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া আসিয়াছে, বঙ্গের কোথাও এক বিন্দু গোময় পাইবার যো নাই, চতুর্দ্দিকে দরিদ্রতার পীড়নে মৃতপ্রায়, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে উচ্ছন্ন প্রায়, অন্নাভাবে হাহাকার, তাহারদিকে কেহ চাহিয়াও দেখেন না। কারণ বঙ্গের যে সব লোক দরিদ্র, অর্থহীন, তাহাদিগের কলিকাতা আসিবার উপায় নাই, তেমন ডাক্তার দেখাইবার সঙ্গতি নাই ; তাহাদিগের ছিন্নবাস, ভগ্নগৃহ, অরণ্যেবসতি, পঙ্কজলে জীবনরক্ষা, বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যাই অধিক। এই সমস্ত পল্লীসম্বন্ধীয় বিভীষিকা দেশের ধনী, মানী, প্রতিপালক, মুরব্বি লোকদিগের স্বচক্ষে দেখিবার বা দেখাইবার উপায় নাই। মৃতপ্রায় বঙ্গেরদরিদ্র, কাহারও দ্বারা কোন সাহায্য পায় না। কেবল মনেকরে "আহা! অমুক গ্রামের বড়বাবু কলিকাতা গিয়াছেন, যদি থাকিতেন তবে আর আমাদের জলাভাবে ও ঔষধাভাবে মরিতে হইত না, অথবা সাপ বাঘের হাতেও প্রাণ যাইত না," অনেক বড়বাবু কিন্তু আজ তিন পুরুষ কলিকাতা বাস করেন, যদিও মধ্যে ২। ৪ বৎসর পরে গৃহে আইসেন, এখানকার ঘর দরজা আর ভাল লাগে

না; এ মাটি, জল, তাঁর, সহ্যহয়না, তিনি একদিন আসিয়াই ফাঁপর হয়েন, তাঁহার প্রাণ হুহু করে, মন ধরফর করে, তিনি কাহারও দিকে চাহিতে পারেন না, বন জঙ্গল দেখিতে পারেন না, অসভ্যপল্লীগ্রামীয়প্রথা, আচারনীতি, তাঁহার ভাললাগে না, ছোটলোকেরভাষা তাঁহাব পছন্দ হয় না। পুকুরে ডুবাইয়া স্নান, গাড়ীঘোড়া জুরি বিনা রাস্তায় বাহির, তাঁহার পক্ষে বিষম শঙ্কট হইয়া দাঁড়ায়; পল্লীগ্রামের খাটিদুগ্ধ তাঁহার কেমন কেমন লাগে, ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া ত্যক্তহইয়া তিনি ২।৩ দিন পরেই কলিকাতা গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। কিন্তু ভগবানের কাছে তিনি কোন্‌ছার। ভগবান ভাবিলেন, আমার রাজ্যে সকলেই সমান, সকল স্থানেই সমতারক্ষা ঐশীকার্য্য, তাই তাঁহার জন্য আজ কলিকাতায় প্লেগ-রাক্ষস উপস্থিত হইল; তিনি কলিকাতায় প্লেগের নাম শ্রুত হইবামাত্রই, সেই তাঁহার পূর্ব্ব অপ্রিয় দেশ স্বদেশে গমন করিতে বাধ্য হইলেন; স্ত্রী, পুত্র, লোকজন, ধন দৌলত সকলি তাঁহার সঙ্গে গমন করিল, কলিকাতা হইতে এই প্রকার সহস্র সহস্র লোক সহস্রদিগে বঙ্গের প্রসারক্ষেত্রে প্রয়াণ করিল। আবার সেই পুরাতন গৃহবাটী, গ্রাম, অন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে চলিল। পুকুর, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইতে চলিল, পঙ্কিলজলের পরিবর্ত্তে সুস্বাদু নির্ম্মলজল প্রকাশ হইতে লাগিল, তাঁহার পুষ্করিণীর দুঘটি জল খাইয়াতাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্রলোকের পুনর্জ্জীবন লাভ হইল; ক্রমশঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাহেতু জল ও রাস্তাঘাটের উত্তমতা হইতে ম্যালিরিয়া প্রভৃতির মূলউৎপাটিত হইতে লাগিল, দু দশটাকা উপায়হীন গ্রাম্য লোকেও উপায় করিয়া নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের সচ্ছলতা

করিতে লাগিল। পিতৃ পিতামহকালীন যে দেবমন্দির এতকাল নিত্য সেবা অভাবে অরণ্যে পরিপূর্ণছিল, আবার সেই দেব-সেবায় বাবুর চিত্তআকর্ষিত হইল, আবার কুলপুরোহিতের সন্ধান হইল, চিরবাস পুরোহিত চাল কলার লোভে বাবুর কল্যাণার্থে হাজির হইলেন, নিত্যসেবা আরম্ভ হইল; ধূপ, ধুনা, শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইল; তদ্ধেতু আকাশ, বায়ু ও পার্থিব দোষ সকল দূরীভূত হইয়া পল্লীগ্রাম শ্রী ও স্বাস্থ্য সম্পন্ন হইল। আর সে শ্মশানতুল্য শৃগাল, গৃধিনী ও চামচিকার শব্দপূর্ণাতমহাভীষণভাবে রহিল না। বাবু ও দরিদ্রকুল উভয়ই রক্ষা পাইল; মাঠে শস্য, গৃহে শান্তি, উপস্থিত হইল; আর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী থাকিবার কোন ভয় থাকিল না। কাজেই এই প্লেগ আইসাতে কলিকাতা ও সমগ্র বঙ্গদেশ বা সমগ্র বঙ্গীয় সমাজের মঙ্গল সাধিত হইল কি না? যদি প্লেগ না আসিত তাহাহইলে কস্মিন্‌কালেও কলিকাতার প্রাঙ্গনে দৃঢ়-মূলবদ্ধ-বাবু-কণ্টকের সমূলে উৎপাটন হইত না, এবং কেহই সপরিবারে দেশে যাইবে, এ কথা মনে করিত না; আজ প্লেগ আইসার দরুণ সকলেরই দেশে একটী বসতবাড়ী ভালরূপ রাখা উচিত, এবং তাহার আনুসঙ্গিক বাগান পুকুরাদিও ভালরূপ রাখা উচিত, ইহা দৃঢ়রূপ ধারণা হইয়াছে। এবং এই ধারণাই সমগ্রদেশের পক্ষে মঙ্গলের কারণ ঘটিয়াছে।

লক্ষ্মী স্ত্রীলোকই লক্ষ্মী; যে স্থানে সেই লোক-লক্ষ্মী নাই, সেই স্থানই শ্মশান তুল্য; সেই স্থানই রোগ শোকের আবাস। আবার এক স্থানে তত লোকাধিক্যও তত ভাল নহে, এক কলিকাতায় অত্তলোকের আবাস একসঙ্গে ভালছিল না। আজ প্লেগের

আবির্ভাবে লোকের পলায়ন ব্যাপারে, সেইলোকের সমতারক্ষা হইল। আবার এতদ্দ্বারা পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়াও হ্রাস হইবে; তজ্জনিত কৃষির উন্নতি ও তাহাহইতে রাজার রাজকোষের সচ্ছলতা, লোকের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষহুতাশনের কতকপরিমাণে হ্রাস হইবে, ইহা আশাকরা অসঙ্গত নহে। লোকের সংস্থান অরণ্যে হইলেও তজ্জনিত অরণ্যের বায়ু ও পৃথিবীস্থ ভূতাণু সকল পরিশুদ্ধ হয়, কিন্তু সে জন্য কলিকাতা আবার অরণ্যেপরিণত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ঈশ্বর সমাজ বিশেষে ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্য সকলই উত্তম করিয়া থাকেন।

—০—

## প্লেগ্ হইতে ভারতের মঙ্গল ও অন্যান্য ব্যাধি সম্বন্ধে ফল।

প্লেগ ভারতে আসার দরুণ, বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি স্থানের ঘোর অনিষ্ট হইয়াছে সত্য, বহুলোকের নাশ, বহু জনপদের ধ্বংস এবং বহুলোকের প্লেগ-ভয়ে ইতঃস্তত পলায়ন এবং বহুপরিবার যারপরনাই নিগৃহীত হইয়াছে, ইহা কাহারও জানিবার বাকি নাই; কিন্তু প্লেগ আসিবার দরুণ ভারত যে ছোঁয়াচে দোষে আক্রান্ত হইয়াছে, ইহারমূলে একটী নিগূঢ়মঙ্গলউদ্দেশ্য নিহিত আছে।—অর্থাৎ প্লেগাক্রান্ত ভারতকে কেহ ছোবেন না। ভারতের লোক কোন বিদেশে গেলে তাহাদিগের দশদিন অশৌচান্ত করিয়া তবে ছাড়িয়া দিবেন, তবে তাহারা বিদেশীর ঘরে প্রবেশ করিতে অধিকার পাইবে। ভারতের মালপত্র কেহ

ব্যবহার করিবেন না, ভারতের চাল ডাল কেহ স্পর্শ করিবেন না। ভারতের বাণিজ্য দ্রব্য কেহ দেশে উঠাইবেন না। ভারতের চিঠিপত্র ও সংবাদকাগজ প্রভৃতি ধৌত করিয়া ঘরে লইবেন, ভারতের নোট, টাকা, কেহ হাতে করিয়া লইবেন না। ভয়,—পাছে প্লেগ তাঁহাদের দেশ আক্রমণ করে, তাঁহাদিগের ঐ প্রকার বিভ্রাট সহ্য করিতে হয়।

এই প্রকার প্লেগজনিত স্পর্শ-ভয় সংক্রামক হওয়াতে ভারতের উৎপন্ন বস্তু ভারতেই থাকিয়া যাইতেছে। কতকপরিমাণে আভ্যন্তরিক শান্তি ও পুষ্টিতালাভ হইয়াছে। চাল ডাল প্রভৃতি শস্যাদির বৈদেশিক রপ্তানি হইতে ভারতের যে অপরিসীম দুর্গতি উপস্থিত হইত তাহা নিবারণ হইয়াছে। অধুনা ভারতের অনেক নেটিভরাজাদিগের একটী মহৎরোগ হইয়াছে, যে তাঁহারা প্রায়ই স্বদেশ, স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপভ্রমণে গমন করিয়া থাকেন; এই ভ্রমণহেতু তাঁহাদিগের রাজ্যসম্বন্ধে বহুধা অনিষ্ট সম্পাদিত হয়, অনেকে আবার স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া ভ্রমণবাসিয়া ভ্রমণকরিতে চাহেন; ইহাতে বৈদেশিকআচার নীতির অনুকরণ-দোষ তাঁহাদের অস্থিতে অস্থিতে ও মজ্জায় মজ্জায় গৃহীত হইয়া থাকে। স্বদেশে আসিয়া আর সে ভাবযুক্ত নাই, খাটি সাহেব! কথাবার্ত্তায়, ব্যবহারে, আহার বিহার ও সামাজিকতায় সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য বীরপুরুষ বলিয়া বোধহয়, ক্রমশঃ এইরূপ গমন করাতে তাঁহাদিগের এ দেশ আর ভাল লাগে না, এ দেশের আচারনীতি, লোক, জন, ভাষা ব্যবহার তাঁহাদিগের বিষবৎ বোধ হয়, অর্থেরও যথেষ্ট সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। আজ ভারতের সে স্রোত বন্ধ হইয়াছে; বিদেশের বন্দরে ভারত—

যাত্রীসহ জাহাজ উত্তীর্ণ হইলে, ১০। ১২ দিবস পর্য্যন্ত কর্ত্তাদিগের যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাতে আর কাহারও আশু এদেশ হইতে যাইবার ইচ্ছা নাই। দেখিয়া শুনিয়া বঙ্গের উন্মার্গগামী বিলাসী বাবুদিগেরও বড় ভাবনা হইয়াছে। তাঁহাদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া যে বিলাত যাইবার সংকল্প ছিল তাহা এক্ষণ ছাড়িয়া দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত হইযাছে।

আরও এক মঙ্গল, ভারতের কুলীরপ্তানি করিয়া বৈদেশিক কার্য্যে প্রয়োগকরা সম্বন্ধেও প্লেগজনিত নানা বিঘ্ন হইতে পারে, ইহাও কাহারও মনে স্থানপাইয়াছে; বেচারি কুলীগুলি যে পশুরমত ব্যবহৃতহইত, কিছু দিনের জন্য সে ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক প্লেগজনিত ইয়ুরোপীয়দিগের অতভয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহারা সংক্রামক এসিয়াটিক্ *কলেড়া ও বসন্ত রোগকে এত ভয় করেন না, কিন্তু প্লেগের নাম* শুনিলে তাঁহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, বোধহয় প্লেগ সম্বন্ধে তাঁহারা ভুক্তভোগী আছেন বলিয়াই এই ভয় তাঁহাদিগের বদ্ধ-মূলআছে। বাস্তবিক প্লেগ যে শীতপ্রধান দেশের ভীষণ সংক্রা-মক ব্যারাম তাহার আর কোন সন্দেহ নাহ।

ভারতে প্লেগ আইসা হেতু অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে লোকের তত ভয়ভাবনা থাকিবে না। কলেড়া বা বসন্ত জনিত এপিডেমিক্ বা লোক সংহার তত অধিক কোথাও দৃষ্ট হইবে না। কেবল জরের প্রাদুর্ভাব চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইবে, এবং মধ্যে মধ্যে গালগলা ফুলার আবির্ভাব হইবে। লোকের টন্-সিল্ স্ফীত হইয়া গলা বেদনা আরম্ভ হইলে প্লেগের ভয় আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে যেমন এদেশে বসন্তের প্রাদুর্ভাব

বৃদ্ধি পাইলে শীতলাদেবীর পূজা হয়, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে ওলাবিবির সিন্নি দেওয়া হয়। সেইরূপ সময়ে সময়ে প্লেগের যখন এপিডেমিক্ আরম্ভ হইবে, তখন কোন দেব দেবী অথবা পীর পয়গম্বরের পূজা দেয়ার পদ্ধতিও আরম্ভ হইবে।

—০—

# প্লেগের সম্বন্ধে দূর ভবিষ্যৎ।

ভারতবর্ষ শান্তির দেশ, প্রকৃতির চির-প্রিয়স্থান, পৃথিবীতে যদি কোথাও অমরাবতী বলিয়া কোন উৎকৃষ্ট স্থান থাকে, তবে সেইস্থান এই ভারতভূমি, এ মঙ্গল-ভূমিতে সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। জীব এই মুনি, ঋষি, দেবাকাঙ্ক্ষিত মঙ্গলভূমিতে যেমন সুখ সচ্ছন্দে বাসকরে, অপর কোন দেশে সেরূপ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য দেশে প্রাকৃতিক উৎপাতের সীমা নাই, জীবের জীবনের বিশ্বাস নাই, এক্ষণে এখানে প্রকৃতি দেবী মূর্ত্তিমতী শান্তি। ভূমি সকল নিত্য নয়ন-মনোহরা-সুধাফলবতী-শস্যশ্যামলা। এই ভারতভূমির উপর বৈদেশিক জাতিমাত্রেরই লোভ। যিনি একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তিনি আর পুনরায় স্বদেশে যাইতে চাহেন না। একবার যে রাজার অভ্যুদয় ও রাজপ্রসন্নতা এখানে লাভ হইয়াছে, তাঁহার গণাগণ আর এদেশ ছাড়িয়া কোথাও গমন করেন না। ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ আছে, এই জনাই এদেশে হিন্দু ব্যতীতও নানাজাতির বাস ও নানাদেশীয় নানাজাতির ক্ষুদ্র বৃহৎ জমীদারী।

এদেশে বহুকাল হইতেই বৈদেশিক সংশ্রব চলিয়াছে, বৈদেশিক কথাবার্ত্তার সহিত এ দেশের কথাবার্ত্তা, বৈদেশিক রীতিনীতির সহিত এদেশের রীতিনীতি, বৈদেশিক বেশভূষার সহিত এদেশের বেশভূষা ইত্যাদি নানাবিষয়ে বৈদেশিক সংশ্রব সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক বৃক্ষলতাদি এদেশের মৃত্তিকায় আসিয়া এমন উৎকৃষ্ট ফলবতী হইয়াছে, ভিন্ন দেশীয় ঔষধ ও বীজাদি আসিয়া এদেশের মৃত্তিকার গুণে এমন তেজস্বিনী হইয়াছে, বৈদেশিক পশু পক্ষ্যাদি এবং বৈদেশিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এদেশের এতাদৃশ হিতসাধন করিয়াছে, যে এক মুখে তাহার প্রশংসা করা যায় না।

কিন্তু এদেশে যখন যে রোগের সংশ্রব বিদেশ হইতে আসিয়াছে, তাহাকেও আমরা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এদেশে নানা ব্যাধির সহিত নানা আকারে বিস্তৃত হইতে দেখিয়াছি। যথা—ফিরিঙ্গি রোগ, বা গরমীর পীড়া, পারদজনিতবিকার, টাইফয়েড্ ফিভর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া এপিডেমিক্‌কলেড়া ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত রোগ ভারতবাসীর নিত্য অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়া ততদূর ভয়ের কারণ হয় নাই। কিন্তু অপরিচিত প্লেগ রোগের আবির্ভাবে মানুষ আজ ভয়ানক ভীত ও ভটস্থ হইয়া, কেবল ইহারই পরিণাম কি হইবে এই চিন্তা করিতেছে। ইহাতে আর একটুকু বিশেষত্ব ভয়ের কারণ এই, দেশের রাজা ইহার অগ্রে পথ প্রদর্শক, রাজা ইহার জন্য অগ্রে ভীত, রাজা ইহার জন্য অগ্রে সতর্ক, রাজা ইহার জন্য অতি ব্যতিব্যস্ত, এই জন্য প্রজা সকল অত্যন্ত ভয়ে ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। সকল রোগের বিনাশক স্বয়ং নৃসিংহ যার ভয়ে ভীত, সে

যদি সামান্য কিছুও হয়, তাহাহইলেও প্রাণকে স্পর্শ না করিয়া যায় না। এই প্লেগ সম্বন্ধে দূর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার দ্বারা আর একটী প্রতিপন্ন হয় যে, পৃথিবী আর অধিক দিন স্থায়ী হইবেন না। একে কলির শেষ উপস্থিত, বিপ্লবের উপর বিপ্লব এই শান্তির দেশে আসিয়া অশান্তি আনিয়া দিতেছে; ভারতের মন ভয় বিভীষিকায় ব্যাকুল করিয়াছে; তখন যে কলির সংহার মূর্ত্তি নিকটেই প্রকাশ হইবে তাহার অনুমান অসম্ভব নহে। এই প্লেগের বীজ-অশান্তি হইতে প্রজাধ্বংশ, রাজার অনিষ্ট, রাজন্যের হীনদশা, সতীর সতীত্বনাশ, সতীরূপা পৃথিবীর ঘন ঘন কম্পন, তজ্জনিত হয় ভারতের কোন স্থান সাগরে পরিণত হইবে, না হয় জন মানবশূন্য জীবের আবাসের অনুপযুক্ত ঘটিবে, অথবা কে কোথায় রসাতলে বসিয়া যাইবে, সমুদ্রজলে ভাসিয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না। উনবিংশশতাব্দীর চতুর্থভাগের অতীতেই সংসারে নূতন সৃষ্টি কল্পনা করা যায়, ভারত-আকাশ ঘোর-ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন, রাজনীতি ও মনুষ্য নীতির পরিবর্ত্তন, এক দিকে উত্থান ও এক দিকে ঘোর পতন পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্বকালে এইদেশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ছিল, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র লইয়া বঙ্গের মৃত্তিকা, বঙ্গের উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় যে সকল পার্ব্বতীয় উচ্চস্থান দৃষ্ট হয়, সেই স্থান আদিস্থান বলিয়া কথিত হইত, আসামের নীলপর্ব্বত হইতে ক্রমশঃ চন্দ্রনাথের নীলপর্ব্বত হইয়া পুরীর নীলপর্ব্বত একই পর্ব্বতে সংযুক্তছিল, এবং উক্ত পর্ব্বতের নাম এক নীলপর্ব্বত বলিয়াই অভিহিত হইত; শাস্ত্রে আছে, চরণে কামাখ্যাদেবী, হৃদয়ে

চন্দ্রনাথ এবং মস্তকে জগন্নাথদেবের অবস্থিতি স্থান। তৎপর ভীষণ ভূমিকম্প যোগে উক্ত সংলগ্ন স্থান সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া এক্ষণ মধ্যস্থানের নাম বঙ্গোপসাগর বলিয়া কথিত হইয়াছে। আবার কালে এই মহামারী হইতে ভারতের লোকশূন্য হইয়া কোথাও পর্ব্বত, কোথাও অরণ্য, কোথাও বা সাগরে পরিণত হইয়া পুনরায় নূতন জীবের সৃষ্টি আরম্ভ হইবে। কোন কোন মতে চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, কাছার, ময়মনসিং, আসাম, কুচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, ভাগলপুর, পাটনা, কলিকাতা, মেদিনীপুর ইত্যাদি ভূগর্ভে নীত হইয়া সমুদ্র-প্লাবন হইবে; সেই সমুদ্রের একপার দুর্জ্জয়লিঙ্গ, অপর পার গয়াপ্রস্থ হইয়া বিন্ধ্যাচলে অবশিষ্ট থাকিবে। বিগত ভূমিকম্প এই ভয়ানক সীমাবিপ্লবের হেতু এবং এই যে প্লেগ নামে মহামারী উপস্থিত হইয়াছে এই মহামারী সেই কার্য্যের অমঙ্গলসূচক ( নোটিস ) সংবাদ স্বরূপ; এখনও যে এই সকল দেশ বারম্বার কম্পিত হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য নাকি এই মীমাংসায় নীত হইবে। এই প্লেগ ভারতের সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে আবির্ভাবের কথা, কোথাও প্লেগ, প্লেগ। কোথাও বা প্লেগ শুধু প্লেগমাত্র দৃষ্ট হইবে। ক্রমশঃ বিবিধ প্রকার সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ায় পরিণত হইবে। এই প্লেগ বা ম্যালেরিয়াও অন্যান্য দৈববিপ্লবে ভারতে এক চতুর্থাংশ লোকেরও অধিক ধ্বংশ হইবে, এই প্লেগ ভারতবর্ষে ৭ বৎসর কাল নানা আকারে ও নানালক্ষণে স্থিতি থাকিবে। তারপর ইহার সহযোগী আফরিকার নিগ্রো ভূমি হইতে আর একটী নূতন ব্যাধি এদেশে আসিবে, মনুষ্য নিদ্রাবস্থায় তাহা হইতেই মরিয়া থাকিবে, রাত্রিতে ঘুমাইলে সকালে আর শয্যা হইতে উঠিবে না। ঘুমের

সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাধি আসিয়া তাহাকে মৃত্যুমুখে ফেলিবে। এই ব্যাধি যখন এদেশে আসিবে তখন লোকের আরও ভয় বিভীষিকা বৃদ্ধি হইবে। পৃথিবীতে ক্রমে সাত বর্ণের রাজা এই ভারতবর্ষে রাজত্ব করিবে। পৃথিবীতে সাতটীদেশে ইহাদিগের ক্রমে রাজধানীও অভ্যুদয় হইবে, তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্তবর্ণ পুরুষের রাজত্বকাল এক্ষণে বাকী আছে, পূর্ব্বকালে কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণ অসুর ও রাক্ষসের রাজত্ব এদেশে ছিল, পশ্চাৎ পীত ও হরিৎবর্ণ হিন্দু রাজারা এদেশে রাজত্ব করিয়া যান, তারপর পাণ্ডুবর্ণ যবন রাজাদের অভ্যুদয় হয়, এক্ষণ শ্বেতবর্ণ ইংরেজ রাজা এদেশের অধিকারী থাকিবেক। কিন্তু এই সকল বীর রাজাদিগের রাজত্ব কালে বিবিধ নূতন নূতন মহামারীও সমুপস্থিত হইবে; তদনুযায়ী লোকের আকার প্রকার ব্যবহার ও রোগের লক্ষণ বর্ণাদি প্রকাশ পাইবে। মৃত্যুও সেই রাজ-প্রকৃতির অধীন ঘটিতে থাকিবে। চিকিৎসক ও চিকিৎসাও তদনুযায়ী বিজ্ঞান-বুদ্ধিসূচক সফলকাম দৃষ্ট হইবে। ভারতের সীমা সরহদ্দও তদনুযায়ী নিরূপিত এবং সমাজ ও দেশ রক্ষার জন্যও সেইরূপ ইচ্ছাধীন আইনকানুন প্রকাশ পাইবে। তখন এ প্লেগ একরূপ থাকিবে না।"

# প্লেগপরীক্ষা ও চিকিৎসকের মতভেদ ও প্লেগ আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায়।

কলিকাতার প্লেগ লইয়া চিকিৎসক সমাজে ভয়ানক মতভেদ উপস্থিত হইযাছে। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী, হাকিমী ইত্যাদি নানামতের নানাদিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ কলিকাতার প্লেগ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়া আসিতেছেন। কেহ বলেন প্লেগ, কেহ বলেন প্লেগ নয়; কেহ বলেন ও প্রকার গাল গলাফুলা চিরকালই এদেশে ছিল, কেহ বলেন প্লেগ যদিও সত্য এ প্লেগ-বোম্বাইয়ের সে নামজাদা প্লেগ নহে। কেহ বলেন এরূপ ধরণের প্লেগ আমার চিকিৎসায় ঢের আরোগ্য হইয়াছে। তন্মধ্যে এলোপেথিকগণ অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিকগণের আস্ফালনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাঁহারা বলেন, প্লেগ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ফোঁটা ধন্বন্তরী; তাঁহারা প্লেগ রোগীকে কোনক্রমেই মরিতে দিবেন না। মরিলেও শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়া চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত। তারপর কবিরাজী ও হাকিমী, ইহাঁরা প্লেগকে নূতন ব্যাধি বলেন না, কেহ বলেন প্লেগ সান্নিপাতিক বিদ্রধি, কেহ বলেন ত্রিদোষাত্মক ব্রণ বা কার্ব্বঙ্কল, তাঁহারা এই রোগকে অন্যান্য রোগের ন্যায় নিজ নিজ শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় আরোগ্য করিতেও প্রস্তুত আছেন। এইরূপ সকল প্রণালীর চিকিৎসকেরাই কোমর বাঁধিয়া প্লেগের সহিত সংগ্রাম করিতে

দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা জীবন তুচ্ছ মনে করিয়া, অর্থ উপার্জ্জনকে গ্রাহ্য না করিয়া, ধন্যবাদ ও প্রশংসা সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কলিকাতার বড় বড় এলোপেথিক সাহেব ডাক্তারেরা প্লেগ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই, কেবল বিরোধস্থলে সার্টিফিকেট্ দিয়াই বাহাদুরী লইতেছেন।

কলিকাতার প্লেগসম্বন্ধে এইরূপ চিকিৎসকবিভ্রাট উপস্থিত হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য বোম্বাই হইতে কেবল প্লেগ ডাক্তারই কয়েকজন্ আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা প্লেগীর রক্ত মাংস পরীক্ষা করিয়া কলিকাতার প্লেগকে প্রকৃত প্লেগ সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং তাহা ধরিবার প্রণালী ও পরীক্ষার উৎকৃষ্ট প্রণালী দ্বারা মরিবার বিষয় প্রতিদিন রিপোর্ট করিতেছেন। তাঁহাদিগেরই রিপোর্টানুসারে কলিকাতার সহর-ময় প্লেগসম্বন্ধে এত ধুম পড়িয়াছে।—আজকাল সেই প্লেগ-তত্ত্ববিদ্ বড় বড় ডাক্তারেরা কলিকাতার অন্যান্য ডাক্তারদিগ-কেও প্লেগের প্রকৃত রহস্য বুঝাইয়া দিতেছেন। সুতরাং কলি-কাতার প্লেগ আরও সত্য সত্যই জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্লেগ, প্লেগডাক্তারদিগের একচেটিয়া হওয়ায় অন্যান্য বেসরকারী ডাক্তারদিগের বড় অনুপায় হইয়াছে, তাঁহাদিগের বড় আশায় ছাই পড়িয়াছে; বড় মুখে চুণপাড়িয়াছে; একে প্লেগভয়ে সহরে লোকশূন্য, প্লেগ আক্রমণের যেরূপ কড়াকড়ি, ধরাধরি, মারামারি, আবার তাতে প্রাণ গেলেও কোন ব্যক্তি অন্য ব্যাধি হইলে ভয়ে ডাক্তার ডাকিতে ইচ্ছা করে না, সুতরাং ধন্বন্তরী-কুলের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, পশার প্রতিপত্তি সকলই

গিয়াছে। সকলেই বসিয়া বসিয়া প্লেগের তিরোধান ভাবিতেছেন, কবে যে এ প্লেগের হুজুক দূর হইবে, এবং কবে যে প্লেগ এদেশ হইতে যাত্রা করিবেন তাহার কিছুই ঠিক নাই।

যে রোগের চিকিৎসা নাই সে রোগের চিকিৎসক কি করিয়া হইতে পারে ? তবে যাঁহারা প্লেগের চিকিৎসক বলিয়া মোটা মোটা বেতনে এ দেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য ও চিকিৎসা প্রণালী যে কি ? একথা সাধারণে জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন। কেহ বলেন তাঁহারা প্লেগপরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, কেহ বলেন তাঁহারা প্লেগের বৈজ্ঞানিক কারণ স্থির করিতে আসিয়াছেন, কেহ বলেন তাহা নয়, তাঁহারা কেবল প্লেগের আয় ব্যয়ের জমাখরচ রাখিতে আসিয়াছেন, অর্থাৎ প্রতিদিন ভারতবর্ষে কত প্লেগ জমাখরচের বহিতে জমা হইল, আর কতই বা খরচ হইল অর্থাৎ জন্মিল ও মরিল, তাহারই একটা হিসাব নিকাশ দিতে আসিয়াছেন। দেশব্যাপী প্লেগরোগী জমায়েত হইবার বড় বড় গুদাম হইয়াছে, আবার খরচ চালানের বাক্সও হইয়াছে, মুটে মজুর, মুদ্দাফরাস কোন বিষয়েরই ক্রটী নাই। হিন্দুর পুরাণে যমরাজের বড় কেরাণী চিত্রগুপ্তের কথা শোণা যায়,—আমাদের ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের রাজ্যেও হেল্‌থ অফিসারের কথা সর্ব্বসাধারণে বিদিত আছেন, চিত্রগুপ্ত কেবল মৃত্যুর তালিকাই খাতায় লিপিবদ্ধ করিতেন,—আমাদের এ হেল্‌থ অফিসারের অধীন জন্ম মৃত্যু দুই সংখ্যাই লিপিবদ্ধ হয়। আরও প্লেগের নূতন আমদানীটা সাক্ষাৎ কাল-প্রেরিত হওয়াতে জমা ওয়াশীলের রিপোর্টটাও নিত্য বুঝিয়া সুঝিয়া দাখিল করিতে হয়!—সরকারী কার্য্য বাড়িয়াছে, প্লেগের হুজুগে সহর

সরগরম! স্বয়ং চিত্রগুপ্ত টীকাদার! সকলেই ক্রমে ক্রমে টীকা লইতেছেন। বোধ হয় এই টীকাগ্রহণ করাতেই রোগ আর সংক্রামক হইতে পারিল না! সকলেরই এইমত, তাই চিকিৎসক নাহইয়াও হপ্‌কিনসাহেব একমেবাদ্বিতীয়ং হইয়া আজ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। যতকাল এ দেশে ইতিহাস থাকিবে, ততকাল তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে ভারতের প্লেগ-বক্ষে ক্ষোদিত থাকিবে। তাঁহার রাসায়নিক যোগবলে ঐ উপায় উদ্ভাবন মহা হিতকর এবং রাজাপ্রজার উভয়েরই প্লেগাতঙ্কনাশক। আমরা এই ঘোরপরীক্ষার সময়ে ভারতীয় প্লেগশঙ্কটে বিবিধ চিকিৎসক—মত-শঙ্করে তাঁহাকেই একমাত্র অদৃষ্টবান্ পুরুষ মনে করিয়াছি। আজ তাঁর মতেই প্লেগের ভবিষ্যৎচিকিৎসা চলিতেছে। তিনি প্লেগ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ বক্তা! জগতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও বিশ্বাসবলে অনেক মহাফল সাধিত হইয়া থাকে, তাই অদৃষ্টবাদী ভবিষ্যৎহিসাবী ভারতবাসী হপ্‌কিনের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে যাহা হইবার হইবে, বর্ত্তমানে "শান্তিলাভ" আশু এ চিকিৎসা কয়জন লোকে করিতে জানে? যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেশকাল পাত্রানুসারে ভবিষ্যৎবক্তা হইয়া ভবিষ্যতের চিকিৎসা করিতে পারেন, তিনি জড়জগতে বিশেষতঃ ভারতের ভাগ্যে ধন্য চিকিৎসক। হপ্‌কিন্ সাহেব রাসিয়ার অধিবাসী একজন উৎকৃষ্ট রাসায়নিক পণ্ডিত, রাসিয়ানেরা অদৃষ্টবিশ্বাস করেন, ভবিষ্যতের ফলাফল লইয়া কার্য্য করেন; তিনি টীকাদ্বারা ভারতক্ষেত্রে যে ভবিষ্যৎমঙ্গল-বীজ নিহিত করিলেন, ও তজ্জন্য ব্রিটিশগভর্ণমেণ্টের চিত্তাকর্ষণ করিলেন এ তাঁহার বুদ্ধির অপরিসীম ক্ষমতা। যিনি সময় ও প্রাণ

থাকিতে এই হপ্‌কিন্‌ উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করেন, তিনি প্লেগের আক্রমণ ও রোগানুচরগণের আক্রমণ হইতে রক্ষাপান সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে প্লেগ অপেক্ষায় প্লেগানুচরের আক্রমণ অতিভয়ানক ও প্রাণশোষক, সুতরাং হপ্‌কিনের মন্ত্রৌষধ-টীকা গ্রহণ করিলে কোন ভয়ই ভারতবাসীর থাকিবে না, ইহা রাজার অভয়বাক্য হইতে ব্যক্ত হইয়াছে; মনুষ্য ইচ্ছাধীন টীকা গ্রহণ করিতে পারে।

—০—

# বোম্বাই-প্লেগ ও বঙ্গের প্লেগ।

বোম্বাই প্লেগের তুলনায় বঙ্গের প্লেগ অতি সামান্য, নামমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন বোম্বাই-আম্র ও বোম্বাই নিচুর তুলনায় বঙ্গের আম্র ও বঙ্গেরনিচু অতি সামান্য, সেই-রূপ প্লেগও কলিকাতার অতি সামান্য, এবার বোম্বাই আম্রের সঙ্গে সঙ্গেই বোম্বাই রোগ কলিকাতা আসিয়াছে, তাই এবার বোম্বাই রোগের ডাকহাঁকে বোম্বাই আমের ডাকহাঁক বড একটা রাস্তায় শোনা যায় নাই। এবার ফিরিআওলা কলি-কাতার মিউনিসিপালিটী স্বয়ং! "চাই বোম্বাই প্লেগ" এই ডাক-হাঁকের চোটে কলিকাতার গলিঘুঁযি পর্য্যন্ত অস্থির। শুনিয়া দোতালা তেতালা হইতে মানুষ মূর্চ্ছা যায়, খোলার ঘরেরতো কথাই নাই। রাত দিন সমানভাবে, ভয়ে সহরবাসীর পেটে ভাত ও চক্ষে নিদ্রা নাই।—অজ্ঞান লোকসকল পথে ঘাটে জমায়েত হইযা বলে "এ আবার কি ভাই? এতকাল বোম্বাই আমের কথাই শুনিয়াছি, বোম্বাই প্লেগ আবার কাহাকে বলে? সে

কি জিনিস ভাই ?” কেহ বলে “জিনিস নয় গো জিনিস নয়, রোগ! এ রোগ হইলে আর মানুষ বাঁচে না, তাই সেই রোগ কলিকাতা আসিয়াছে, সকলে সাবধান হও, রোগ হইলেই হাঁসপাতালে যাইতে হইবে, না গেলে বলপূর্ব্বক নেবে,” এই অলিগলিতে ঢেঁড়া দিয়া যাইতেছে। এইরূপ শুনিতে শুনিতে দেখিতে দেখিতে লোক সকল ভাগীরথী স্রোতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিল; এক দিনেই সহর শূন্য প্রায়; কোথায় রোগ কোথায় কি? ছোট বড় সকলেরই এই পলায়ন সংক্রামক রোগমধ্যে পরিগণিত হইল। অবশেষে মিউনিসিপাল কমিসনারগণ স্বয়ং আমেরডালা লইয়া বসিলেন! আম্র রাখিয়া প্রকৃত কর্ম্মের কথা বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু বোঝে কে? রোগতো প্লেগ নয়, যে বুঝিবে! রোগ পলায়ন, শব্দ “পালা পালা ঐ পালায ঐ পালায,” মূর্খ লোকেরা, বোম্বাই আম খাইযা মরিবে, জোর করিয়া তাহাদিগকে বোম্বাই আম দিবে, এই তাহাদিগের রাগ।—চতুর্দ্দিকে ধর, মা”, কাট! দেখিতে দেখিতে কলিকাতায বাস করা দুরূহ হইল,—প্লেগের বাবায় যাহা না করিত, আমের মরসুমে বোম্বাই ডাক ছাড়িয়া তাহা করিয়া বসিল, তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার প্লেগ ও বোম্বাইর প্লেগ সমান নহে।

বোম্বাই প্লেগ আসিয়াছিল সদ্য প্রাণের ভয়হইতে, কলিকাতা বা বঙ্গের প্লেগ আসিয়াছে মানের ভয় হইতে, বোম্বাইবাসী মরিবে বলিয়া মরিয়া হইয়াছিল; বঙ্গবাসী মৃত্যুকে ভয় করে না; তাহাদিগকে ধরিবে বলিয়া, অপমান করিবে বলিয়া ভীত হইয়াছিল। এই ধরা ও মরার সংক্রামতা হইতে বোম্বাই ও

বঙ্গের প্লেগ সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বিচার করা যায়। এই ধরা ও মরারজন্য গভর্ণমেণ্টের অজস্র অর্থব্যয় হইতেছে। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থে, প্রজার মনকে প্রবোধ দিবার জন্য প্রজার প্রাণকে রক্ষা করিবার জন্য, বিস্তর অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিতেছেন। ঘরেঘরে স্থানে স্থানে সিগ্রিগেসনরূপে বোম্বাই নগরে প্রাণেরআড্ডা ও বঙ্গদেশে মানেরআড্ডা গড়াইয়া রাখিতেছেন; ইহাতে প্রজারপ্রাণ ও মান উভয়ই রক্ষা পাইবে।

যে কলিকাতার নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে,—বসন্ত ও বিসুচিকার মুরসুমে মৃতদেহে স্থান পাইত না, মৃতধুমে গগনাচ্ছন্ন হইত, আজ প্লেগের মুরসুমে সেই স্থান শূন্য; সেই গগনে একটুকুও অগ্নিশিখা দৃষ্ট হয় না। প্লেগ না বসন্ত ও বিসূচিকার বাবা? তবে কলিকাতার প্রতি ঈশ্বরের এ করুণা কেন? সেনিটেসন্ বা স্বাস্থ্য আজ এত উত্তম কেন? তাই বলি ঈশ্বরের ইচ্ছা এখন কলিকাতা প্লেগ আসা উচিত নয়। আসা প্রয়োজন হয় আর কিছুদিন পরে আসিবে; বোম্বাইর দৃষ্টান্তে কলিকাতার গর্ব্বিত বাবুভেয়ে গুলি একটুকু শিক্ষালাভ করিয়া পথে আসিলে, নাহয় প্লেগ আর নাই আসিল। ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়। বুঝিয়া সুঝিয়া সকলে সতর্ক ও সাবধান হইলে এবং পাপ বিরত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিলে বিশেষ সুখের বিষয়।

—:•:—

# প্লেগজনিত মৃতদেহের সৎকার আবশ্যক কি না ?

## প্লেগের সহিত রৌদ্র ও অগ্নির সম্বন্ধ ।

সংক্রামক ব্যাধি মাত্রেই হিন্দুজাতীয় সৎকার প্রথা অতি প্রশংসনীয় ও বিজ্ঞানার্থ মূলক। বিজ্ঞানবৃদ্ধ আর্য্যঋষিরা পরমাণু পরিশুদ্ধির জন্যই এই প্রথার প্রচলন মনুষ্যজাতির পক্ষে নিতান্তই শ্রেষ্ঠতর মনে করিয়া ছিলেন। পঞ্চভূতাত্মক দূষিত মৃতদেহজাত পরমাণু অগ্নিদ্বারা সত্বর দগ্ধ হইয়া গেলে তৎসংলগ্নে সহজে অন্যভূত দূষিত হয় না। অগ্নিঅপেক্ষা পবিত্র ও নির্দ্দোষকরণীয় বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। পৃথিবী, জল, বায়ু ও আকাশ এই চতুর্ব্বিধ ভূতই তেজকর্ত্তৃক পরিশুদ্ধ হয়। পার্থিবকীটাণু, বিষবাষ্প ইত্যাদি অগ্নিসহযোগী হইলে একেবারেই ধ্বংস পাইয়া থাকে। অগ্নিসহযোগী মৃতদেহ দগ্ধীভূত হইলে একমাত্র আকাশেই নীত হইয়া আকাশ-গুণাত্মক হইয়া থাকে। ভস্মরাশিগত পার্থিব কণা পৃথিবীতে, জল জলে, অগ্নি অগ্নিতে, আকাশ আকাশে প্রাণ প্রাণে, সত্বর সংযুক্ত হইয়া পৃথিবীকে নিষ্পাপ ও বিষশূন্য করিয়া থাকে। সৎকার বিনা তাহা হইতে পারে না। মৃত্তিকা প্রোথিত মৃতদেহসম্ভূত বিকাররাশি ক্রমশঃ পার্থিব পরমাণুকে দূষিত করিয়া সেই দোষ ক্রমশঃ বায়ু ও বায়ু হইতে তেজ, ও তেজ হইতে প্রাণ, আশ্রয় করিয়া মনুষ্যকে আকুলিত করিয়া থাকে। ভূগর্ভস্থ মৃতদেহ-গলিত দূষিত পরমাণু, বায়ু সহযোগে ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া মনুষ্যের শোণিত আক্রমণ করিয়া নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের আকর হইয়া থাকে। এই জন্যই ঋষিরা

মৃতের অগ্নিদ্বারা দগ্ধ আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলের জন্যই প্রশস্ত মনে করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লেগাদির ন্যায় সংক্রামক ব্যাধি হইলে অর্থাৎ সংক্রামক বিষদ্বারা দেহ বিকৃত হইয়া মৃত হইলে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে অগ্নিদ্বারা দাহ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত; ইহাতে প্লেগাদিরন্যায় সংক্রামকবিষ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও সংক্রামিত হইতে পারে না।

আমরা যেমন নিজ নিজ স্বাস্থ্যের জন্য জলবায়ুকে পরিষ্কার রাখি; সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অগ্নি, পৃথ্বী, আকাশকেও পবিত্র ও পূতিবাষ্পবর্জ্জিত করা কর্ত্তব্য। এইজন্য শ্মশানাদি স্থান অপবিত্র ও অশৌচাত্মক; হোমাদিজাত অগ্নিশিখা মাঙ্গল্য ও আয়ুঃ বৃদ্ধিকর, তীর্থ ও ভজনালয় পবিত্র; আর শ্মশানবহ্নি ইত্যাদি দর্শনেরঅনুপযুক্ত বস্তু সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্লেগজনিত মৃতদেহ ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ, কর্পূর ও ধূপাদি সংযুক্ত করিয়া সৎকার করা কর্ত্তব্য। কদাচ অর্দ্ধসৎকারভাবে দাহ করা কর্ত্তব্য নহে। প্লেগজাত সৎকারীয়খট্টাদি বহুমূল্যবস্তু সহগামী হইলেও তাহা কাহাকেও দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; সঙ্গেই অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। কফীয় প্রকৃতি ও স্নায়বিক-রোগসম্পন্নব্যক্তি, ভীত ও কোন ব্যাধি পীড়িতব্যক্তি, অনাত্মীয় এবং শোকবিহীন ব্যক্তি, শিশু বা স্ত্রীলোক, ইহারা কদাচ প্লেগজনিত বা অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধি জনিত মৃতদেহ দাহ করিতে অগ্রসর হইবে না। আহার করিয়া, অত্যাচার করিয়া, অশুচি হইয়া, অগ্নিস্পর্শ না করিয়া, গন্ধানুলেপনে সমাবৃত না

হইয়া, পুষ্পমাল্যাদি বর্জ্জন করিয়া, বৈরাগ্যপরায়ণ বা ঈশ্বরাসক্ত-চিত্ত হইয়া, মনে মনে ভয় বিভীষিকা রাখিয়া, ভগবানের নাম উচ্চারণ না করিয়া, কদাচ সংক্রামক রোগীর দেহ সৎকার করিতে যাইবে না। সৎকারান্তে মৃতের ঊর্দ্ধস্থান কামনা করিয়া স্রোতস্বতীতে স্নান, মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন, নববস্ত্র পরিধান, গোময় ও অগ্নি স্পর্শাদি দ্বারা শুচি হইয়া তবে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। সেদিবস আহারবিহারাদিতে সংযত থাকিয়া তৎপর দিবস স্নানান্তে নিত্যনৈমিত্তিক আহারাদিতে রত হইবে। কিন্তু একপক্ষপর্য্যন্ত মৎস্য মাংসাদি কিছু আহার করিবে না। ধাতুপাত্রাদি কিছু ব্যবহার করিবে না। কাহারও সহিত কোন উৎসবে মিশ্রিত হইবে না। অথবা একাকী কোথাও যাইবে না। গৃহে সংক্রামক ব্যাধি কাহারও হইলে, লৌহ, সীসা, তাম্র, এই তিনধাতু সর্ব্বদা শরীরে সংলগ্ন রাখিবে। আর রেসমের বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবে। অঙ্গে খাটিসরিসারতৈল ভাল করিয়া মাখিয়া স্নানাভ্যাস করিবে। নিজ নিজ পান আহারের স্থান পৃথক ও স্বতন্ত্র রাখিবে। অধুনা চুরট ও তাম্রকুট সেবনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা প্লেগাদির ন্যায় সংক্রামক ব্যাধি আসিলে অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিবে। কারণ তাম্রকুট বিষবিশেষ, উহার ধূম দ্বারা বায়ুর বিষ-কীট খুব ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। এজন্য দুর্গন্ধময় বৈকারিক স্থান বা ক্রিয়া মাত্রেই তামাকের চুরট ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। দোক্তা, নস্য, তামাক, যেরূপেই যে সঙ্গত মনে করে, তৎপক্ষে অবশ্যই তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। যে বাড়ীতে সংক্রামকরোগ হইবে, অথবা তদ্দ্বারা কেহ মৃত হইবে। সেই বাটীতে গোবরজলের আধিক্যটা খুব বেশী রাখিতে হইবে।

সংক্রামক-ব্যাধি-পীড়িত মৃতব্যক্তির সৎকার করা শেষ হইলে গোময় শরীরে মাখিয়া স্নান করা খুব প্রশস্ত।

তুলসীরমালা গলায় ও তুলসীবৃক্ষ শ্মশানে লইয়া যাইবার প্রথা যে এ দেশে প্রচলিত আছে, এবং সৎকারান্তে তুলসীর একটী বৃক্ষ যে শ্মশানভূমিতে রোপণ করিয়া রাখিয়া আসিবার নিয়ম আছে, তাহা অতি বিজ্ঞানভাবাত্মক সুন্দরনিয়ম বলিয়া জানিবে। তুলসী বিষনাশক, দোষ নাশক, অপশক্তিনিবারক ও সংক্রামতা হারক এবং পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞাতক ও বিবেকবুদ্ধির উৎকর্ষকারক বলিয়া ঐ সুন্দর প্রথাটী হিন্দুদিগের মধ্যে বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কলিকাতার সৎকারভূমিকে প্রকৃতসৎকারভূমি বলা যায় না।

শাস্ত্রোক্ত সৎকারভূমির লক্ষণ স্বতন্ত্র, সৎকার প্রথা ও নিয়ম স্বতন্ত্র ও শাস্ত্রসম্মত, কলিকাতায় তাহার কিছুই হয় না। সুতরাং তুলসী বৃক্ষ রোপণের মাহাত্ম্য বা গোময় জলের মাহাত্ম্য সাধারণে কি করিয়া জানিবে? কলিকাতার মৃতসৎকার মিউ-নিসিপাল রাবিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াবই আর কি বলা যাইতে পারে? যেখানে কাশীমিত্রেরগাদা নামে অভিহিত করা যায়, সেখানে সাত্ত্বিক সৎকার কোথায় বুঝাইয়া দিল? মৃতের দিক, অঙ্গ, চুলি, অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র, অভ্যঙ্গ, অভিচার, যজ্ঞ, হোম, আহুতি, বৃক্ষবল্লরী ও প্রাণীগণেরসংশ্রব, দান, নিয়ম, স্নান পবিত্রতা, স্থিতিকাল ইত্যাদি অনেকবিষয় শ্মশানভূমিতে বিধানানুসারে দেখিতে হয়। যে স্থানে একবার একজনকে দাহকরা যায় তথায় পুনর্ব্বার অপর জনকে দাহকরা কদাচ যুক্তিসম্মত নহে। যত জন শ্মশানবন্ধুর আবশ্যক, তাহাদিগের প্রত্যেকের পৃথক্

পৃথক্ করণীয় বিষয় সুন্দররূপ জানা আবশ্যক। সংকারকার্য্য সমাধান্তে গৃহে আসিয়া রৌদ্র বা অগ্নিদ্বারা গৃহজাত দ্রব্যাদি শোধন করা একান্ত আবশ্যক। বসনভূষণ, বিছানাপত্র ও শয্যাদি বিধিপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। রোগীর সংস্রবীয় যাবতীয় দ্রব্য অগ্নিতে পুড়াইয়া ফেলিবে। মধ্যে মধ্যে গৃহে হোম ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। বিশেষতঃ যে গৃহে সংক্রামক রোগী ছিল, সেই গৃহ শান্তি হোম ও ধূপাদিদ্বারা শোধন করিবে। অষ্টাহ পর্য্যন্ত এই প্রকার শোধিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা বিশেষ আবশ্যক। যদি গৃহে প্রত্যেকেরই সংক্রামক ব্যাধি হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অগ্নিদ্বারা সে গৃহ জ্বালাইয়া স্থানান্তর ও গৃহান্তর আশ্রয় করিবে। কাষ্ঠ, তুলা, বস্ত্র, শয্যা ও মৃন্ময় বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তু সকল শোধন করিয়া অন্যগৃহে লইয়া যাইতে পারিবে।

সংক্রামক ব্যাধি বা প্লেগ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইলে গৃহজাত দ্রব্যসামগ্রী মধ্যে মধ্যে স্থানান্তর করা নিতান্ত আবশ্যক।

—০—

## শব্দনির্ঘাতে প্লেগের শান্তি হয় কেন ?

যেমন বায়ুর আঘাতে জল কম্পিত ও তরঙ্গাকুলিত হয়, সেইরূপ শব্দনির্ঘাতে বায়ুস্তর কম্পিত ও হিল্লোলযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন তরঙ্গ ও ঢেউদ্বারা জলের পরিশুদ্ধি ও জীবাণুসকলের বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শব্দের প্রতিঘাতে বায়ুর বিশুদ্ধতা ও অপকীটাণু সকলের মূর্চ্ছা বা প্রাণনাশ হইয়া থাকে। উক্ত মনুষ্য-প্রাণহারক কীটাণুসকল আর অধিক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে

পারে না। যেমন সূর্য্যরশ্মী ও অগ্নিদ্বারা দূষিতকীট বিনষ্ট হয়; তদ্রূপ শঙ্খ, ঘণ্টা ও ঢক্কাদির শব্দ-নিনাদে চতুর্দ্দিকের অপশক্তিকে অপসারিত করিয়া দেয়। আমরা এটমস্‌ফিয়ার পরিষ্কার সম্বন্ধে শব্দানুকূল যে শক্তি প্রাপ্ত হই সেইশক্তি আমাদের শ্রবণপথে প্রাণের সম্বন্ধেও পুষ্টিকারিতা লাভ করে। জগতে বায়ুই জীবন স্বরূপ, বায়ুভিন্ন একমুহূর্ত্তও জীবের জীবনরক্ষা হয় না। এই বায়ুই দেহীর দেহে পঞ্চভাগাত্মক প্রাণরূপে কার্য্যকরিয়া থাকে। প্রাণের উৎকর্ষতা হেতু শব্দমাহাত্ম্য অতি চমৎকার। প্রত্যেক মাঙ্গল্য কার্য্যেই ঢাক, ঢোল, শঙ্খ, ঘণ্টা ও সঙ্গীতাদির নিয়ম পূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে প্রচলিত আছে। সংকীর্ত্তন, দেব-পূজাকালে বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতসহযোগি-শব্দের মূলতাড়িতশক্তি, সকল মনুষ্যের শ্রবণপথে দেহস্থ সপ্তধাতুকে আলোড়িত করিয়া জীবনীশক্তিকে আনিয়া দেয়। মনুষ্য চিন্তাবিষ, দৃষ্টিবিষ, স্পর্শ-বিষ, পার্থিববিষ ও বায়ুবিষে আক্রান্ত হইলে একমাত্র ঐ মাঙ্গল্য-নিনাদদ্বারা তাহা হইতে রক্ষা লাভ করে।

এজন্য কোথাওপ্লেগ বা মহামারীর আবির্ভাব হইলে যাহাতে সেইস্থলে ঢোল, ঢক্কা, শঙ্খ, ঘণ্টা, তুরি, ভেরি, মৃদঙ্গ, করতাল, বেণু, বীণা ইত্যাদি ধ্বনিত ও সঙ্গীত মন্ত্র, সংকীর্ত্তন, চণ্ডী, নৃত্য গীত, যাত্রা ইত্যাদির বিবিধমত ব্যবস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে সংক্রামকরোগ আর সত্বর প্রচার হইতে পারে না, অথবা হইলেও শীঘ্র অপসারিত হইয়া মনুষ্যকে রক্ষা করিয়া যায়।

গাভা, হরিণ, মহিষ, অশ্ব, রাজহংস, সারস, ময়ূর, কাক, কোকিল, চিল ইত্যাদি পক্ষীনিচয়ের শব্দও সংক্রামক ব্যাধি

হারক বলিয়া কথিত আছে। উক্ত পশুপক্ষ্যাদির শব্দ এত উৎকৃষ্ট বায়ুদোষহারী যে, ঋতু, মাস, পক্ষ, বিশেষে উক্ত নাদানুকূল দেশের মহা ইষ্টসাধন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গাভীর হাম্বারবে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল তিন লোক পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়া থাকে। গোজাতির শব্দেরপ্রতিঘাতে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি, ধর্ম্ম, আত্মা ও উপার্জ্জনের উন্নতি অনেকানেক অসাধ্য ব্যাধির পক্ষে হিতকারী হইয়া থাকে। মহিষ, অশ্ব, সিংহ, মূষিক, বিড়াল, বৃষ ইত্যাদি প্রাণীবর্গের শব্দে তত্তৎ অধিপতি দেবতারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। রাজ্যের অনিষ্ট সকল দূর হয়, তত্তৎস্থানীয় বায়ুর ক্রুরতা সকল ধ্বংস হয়। হরিণ, রাজহংস ও সারসের শব্দ শ্রবণে পাপনাশ ও চিত্তবৃত্তির সংশোধন হয়, চন্দ্রের পীযুষ শরীরে আকর্ষিত হয়। বায়স, কোকিল ও চিলের শব্দে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি ও নূতন জীবন প্রাপ্ত হয়, আমিষাহার ও নিদ্রাজনিত দোষের প্রতিকার হয়। এইপ্রকার ঋতুবিশেষে ও সময়বিশেষে প্রত্যেক প্রাণীর শব্দই মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গল ও অমঙ্গলের হেতু হইয়া থাকে। অনেকানেক প্রাণীরশব্দ নিত্য প্রাণহারক ও রক্তশোষক হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প, তক্ষক, শৃগাল, পেচক ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীদিগেরশব্দ মনুষ্যের পক্ষে আয়ুনাশক ও ব্যাধিকারক। আবার অনেক প্রাণীর শব্দহইতে অনেক কীটাণু বা বিষাক্ত প্রাণী ভয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যেমন ময়ূর ও নকুলের শব্দ সর্পেরপক্ষে মহাত্রাসজনক; বিড়ালেরশব্দ মূষিকের পক্ষে ত্রাসজনক, মশকাদি কীটাণুরশব্দ মনুষ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ও রক্তশোষক। এই সমস্ত প্রাণী জগতের সহিত মনুষ্যের অভেদমিশ্রণ এবং তাহাদিগের শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ

হইতে মনুষ্য নানাপ্রকার উপকার ও অপকার লাভ করিয়া থাকে।

যেস্থানে প্লেগ বা মহামারী হয় তথায় যদ্যপি গর্দ্দভের শব্দ, এবং বিড়াল ও কাকের বিকৃতশব্দ এবং উৰ্দ্ধমুখ হইয়া শৃগাল ও কুকুর অতিক্রন্দন করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় মহামারী হইয়া সে স্থান জনশূন্য হইবে, ইহা মনে করিতে হইবে।

---

# প্লেগরোগীর গৃহ ও শয্যা নির্ণয়।

প্লেগরোগীর গৃহ পাকাঅট্টালিকা অপেক্ষা খড়েরঘরই অত্যন্ত প্রশস্ত, কারণ খড়ের ঘর দূষিত বা ভবিষ্যৎ ভয়ের কারণ হইলে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ ও সহজে পরিবর্ত্তন করা যায়। পাকা অট্টালিকায় সেরূপ হয় না, তবে প্রশস্তদ্বারযুক্ত চতুষ্কোণ বড় বড়হল চূর্ণাদিদ্বারা লিপ্ত ও শোধিত হইলে তাদৃশ মন্দ হয় না; কিন্তু প্লেগদমনের পর সেগৃহে বিশেষ শান্তির আবশ্যক। প্লেগরোগীর গৃহে স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট বস্তু কদাচ রাখিবে না; বস্ত্র, তুলা, স্পঞ্জ, শস্য, পশমেরদ্রব্য, পানীয়দ্রব্য, মাটির দ্রব্য, কদাচ গৃহে রাখিবে না। প্লেগরোগীর ব্যবহারজন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, কেবল তাহাই গৃহমধ্যে রাখিবে। গৃহের কোণে ঘৃত-প্রদীপ সর্ব্বদা রক্ষাকরা কর্ত্তব্য। গোময় শুষ্ককরিয়া তাহার ঘুঁটে ও তাহারঅগ্নি সর্ব্বদা গৃহে রাখিবে; সর্ষপতৈল, বস্ত্র, শ্বেত সর্ষপ, রেসম, চর্ম্ম, লৌহ, তাম্র কাচপাত্র, পূর্ব্বোক্ত নানাবিধধূপ, সর্ব্বদা গৃহে সংগ্রহ রাখিবে। কুশের মূল, অশ্বগন্ধা, দূর্ব্বা, হরীতকী, রসুনের খোলস, সর্পেরখোলস, জালেরকাঠি, ব্যাঘ্রেরদন্ত,

বিল্বমূল, তুলসীপত্র, বচ, কুষ্ঠ, অনন্তমূল, সুপারীরছাল, নিম্বপত্র, ময়ূর-পুচ্ছ, বামনহাটীরমূল, ঝিনুক, পঞ্চরত্ন, পঞ্চধাতু, গোরোচনা এই সকল দ্রব্য রোগীর শয্যার পার্শ্বে রাখিয়া দিবে।

রোগীকে পূর্ব্বাভিমুখী করিয়া শয়ন করাইবে; উচ্চতক্ত-পোস বা পালঙ্কে রোগীকে শুইতেদিবে না, ভূমির উপরিভাগে খড় বিস্তৃত করিয়া তাহার উপরে কম্বল ও অন্যান্য কার্পাসবস্ত্র পাতিয়া রোগীকে তাহাতে শয়ন করাইবে। রোগীকে সর্ব্বদা বামপার্শ্বে থাকিতে বলিবে, পার্শ্বপরিবর্ত্তনে অসমর্থ হইলে যেরূপ-ভাবে শয়ন করিলে কষ্ট না হয় সেইরূপ করিয়া শুইবে। পদে জললাগাইবে না। প্লেগের রোগী যে গৃহে থাকিবে সেগৃহে অধিক বাক্যব্যয় করিবে না। রোগীর মঙ্গলার্থে মাঙ্গল্যদ্রব্য স্পর্শ ও বলি প্রদান করিবে।

রোগীকে প্রত্যূষে জাগরণ করিতে বলিবে, সুনিদ্রা হইলে রোগীকে জাগাইবে না। রোগীর মস্তক অনাবৃত রাখিবে। রোগীর শয্যার সন্নিকট কোন শস্ত্র বা বিষ রাখিবে না। কোন শোকসংবাদ ও ব্যাধির সম্বন্ধে ভাল মন্দ রোগীকে শুনিতে দিবে না।

প্লেগরোগীর গৃহ লোকালয়াপেক্ষা প্রান্তরে হইলে রোগ বিস্তীর্ণ হইবার ভয় থাকে না। নানাদ্রব্যে সুসজ্জিতগৃহে প্লেগরোগীকে রাখিবে না।

প্লেগের সংক্রামকাবস্থায় গৃহের বাহির হইতে যে কোন দ্রব্য আসিবে, তাহা বিশেষরূপ পরীক্ষা ও সংশোধন করিয়া গৃহে তুলিবে। প্লেগ যে পর্য্যন্ত দেশে থাকিবে সে পর্য্যন্ত কোন প্রকার উপঢৌকনাদি পরস্পর বিনিময় করিবে না।

# প্লেগরোগীর পথ্যাপথ্য নির্ণয়।

প্লেগরোগীর পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক। সাধারণ ব্যাধি সম্বন্ধে যাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধকুপথ্য যথা,—শাক, অম্বল, দধি, মৎস্য ইত্যাদি তাহা কখন গ্রহণকরিবে না। উচ্চ ডিগ্রীর জ্বরের ও ব্রণের সম্বন্ধে যে সকল পথ্যাপথ্য চিকিৎসকেরা নিরূপণ করিয়া থাকেন, সেই সকল পথ্যাপথ্যই বিচারপূর্ব্বক গ্রহণকরা কর্ত্তব্য। রোগাক্রমণের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘন একান্ত আবশ্যক, তৎপরে রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া যখন যেরূপ পথ্যের আবশ্যক তাহা দিবে।

প্লেগ ভিন্নদেশীয় ব্যাধি হইলেও দেশ কাল পাত্রানুসারে তদনুরূপ পথ্যই রোগীকে প্রদান করিবে, রোগীকে কদাচ কুপথ্য-সেবী হইতে দিবে না, অথবা ভিন্ন দেশীয় পথ্য রোগীর জন্য ব্যবস্থা করিবে না।

উৎকৃষ্ট জাতি, নির্ব্যাধিশরীর, শুচি ও সবলকায় দেহ অর্থাৎ যাহার হস্তে সেবনকরিয়া রোগী তৃপ্তিলাভ করে তাহার হস্তে রোগীর পথ্যগ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

রোগীর পথ্যসেবনকালীন অপর কেহ তাহার নিকটে থাকি-বেনা কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোক, বালক, ঘর্ম্মাক্তশরীর, মলিনবস্ত্রপরি-ধায়ী, সুরাপায়ী, অকার্য্যকারী, অনাত্মীয়ব্যক্তি অথবা রোগা-ক্রান্ত ব্যক্তিরআনীত বা প্রস্তুতীয়পথ্য রোগীকে কখন সেবন করাইবে না।

মৎস্যেরপৃষ্ঠভাগ, ছাগাদির মস্তকভাগ, দুগ্ধেরবিকৃতভাগ, অন্নের অসারভাগ, এবং সরউত্থিতদুগ্ধ রোগীকে সেবন করাইবে না।

রোগীর পানীয়জলের বিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষদৃষ্টি রাখিবে। রোগীর পানপাত্র ও ভোজনপাত্র অপরের সংস্পর্শাধীন রাখিবে না। রোগীর উচ্ছিষ্ট কোন প্রাণীকে দিবে না।

রোগী কাংস্য ও পিত্তল নির্ম্মিত পাত্র অথবা যে পর্য্যন্ত রোগ আরোগ্য না হয়, অপরকোন ধাতুপাত্রে আহার করিবে না। পদ্ম ও কদলীপত্রে নিত্যআহার প্রশস্ত। পানপাত্র কাচ ও প্রস্তর নির্ম্মিত হইলেই সুবিধা হয়।

রন্ধনের বাসনাদি মৃণ্ময় হইলেই রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী হয়; নতুবা ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদি হইতে ক্লেদ নিঃস্বরণ হয় তাহা রোগীরপক্ষে বিষের ন্যায় ফল করিয়া থাকে।

মৃণ্ময় রন্ধনপাত্রাদি সপ্তাহমধ্যে দুইবার পরিত্যাগ করিয়া নূতন করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এক পক্ষের মৃণ্ময় পাত্র অপর পক্ষে রন্ধনশালায় রাখিবে না। কয়লা বা কেরোসিন তৈলে রোগীর জন্য রন্ধনাদি করিবে না।

রোগীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া আহার করাইবে, আহারের পূর্ব্বে খোলাপদে অথবা আর্দ্রপদে আহারকরাইবে। উচ্চস্থানে বসাইয়া আহার করাইবে না। আহারান্তে রোগীকে কিঞ্চিৎকালের জন্য উপবেশন করাইতে পারিলে ভাল হয়।

—০—

## প্লেগরোগীর পরিচারক লক্ষণ ও ইউরোপীয়ান্ নার্সদিগের তুলনা।

যে আত্মপ্রাণকে তুচ্ছকরিয়া পরের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারে, যে আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়ের কার্য্য করে, যাহার হৃদয়ে ভয়ের লেশ নাই, মনে কপটতা নাই, প্রাণে অপরিসীম উচ্ছ্বাস, ক্ষণকালের জন্যও যাহার চিত্তবৃত্তি বিকৃত হয়না, মনে সন্দেহ থাকে না, হৃদয়ে ঘৃণার লেশ থাকে না। আকাঙ্ক্ষা যাহার অর্থে নাই, কেবল পরকালের দিব্যলোক কামনাকরিয়া রোগীর সেবা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকে; এই প্রকার মহানুভব নিঃস্বার্থ-ব্যক্তিই প্লেগ বা মহামারীর পরিচারকরূপে গণ্য হইতে পারেন; *কিন্তু এ প্রকার লোক ভারতবাসীর সংসারে অতিবিরল*, ভারতবাসী স্বজাতির নিকট এরূপ আশা করিতে পারেন না। কিন্তু স্বগণেরনিকট এরূপ আশাকরিতে কোন দোষ নাই। স্বগণের মধ্যে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি ও স্বাধ্বীস্ত্রী ঐ প্রকার স্বর্গীয়স্নেহ হৃদয়যুক্তব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এবং ইহারাই মহামারী রোগীর প্রাণ দানে সমর্থ।

বর্ত্তমানে এদেশের হাসপাতাল সমূহে সংক্রামক রোগীর সেবাশুশ্রূষার জন্য ইউরোপ হইতে নার্স সকল আনীত হইয়া থাকে। সম্প্রতি বোম্বাই প্লেগরোগীর শুশ্রূষার জন্য ইউরোপীয়ান্ নার্সগণ আসিয়া কার্য্য করিতেছেন,—ইঁহারা এই মহা-পরিচর্য্যার জন্যই স্বীয় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এই সকল নার্সগণ মনুষ্যআবাসে দেবীরূপিণী, যথার্থই স্বর্গীয়া প্রকৃতির

সন্দেহ নাই; তাঁহাদিগের দয়া মায়ার তুলনা নাই, এ নশ্বর জগতে তাঁহারাই প্রকৃত কার্য্য করিয়া যাইতেছেন!

ইংরেজ রাজত্বে এই দেব-প্রভাব-সম্পন্না দয়ার মূর্ত্তি, ইংরেজ-ললনার এই অপরিসীম আত্মোৎসর্গ, দেখিলে আত্মবিস্মৃত হইতে হয় এবং ভারতভূমি স্তম্ভিত হয়। এই লক্ষ্মীরূপিণী শ্বেতদ্বীপ-বাসিনী দিগের কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দেখিলে অতি পাষাণহৃদয়ও কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হয়। এই জন্যই ইংরেজের সিগ্রিগেসন্ বা হাঁসপাতাল স্বর্গ অপেক্ষাও উত্তম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; এই জন্যই মাতা পিতা ভাই বন্ধু ছাড়িয়া উক্ত সিগ্রেগেসনে যাইতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। ইংরেজ-ললনা নিত্যনিয়মিত সময়ে রোগীকে ঔষধ দিবেন, স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিবেন। ঠিক ঘড়ি ধরা সময়ে উৎকৃষ্ট পথ্যের যোগাড় করিয়া দিবেন। রোগীর মলমূত্র নিত্য নিয়মিত পরিষ্কার জন্য মেথরকে আদেশ করিবেন। নিত্য স্বীয়হস্তে রোগীকে কোমল শয্যায় শয়ন করাইবেন অবিরাম নিকটে বসিয়া রোগীকে মধুর বচনে আশ্বাসবাণী প্রদান করিবেন। গায়ে ঘর্ম্ম হইলে পুছাইযা দিবেন। গরম বোধ হইলে চামরব্যজন করিবেন। ক্ষতস্থান স্বীয়হস্তে স্বয়ং ধৌত করিয়া নিত্য সেইস্থানে ঔষধ লেপন করিবেন। পূয, রক্ত ও মলমূত্রে যাঁহাদিগের অণুমাত্রও ঘৃণা নাই, অণুমাত্রও দূষিত ক্লেদাদি হইতে যাহাদিগের ভয়ের কারণ নাই। আহা! এমন মূর্ত্তিমতী মাতৃসদৃশা দয়ার অবতার স্বরূপা জগতে আর কোথা' আছে? কে এমন শুশ্রূষা করিতে জানে? কে এমন মায়ের মত প্রাণ দিয়া রোগীর প্রাণ-রক্ষা করিতে পারে? যদি পরিচারক বা পরিচারিকার কোন

উত্তম লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে এই নার্সদিগেরই তাহা বর্ত্তমান আছে; ইঁহারা রোগীর সেবা শুশ্রূষা শিক্ষা করিবার জন্য শৈশব হইতে দাতব্য হাঁসপাতাল সকলে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সহস্র সহস্র ইংরেজললনা এই মহাব্রতে ব্রতী আছেন। ধন্য তাঁহাদিগের জীবন!

গৃহে প্লেগ রোগী থাকিয়া শুশ্রূষার অভাবে যদি প্রাণযায়, তবে সে দোষ নিজের। শুশ্রূষাকারিণী বা শুশ্রূষাকারী এস্থানে পরম আত্মীয়ভুক্ত না হইলে কদাচ উত্তম হইবে না। পুরুষ জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতি শুশ্রূষার জন্য উৎকৃষ্টা, কারণ পুরুষের হৃদয়াপেক্ষা স্ত্রীজাতির হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল ও দয়া দাক্ষিণ্যগুণেশ্রেষ্ঠ। এইজন্যই ধাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী, পাচিকা গৃহসজ্জাকারিণীর কার্য্য পুরুষজাতি অপেক্ষা রমণীতেই অধিক শোভা পায়। এবং সকল বিষয়েই তাঁহারা সফলকামা হইয়া থাকেন। শুশ্রূষা কারিণী সাত্ত্বিকভাবাপন্না হইবেন। আহার নিদ্রায় সংযত ও সচকিতা থাকিবেন। কষ্ট, শ্রমসহিষ্ণু ও অনলসযুক্তা হইবেন, চিত্তে কোনও বিকার থাকিবে না। আত্মসুখ পরিত্যাগ করিবেন, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্না পবিত্রা ও সমদর্শিনী হইবেন। রোগীকে স্বীয় সন্তানেরমত বিবেচনা করিবেন। তাঁহাদের চিকিৎসা বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি থাকাও আবশ্যক।

প্লেগ অতিশয় সংক্রামক হইলে নার্সদিগের মনে স্বভাবতঃ ভয় হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষিতা নির্ভিকা ও ঈশ্বরপরায়ণা বা বিবেকসম্পন্না নার্সদিগের তাহা হয় না। ইঁহারা মৃতদেহ বা মৃত্যুর সহিত অভেদমিশ্রণে কার্য্য করিয়া থাকেন। ভগবান দয়া করিয়া ইঁহাদিগের দেহে কখন কোন প্রকার রোগ দেন না।

ইহারা অপরিসীম মনের বলে সর্ব্বরোগবিজয়ী হইয়া ভীষণ মহামারী-ক্ষেত্রে সুখে ও সহাস্য বদনে বিচরণ করিয়া থাকেন। যাহাদিগের মৃত্যুভয় নাই, মৃত্যু বাস্তবিকই তাহাদিগকে অভয় দিয়া থাকেন।

শুশ্রূষা কারিণীগণ শুভ্রবস্ত্র পরিধান করেন; মস্তকে কেশ গুচ্ছ রাখেন না; হস্তে ও পদে নখ রাখেন না; সঙ্গে ছুরী, কাঁচি, সুচ, সুতা, কলম, কাগজ, নোটবুক; দিয়াসালাই, নেকড়া, চামচ, কাঁটা, রুমাল, তুলা, সিসি, গেলাস ইত্যাদি দ্রব্য সকল সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখেন। ইহারা তাম্বূল ব্যবহার করেন না; অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকেন না; কোন প্রকার ব্যসনে লিপ্তথাকেন না; অস্বাস্থ্যকর বস্তু আহার করেন না; অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন; রাত্রিজাগরণ অভ্যাস করেন; অনিয়মিত ভোজন করেন, আমোদপ্রমোদ বা কোন প্রকার হাস্য পরিহাসে সময় নষ্ট করেন না; নিমন্ত্রণাদি বা কখন পুরুষ প্রসঙ্গে দিনাতিপাত করেন না; ইহারা ব্যাকুলা নহেন; অধৈর্য্যা নহেন; ভ্রমাত্মিকা নহেন; অসাবধানী নহেন; প্রমাদকারিণী নহেন; যথেচ্ছাচারিণী নহেন; ইহারা প্রত্যুৎপন্নমতিবিশিষ্টা; কর্ম্ম-কুশলা; আদেশ প্রতিপালনে রতা; স্মৃতিশক্তি বিশিষ্টা; অভেদ-বুদ্ধিসম্পন্না; সন্তান সন্ততি ও স্বামীসুখশূন্যা; দয়ার তরণী স্বরূপা; ইহাঁদিগকে দেখিলে ভক্তি হয়। ভারতেশ্বরীর রাজত্ব স্বর্গের বলিয়া ভ্রম হয়। পৃথিবী অমরাবতী সদৃশাজ্ঞান হয়; মানবাবাস দেবাবাস সমতুল্য ধারণা হয়। হাঁসপাতালগৃহ নরকের পরিবর্ত্তে যথার্থ দেবভূমি বলিয়া মনে হয়।

—০—

# মহামারী বা প্লেগ্ রোগীর ত্রিবিধাবস্থা।

মহামারী বা প্লেগবিষ আক্রামণ হইবার ১০।১২ দিবস পূর্ব্ব হইতে শরীরের একরূপ গ্লানি উপস্থিত হয়। যে প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া রোগ হইবে সেই প্রকৃতির জড়তা ও বিকৃতি উপস্থিত করায়। বায়ু আশ্রয় করিয়া হইলে মাথাঘূর্ণন, কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখাদির অরুণবর্ণতা, চক্ষে ঘোরদৃষ্টি, আহার-নিদ্রার স্বল্পতা, বিবমিষা, উদ্গার, পরিপাকের ব্যতিক্রম, হাই, অঙ্গমর্দ্দ ইত্যাদি লক্ষণ সকল উৎপন্ন করায়। পিত্ত আলোড়ন করিয়া উপস্থিত হইলে শরীরের দাহ, চক্ষু ও হস্ত পদাদিরজ্বালা, স্থানবিশেষে প্রদাহ, ক্ষুধামান্দ্য, মলমূত্রাদির হলুদবর্ণ, মূত্রকালীন জ্বালা, চক্ষুর ঈষৎ পীতাভ, ঘর্ম্মরোধ, দুষ্টক্ষুধা ইত্যাদি লক্ষণ সকল উপস্থিত করায়। কফ দূষিত করিয়া উপস্থিত হইলে শরীর অলস ও ভারবোধ, মাথাধরা, মাথার ভারিবোধ, অরুচি, বমন, তালু চন্‌চন্ করা, অধিক মল-ভেদ, মলমূত্রের বর্ণ শুক্লবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, সর্দ্দির অনুষ্ঠান, নিদ্রা ও তন্দ্রারভাগ অধিক ইত্যাদি লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে। ত্রিবিধ বা দ্বিবিধ প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হইলে, ঐ সকল লক্ষণাদির সমস্ত লক্ষণ অথবা দ্বিবিধ প্রকৃতিজাতলক্ষণ শরীরে প্রকাশ পায়।

এই সকল লক্ষণ মানবশরীরে প্রবিষ্ট লইলে তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে রোগের সংক্রামকাবস্থা আক্রমিত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, অতএব জানিয়া শুনিয়া সতর্ক ও চিকিৎসকের অধীন হওয়া কর্ত্তব্য। বমন ও বিরেচনাদিদ্বারা শরী-

রকে লঘু ও দোষ শূন্যকরা একান্ত আবশ্যক; বিবিধ ধারণীয় ও গ্রহণীয় ঔষধাদিদ্বারা শরীরকে আয়ত্তাধীন করিয়া উপায় থাকিলে স্থান পরিবর্ত্তন করিবে। মনকে দৃঢ় ও শরীরকে পবিত্র রাখিবে। আহার নিদ্রা ও বিবিধ ব্যভিচার সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবে। দৈবানুষ্ঠান ও শান্তি কার্য্যাদি করিতে অগ্রসর হইবে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সাত্বিক ক্রিয়ার অনুগামী হইবে। এই রূপ বিষ আক্রমণ হইতে হইতে যদি উক্ত প্রথমাবস্থায়ই বিষ নষ্ট হইয়া যায় তবে আর কোন ভয়ের কারণ নাই, নতুবা দ্বিতীয়াবস্থা আসিলে রীতিমত চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্টস্থানে পরিচার্য্যার অধীন থাকিতে হইবে। সে গৃহে পরিচারক ভিন্ন আর কাহাকেও যাইতে দিবে না; কদাচ স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিবে না। উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ও দৈবকর্ত্তা বা দৈবজ্ঞদিগের মতাবলম্বী হইয়া চলিবে। গৃহপ্রাঙ্গণ প্রতিষেধক দ্রব্যাদি দ্বারা পূর্ণ রাখিবে। পানাহার ও শয্যাসম্বন্ধে পরস্পর সতর্কতাবলম্বন করিবে। পরিবারগণ হইতে পৃথক্ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত যথানিয়ম ও যথাশাস্ত্রমত কার্য্য করিবে, আশা ও সাহসকে হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করিবে না, সর্ব্বদা মঙ্গলানুষ্ঠান, চণ্ডীপাঠ অথবা যাহার যে প্রণালীর ঈশ্বরচিন্তা আছে তাহার সূচনা করিবে। টবে করিয়া সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে তুলসী বৃক্ষ রাখিয়া দিবে, ধূপধুনাদির গন্ধ দিবে, গোময় ব্যবহার করিবে। পরিবারের আবাল বৃদ্ধ বনিতা অথবা প্রত্যেকেই নিত্যস্নায়ী হইবে, স্রোতোজলে স্নান করিবে। এইপ্রকার দ্বিতীয়াবস্থা কাটিয়া গেলে আর কোন ভয়ের কারণ নাই, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির লক্ষণ গুলিও অপসারিত হইবে; জ্বরের উচ্চতাও ক্রমশঃ হ্রাস

হইবে, যন্ত্রণাও হ্রাস হইবে ; যদি তাহা না হইয়া উক্ত লক্ষণাদির আরও প্রকোপ হয়, উপসর্গ সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল, মোহপ্রাপ্ত ও সংজ্ঞাশূন্য হইতে থাকে, রোগীর চক্ষু কোটরগতহয়, স্বর ভাঙ্গাভাঙ্গা হয়, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, চক্ষুর চারিপার্শ্ব কৃষ্ণবর্ণ রেখাদ্বারা আবৃতহয়, জিহ্বা ক্লেদপূর্ণ হয়, চক্ষুদ্ব'য় ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ রক্তশূন্যতা হয়, ব্রণস্থল উপ-সর্গ সমন্বিত হয়, হস্তপদাদিতে শোথের সঞ্চার হয়, অঙ্গুলীর অগ্রভাগের মাংসপেশীতে টোপ্‌সা খাওয়ার ন্যায় হয়, শরীর অবসন্ন বা শীতল ঘর্ম্মাক্ত হয়, বুকে শ্লেষ্মার আধিক্য হয়, চক্ষুতে ঘোর দৃষ্টি উপস্থিত হয়, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, পিপাসার আধিক্য হয়, কথা রুদ্ধ হইয়া যায়, নাড়ীর গতি স্থির থাকে না, ও ক্রমশঃ নাড়ীর গতি লুপ্ত হয়; এই সমস্ত লক্ষণ ও উপসর্গাদি ক্রমশঃ দ্রুতভাবে আবির্ভূত হইলে রোগীর তৃতীয়াবস্থা আসিয়াছে বলিয়া জানিবে। এই অবস্থা আসিলে রোগীর জীবনের জন্য আর আশা করা কর্ত্তব্য নহে। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগীর এই সাংঘাতিক তৃতীয়াবস্থা রোগা-ক্রমণের প্রথমাবস্থা হইতেই নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন।

—•—

# প্লেগ্ শান্তির ধূপ ও অভ্যঙ্গ।

প্লেগ বা মহামারী চতুর্দ্দিকে সংক্রামক হইলে নিত্য স্নানাভ্যাস ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া খালিপায়ে শ্যামল দুর্ব্বা-ক্ষেত্রে ভ্রমণ ও পুষ্পাদিচয়ন এবং ঋতুজাত সুগন্ধি পুষ্পাদি নির্ম্মিত মালা প্রস্তুত করিয়া তাহা গলায় ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকাল, সন্ধ্যা ও দুপ্রহর বেলাতে গৃহে চন্দনকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, দেব-দারুকাষ্ঠ, জাতিকাষ্ঠ, খাদিরকাষ্ঠ, আকন্দকাষ্ঠ, অগুরুকাষ্ঠ, কর্পূর, নিম্বকাষ্ঠ, নিম্বপত্র, গব্যঘৃত, রশুনেরখোলস, দশাঙ্গ, সর্পেরখোলস শ্বেতসর্ষপ, ধুনা, গুগ্গুল, পাথাটী ইত্যাদি একত্রিত করিয়া এই সকল বস্তুর ধূপ প্রদান করিবে। গন্ধকের চূর্ণ বা কর্পূরচূর্ণ হস্ত ও পদতলে মালিস করিবে। চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিবে না। কোথাও গেলে তথাহইতে আসিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ ও পদযুগল উৎকৃষ্টরূপ ধৌত করিয়া লইবে। বিশেষতঃ আহারের পূর্ব্বে শুচি হইয়া আহার করিবে। স্নানান্তে চন্দনানুলেপন এবং সুগন্ধি পুষ্পাদির আতর গ্রহণ করিবে। স্নানের পূর্ব্বে শরীরে মৃত্তিকা ও গোময় লেপন করিবে। পূর্ব্বলিখিত নবগ্রহের অভ্যঙ্গ যথা—রবি-বারে নিম্ব ও হলুদবাটা ; সোমবারে গিলা ; মঙ্গলবারে অনন্তমূল ; বুধবারে মেথি, দুর্ব্বা ; বৃহস্পতিবারে গোময়, তুলসীপত্র; শুক্রবারে গঙ্গামৃত্তিকা, শনিবারে আমলকী বা কাঁচাতেঁতুল পোড়া, অথবা তেঁতুলের পত্র কদলী পত্রে বাঁধিয়া অগ্নির আঁচে ঝল্সিয়া লইতে হইবে। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষিয়া তৈলাভ্যঙ্গের পূর্ব্বে বা পরে উত্তমরূপে গায়ে মাখিয়া স্নান করিবে, স্নানের জন্য সর্ষপ-তৈল প্রশস্ত মনে করিবে, উক্তৈল দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র, নাভিরন্ধ্র

কর্ণরন্ধ্র, নাসারন্ধ্র, গুহ্যরন্ধ্র, রোমকূপ সকল সংযুক্ত করিবে। শরীরের প্রত্যেক সংযোগ স্থানে সর্ষপতৈল প্রদান করিবে। স্ত্রী জাতির মধ্যে যে অলক্ত ও মেন্দিপাতা হস্তপদাদির তালুতে রঞ্জিত করিবার প্রথা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, তাহা প্লেগের পক্ষে অতীব শান্তিকর বলিয়া জানিবে। প্রতিদিন খালিপেটে কাঁচাহলুদ, বেতসবৃক্ষের কচি অগ্রভাগ, নালিতা পাতা ভিজান জল, আর্দ্রক, সৈন্ধবনুন, খতুহরীতকী ভক্ষণ করা অভ্যাস করিবে। নাল্‌তাপাতা, দূর্ব্বা, গোময় এই তিনটী বিশেষ প্লেগ নাশক: এই তিনটী স্নানের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ করিলে উত্তম হয়। যাঁহা-দিগের তাম্বূল ও চুরট ব্যবহার করিবার অভ্যাস আছে তাঁহারা এসময় কদাচ তাহা পরিত্যাগ করিবেন না।

বকুল, শিউলি, চম্পক, বক, বেল, পেযারা, নারিকেল, কদলী, অম্র, হরীতকী, আমলকী, চন্দন, তুলসী, অশোক, কচু, আকন্দ, অনন্তমূল, নিম্ব, বংশ, অশ্বথ, এই সকলবৃক্ষ বাটীতে রাখিবে। নিত্য এই সকল বৃক্ষজাত বায়ু সেবন করিবে এবং ইহার মূলে উপবেশন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে। এই সকল বৃক্ষজাত বায়ু সংযোগে তৈলাভ্যঙ্গের উপকারিতা অনায়াসে বোধহইবে এবং আভ্যন্তরিক সকল দোষকে অপহরণ করিবে।

—•—

# বঙ্গে তুলসীসেবী, গোময় ব্যবহার কারী ও তৈলাভ্যস্ত ব্যক্তির প্লেগ না হইবার কারণ।

বঙ্গদেশে গোময় ব্যবহার প্রণালী এবং শৈশব হইতে বাঙ্গালার তৈলাভ্যস্ত প্রথা প্রচলিত থাকায় বঙ্গে প্লেগ বিস্তার হইবার তত আশঙ্কা নাই। বাঙ্গালায় তুলসীসেবা বিশেষতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে যথেষ্ট পাটের আবাদ হেতুও প্লেগ বিস্তার না হইবার আর একটী কারণ আছে। বঙ্গ-পল্লীর ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মীরা প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়াই গোবর জলের ছড়া দিয়া থাকেন, গোবর দ্বারা ঘর লেপন ও উচ্ছিষ্ট উদ্‌যাপন তাঁহাদিগের নিত্য নৈমিত্তিক সংস্কারের মধ্যে গণ্য। পল্লী-কুল-বালারা মৃত্তিকা পবিত্রকরণবিষয়ে গোময় ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ জানেন না। অশুচি ও অপবিত্রাবস্থায় গোবর জল না পাড়িলে তাঁহাদিগের মন কেমন কেমন করিতে থাকে। গোবর সর্ব্বকর্ম্মেই তাঁহাদিগের ব্যবহার করা হয়, সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আজ এই উৎকৃষ্ট নিয়মটী ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; পিয়ার্সের সাবানে কুলনারীগণের সেই পবিত্র দিব্যজ্ঞানটী এবং দেহ ও গৃহ পরিষ্কারের উত্তম বস্তুটী এক প্রকার ভুলাইয়া দিল। এখন আর কোন রমণীই সাবান ছাড়িয়া খোল খাড় গায়ে মাখেন না; গোবর স্পর্শ করা দূরে থাক, দেখিলেই নাসাকুঞ্চিত করিয়া দশহাত তফাতে প্রস্থান করেন। আমাদিগের হিন্দু-শাস্ত্রে এই গোময়কে পরম উপকারী ও পবিত্র দ্রব্য বলিয়া

নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা ব্যবহারে মৃত্তিকাজাত বিষদোষ সকল নষ্ট হয়, প্রাণ নাশক কীটাণু সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ইহার ঘ্রাণে সর্প ও বিষাক্ত প্রাণী সকল ভয়ে পলায়ন করে, নানাপ্রকার পচা ও দুর্গন্ধের নিবারণ করে, বায়ুদোষ শোধন করে, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধি আদবে উপস্থিত হইতে পারে না এবং আসিলেও বিস্তৃত হইতে পারে না; বিলাতী পরীক্ষায় এই গোময়ে কার্ব্বলিক এসিড পাওয়া যায়, সুতরাং কার্ব্বলিক এসিডও যে সভ্য বৈজ্ঞানিকদের একটী উৎকৃষ্ট বিষনাশক ও সংশোধক পদার্থ তাহা সকলেই অবগত আছেন। যদি বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মৃত্তিকা হইতেই এই প্লেগবিষ উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়, তখন গোময় জল প্রক্ষেপ করিয়া সেই বিষের শক্তিকে নষ্টকরা অযৌক্তিক উপায় নহে। আবার গোজাতির গন্ধ, শব্দ, ও স্পর্শ হইতেও অনেক উপকার আছে; তদ্দ্বারা প্লেগবিষ সংক্রামক হইতে পারে না। অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপও মরকে পরিণত হইতে পারে না; গোজাতির হাম্বারবে অপকীটাণু সকল মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, আকাশ ও বায়ুজাত দোষ সকলকে নষ্ট করে, এহেন উপকারী গবাদিজন্তুকে অবশ্য সকলেরই গৃহে গৃহে পালন ও পোষণ করিয়া তাহাদিগের সংশ্রবে বাসকরা একান্ত সঙ্গত; যাহার দুগ্ধে বল ও প্রাণ রক্ষা হয়, যাহার মলমূত্রে প্রাণ রক্ষা হয়, যাহার রবে ও গন্ধে প্রাণরক্ষা ও দেহপবিত্র হয়, এহেন জীবনদায়ী পশুকে না যত্ন করে কে? এই জন্যই হিন্দুসন্তানেরা গোজাতিকে মাতা ও দেবতা বলিয়া পূজাকরিয়া গিয়াছেন, এই জন্যই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বাল্যাবস্থায় গো লীলার দৃষ্টান্ত জগতকে দেখাইয়া গিয়াছেন।

বঙ্গবাসী শৈশব হইতে আর একটী বিষনাশক পদার্থ দেহে প্রয়োগ করিয়া থাকে, এই পদার্থ খাটি সরিষার তৈল; ইহাদ্বারা কৃমি, কীট, বিষ, ক্লেদ সকল আশু বিনষ্ট হয়, দেহ নির্ম্মল ও লোমকূপ সকল পরিষ্কার হয়; শরীর শীতল ও জ্বালা যন্ত্রণা সকল দূর হয়; বাঙ্গালী শিশুকাল হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিত্য এই তৈল আহারে ও অভ্যঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা আয়ু, আরোগ্য ও জীবনী শক্তির বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; শ্লেষ্ম-জনিত রোগ সকল ও ভূমিদোষ নষ্ট করে; সহজে কোনপ্রকার রোগের আক্রমণ হইতে পারে না, স্থলজ জলজ ও বায়ুজ কোন প্রকার দোষ দেহে আসিতে পারে না, ভূত, প্রেত, কৃমি, কীট, সর্ষপ তৈলাক্তাঙ্গ ব্যক্তিকে দেখিয়া দূরে পলায়ন করে; এজন্য অস্মদ্দেশীয় ভৌতিক চিকিৎসক রোঝাদিগের সর্ষপ বড় আদরের বস্তু; রোঝারা সর্ষপ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুদ্বারা ভূত তাড়াইতে পারে না; সুতরাং যে সর্ষপ দ্বারা ভূত তাড়িত হয়, তাহার সারাংশ তৈলদ্বারা ভূতাণু-বিকৃতিজনিত প্লেগও যে তাড়িত হইবে তাহার সন্দেহ কি? নিত্য সর্ষপতৈল ব্যবহার করিলে চর্ম্ম-দৃঢ় ও চাক্‌চিক্যশালী হয়, গায়ে দুর্গন্ধ থাকে না; আয়ুর্ব্বেদমতে সর্ষপতৈল দ্বারা নিত্য কুল্‌কুচা অভ্যাস করিলে কখনও দন্তের পতন হয় না, কখনও দাঁতে পোকা জন্মে না। আজকাল কালের মহিমায় খাটিসরিষার তৈল পাওয়া বড় দুষ্কর, বাঙ্গালি আহারে ও অভ্যঙ্গে নিত্য এই তৈল ব্যবহার করিয়া যে উপকার প্রাপ্ত হয়, তৈলের কৃত্রিমতা হেতু সচরাচর তাহার বিপরীতফল দৃষ্ট হয়, অতএব খাটি সর্ষপতৈল ভিন্ন মিশ্রিত কৃত্রিমতৈল ব্যবহার একান্ত নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বকালে হিন্দুমাত্রেই ঘরে ঘরে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিতেন। যে গৃহে তুলসী বৃক্ষ থাকিত না তাহাকে শ্মশানতুল্য জ্ঞান করিতেন। আজকাল সভ্যতার প্রকোপে এই বৃক্ষটীও প্রায় গৃহে জন্মে না জন্মিলেও অন্যান্য তরু গুল্মের ন্যায় বা সুদৃশ্য ক্রোটনের ন্যায় বাবুর টপ শোভা পায় না; বাগানের মালীর হস্তে অন্যান্য বাজে জংলি গাছের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগ্রন্থে তুলসীবৃক্ষ স্বয়ং বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; তজ্জন্য তুলসী পূজা, তুলসী সেবা, তুলসীর মন্ত্র, তুলসীর স্নান, তুলসীমূলে নিত্য নৈমিত্তিক দীপদানপ্রথা আজও এদেশে হিন্দু মাত্রেই প্রচলিত আছে। কোন বিশেষ স্বর্গীয় উপকার না থাকিলে যে হিন্দুসন্তান পুরুষ-পরম্পরা এহেন বৃক্ষের পূজা করিয়া থাকেন এবং ঋষিরা প্রাণখুলিয়া ইহার স্তব স্তুতি লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। যে বৃক্ষের নিকট সর্ব্বদাই শুচি ও পবিত্র হইয়া গমনাগমন বিধিবদ্ধ, যাহার সেবা শুশ্রূষায় প্রাণ মন কৃতার্থ, যাহার দর্শন স্পর্শনে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারিত, তাহার প্রসাদও যে অনন্তগুণাত্মক ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

সভ্য পণ্ডিতেরা ইহার আর একটি গুণ দেখিয়াছেন মেলেরিয়া নাশক অর্থাৎ যে বাড়ীতে অধিক তুলসী গাছ ছিল সে বাড়ীতে বড় ম্যালেরিয়া হয় নাই; কিন্তু তাঁহারা স্থূলচক্ষে আর কোন মহৎগুণ দেখিতে পান নাই; কিন্তু সূক্ষ্ম অনুসন্ধান দ্বারা জানাযায় যে এই বৃক্ষে সাক্ষাৎ ঐশীশক্তি বর্ত্তমান আছে; এই বৃক্ষের সংস্পর্শে মনোবৃত্তির সাত্ত্বিকভাব, পাপ সকলের ধ্বংস, বিবেক বৈরাগ্যের উদ্রেক, কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়-বিকারের সমতা, জ্বরাদি

সংক্রামক রোগের বিনাশ, ইত্যাদি নানাপ্রকার অমৃতগুণ-সংযোজনী মহতী উপকারিণী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই তুলসীবৃক্ষ পৃথিবীতে মৃতসঞ্জীবনীসদৃশ উপকারী হইয়া মনুষ্যাবাসকে নিষ্পাপ ও অমৃতময় করিয়া থাকে; ধর্ম্ম ও আয়ুঃ-কামী মনুষ্য নানাপ্রকার ভৌতিক ভয়-বিভীষিকা হইতে রক্ষিত হইবার জন্য তুলসী বৃক্ষ গৃহ-প্রাঙ্গণে রক্ষা ও শাস্ত্রানুসারে তাহার সেবা ও পূজায় নিবিষ্ট থাকিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই মহামারীভয় আর সে দেহে বা সে গৃহে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না।

—•—

## প্লেগ্ শঙ্কায় কিরূপ ধাতুপাত্র ও কিরূপ বসন-ভূষণ ব্যবহার আবশ্যক।

গ্রহ পীড়িত, ব্যাধিপীড়িত ও মহামারী তাড়িত ব্যক্তিগণের ধাতু পাত্রাদির ব্যবহার নিতান্ত নিষিদ্ধ। স্বর্ণভিন্ন যে কোন ধাতু হউক তন্নির্ম্মিত পাত্রাদিতে খাদ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ ও পানীয় জল পান অথবা তাহাতে রন্ধন করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। ধাতু সকল পার্থিব উপাদানে গঠিত; পৃথিবীতে যেরূপ বিষ সঞ্চয় হয়, ধাতু ইত্যাদিতেও সেইরূপ সঞ্চয় হইয়া থাকে; মনুষ্য-শরীরে যেরূপ ক্লেদ ও ঘর্ম্ম হয়, প্রত্যেক ধাতুতেই সেইরূপ ক্লেদ ও ঘর্ম্ম হইয়াথাকে; পান ভোজন সংযোগে তাহা দেহস্থ-রক্তে সঞ্চিত হইলে নানা দুরারোগ্য রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে; আবার কোন কোন ধাতু শরীরের পক্ষে বিষের কার্য্য করে,—

যেমন পারদ, তাম্র, রৌপ্য ইত্যাদি। এ কারণ প্রস্তর নির্ম্মিত নানা প্রকার বাসন পাত্রাদি আহার ও পানার্থে সকলের পক্ষেই ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক; অবস্থা বিশেষে তাহা দুষ্প্রাপ্য হইলে কদলী ও কাচ পাত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রন্ধনের আবশ্যকীয় বাসনাদি মৃণ্ময় হইলেই উত্তম হয়। কিন্তু মৃণ্ময় ও কাচপাত্রাদি নির্ম্মিত বাসন কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, উহা নিত্য জলে ধৌত ও রৌদ্রে শুষ্ক হওয়া আবশ্যক।

প্লেগের আশঙ্কায় ধাতুপাত্র মৃত্তিকা ও তেঁতুল দ্বারা প্রতিদিন উত্তমরূপে মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। মার্জ্জিত ধাতুপাত্র সকল গৃহের উঠানে কোন উচ্চস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি নিত্য শুষ্ক করিবে, উত্তমরূপ শুষ্ক করা হইলে কর্পূর মিশ্রিত জলে ধৌত করিয়া আবশ্যক হইলে ব্যবহার করিবে। ধাতুপাত্র ব্যবহার হউক বা না হউক নিত্যই মার্জ্জন করা আবশ্যক। পয়সা, আধুলি, সিকি, দোয়ানী, টাকা, ইহাও বাহির হইতে আসিলে কর্পূরজলে বা গোময় জলে ধৌত করিয়া গৃহে লওয়া আবশ্যক, নতুবা সাধারণ কর্ত্তৃক সংস্পর্শ দোষে প্লেগবিষ উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়। নিজ বাটী ভিন্ন অন্য বাটীর কূপ বা জলাশয়ের জলগ্রহণ কিম্বা বাসন পাত্রাদি গ্রহণ একান্ত নিষিদ্ধ, ইহাতেও সংক্রামক রোগ উপস্থিত হয়।

ধাতুপাত্রের ন্যায় স্ত্রীজাতির অলঙ্কারাদিও ঐ প্রকার সাবধান ও সতর্ক রূপে ব্যবহার করা আবশ্যক, প্রতি সপ্তাহেই নিত্য ধারণীয় ভূষণাদি মার্জ্জন করিয়া পরিষ্কার ও কর্পূর বা গোময় জলে ধৌত করিয়া ধারণ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতির নাসিকা, কণ্ঠ ও কর্ণে স্বর্ণ রক্ষা করা বিশেষ উপকারক; প্লেগ বিস্তার

হইলে স্ত্রীজাতি কখনও আভরণ পরিত্যাগ করিবেনা। সুবর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদি নির্ম্মিত আভরণ স্ত্রীজাতির পক্ষে অতীব পবিত্র ও লক্ষ্মীশ্রী সম্পাদক, এতদ্দ্বারা যে কেবল শোভাসম্পাদন করে তাহা নহে; বাত-পিত্ত-কফাদির সমতাকারক, দোষনাশক, তাড়িত সংযোজক, বিষাপহারক এবং নানাপ্রকার ব্যাধি সম্বন্ধে উপকারক হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা গ্রহশান্তি হইয়া থাকে, সাময়িক সঞ্চিত দোষ এবং স্ত্রীজাতির নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্জাত শোষক তাড়িতকে পরিশুদ্ধ করিয়া পুরুষের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। নানাবিধ অলঙ্কার বস্ত্রাদি ধারণ করিলে বহিঃস্থ দোষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না; ভূত বা পাপযোনি সকলের দৃষ্টিতে আসিতে পারে না। এইজন্য অস্মদ্দেশে পূর্ব্বকাল হইতেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই অলঙ্কার ও মণিরত্নাদি ধারণ প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

দেশে মহামারী বা প্লেগের আবির্ভাব হইলে মুক্তা ও প্রবাল কর্ণে ও কণ্ঠে ধারণ করিবে, হীরক, বৈদূর্য্য, হস্ত ও বক্ষে ধারণ করিবে; সুবর্ণ ও হীরক নির্ম্মিত বালা, মাণিক্য বা প্রবাল ও মুক্তা নির্ম্মিত কণ্ঠহার, কর্ণে ও নাসিকায় মুক্তা নির্ম্মিত দুল, মস্তকের খোপায় কেবল মাণিক্য নির্ম্মিত আভরণ ব্যবহার করিবে। অঙ্গু-লীতে হীরক বা নীলমণি দ্বারা অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে; কোমরে সুবর্ণ, তাম্র বা সিসার দ্বারা কোন যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া আভরণ স্বরূপ রাখিবে। ইহা দ্বারা চতুর্দ্দিক ব্যাপিত দোষ শরীরে আকর্ষিত হইতে পারিবে না, স্ত্রীজাতির পদে সুবর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত নূপুরধ্বনি হইলে কোন কীটাণু বা অন্য দোষের সংস্পর্শ হয় না।

প্লেগ চতুর্দ্দিকে সংক্রামক হইলে স্ত্রীজাতিরা লোহিত বা সোণালী রঙ্গের বস্ত্র ব্যবহার করিবে; কার্পাস নির্ম্মিত, বস্ত্র অপেক্ষা রেসমের বস্ত্র ব্যবহার করা বিশেষ সঙ্গত। মলিন বা অপবিত্র বস্ত্র স্ত্রী পুরুষ কাহারও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নয়; অপরের পরিধান করা বস্ত্র, অপর স্থান হইতে ভ্রমণ করিয়া আসা বা আনিত বস্ত্র বা, রজকালয়ের বস্ত্র, ধৌত না করিয়া কদাচ পরিধান করিবে না। কৃষ্ণ বর্ণের বস্ত্র, নীলবর্ণের বস্ত্র, পীড়িত গৃহে অবস্থিত বস্ত্র ও মলিন বস্ত্র, ব্যবহার করিলে প্লেগ বা মহামারী আক্রমিত হওয়া নিতান্ত সম্ভব। পুরুষজাতির পক্ষে গৈরিক ও পীতবর্ণের বস্ত্র, গরদ অথবা কার্পাসনির্ম্মিত শুভ্রবস্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভোজনান্তে, মল মুত্র ত্যাগান্তে,অন্য বস্ত্র পরিধান একান্ত আবশ্যক। কাহারও বস্ত্র বা গামোছা অথবা কাহারও পরিচ্ছদ অন্য কাহারও ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঘর্ম্মাক্ত বা ক্লেদযুক্ত জামা ও গাত্রবস্ত্র তৎক্ষণাৎ ধৌত করা কর্ত্তব্য। বাসনাদি কর্পূরজলে ধৌতকরা একান্ত কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতির পক্ষে নিত্য শঙ্খ, সিন্দুর, লৌহ, ও তাম্বূল ব্যবহার অতি কর্ত্তব্য। খোলা চুলে সকাল, সন্ধ্যা ও দুপ্রহরে কোথাও গমন করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ শনি মঙ্গল ও রবিবারে সর্ব্বদা চুল বন্ধন করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য। নিত্য মস্তক ও চুলে তৈল প্রদান করা কর্ত্তব্য, উক্ত তৈলমধ্যে কিঞ্চিৎ কর্পূর সংযোগ করা অতি আবশ্যক। যেখানে সেখানে বস্ত্র হইতে সুত্র, মস্তক হইতে কেশ, অঙ্গুলি হইতে নখ, এবং ধান্য হইতে তুষ প্রক্ষেপ কর্ত্তব্য নহে। নিত্য হলুদবাটা, গোময়, খৈল, মাথায় মাখিয়া স্ত্রীজাতির স্নান করা কর্ত্তব্য। অলক্ত, ওষ্ঠ-রাগ ও দন্তধাবন

একান্ত আবশ্যক। পুরুষের অগ্রে, শুকতারা উজ্জ্বল থাকিতে থাকিতে, স্ত্রীজাতির শয্যাত্যাগ ও গৃহকর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক; সন্তান পালন, রন্ধন ও বিবিধ গৃহকর্ম্ম স্ত্রীজাতির তত্ত্বাবধানে হওয়াই শাস্ত্রও যুক্তিযুক্ত।

যাহার যে গ্রহাশ্রিত প্রকৃতি তাহার পক্ষে সেই গ্রহানুমোদিত বর্ণের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা যুক্তিসম্মত। রবিগ্রহের প্রকৃতির পক্ষে লালবর্ণের বস্ত্র, চন্দ্রপ্রকৃতির গোলাপীবর্ণের বস্ত্র, বৃহস্পতি গ্রহের গৈরিক বা পীতবস্ত্র, শুক্রগ্রহের শুভ্র ধবলবর্ণের বস্ত্র, শনিগ্রহের নীলবর্ণের বস্ত্র, রাহুর কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র, কেতুর ধূসরবর্ণের বস্ত্র, সর্ব্বদা স্ত্রী পুরুষের উভয়ের পক্ষেই একান্ত ব্যবহার আবশ্যক। তন্মধ্যে কফ প্রকৃতির লোক শুভ্রবর্ণের বস্ত্র, গোলাপী বর্ণের বস্ত্র; পিত্ত প্রকৃতির লোক পীতবর্ণের বস্ত্র, হরিত বর্ণের বস্ত্র ও লোহিতবর্ণের বস্ত্র; বায়ু প্রকৃতির লোক নীল, কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণের বস্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহার করিবে। প্রকৃতি বিচার করিয়া বর্ণানুসারে বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য সম্পাদিত হয়, কোন প্রকৃতিই কুপিত হয় না অথবা কোনপ্রকার ব্যাধি পীড়া বা গ্রহদোষ হইবার আশঙ্কা থাকে না। নিত্য প্রকৃতি-মার্গে সংমিশ্রণশীল মানব কখন দুঃখ বা ভয়ের বশীভূত হয় না; যাঁহাদিগের প্রকৃতির সহিত অভেদমিশ্রণ প্রকৃতিই তাঁহাদিগের দেহ মনকে রক্ষা করিতে থাকেন; প্রকৃতিই তাঁহাদিগকে অমৃত আনিয়া দেন; যাহারা শীত, গ্রীষ্ম, শিশির, বর্ষা, রৌদ্রকে ভয় করে, যাহারা বিষম প্রকৃতিগত বর্ণ, খাদ্য, ঔষধ ও বসনভূষণাদি ব্যবহার করে, তাহারা প্রকৃতি হইতে বিষ বা বিষম দুঃখলাভ করে, প্রকৃতি

তাহাদিগের পক্ষে আপনি বিকৃত হইয়া মৃত্যু বা মহামারীর কারণ হয়।

—০—

# গৃহে কিরূপ পশুপক্ষ্যাদি থাকিলে প্লেগ হয় না।

যাহার বাটীতে অধিক সংখ্যক গাভী আছে, সে বাটীতে সচরাচর প্লেগ হয় না। যে বাটীতে মেষ, মহিষ, হরিণ ও অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার গৃহে বানর ও নকুল দৃষ্ট হয় সে বাটীতেও মহামারী বৃদ্ধি হয় না; যে বাটীতে বাস্তসর্প ও মূষিক-সকল নিরুপদ্রবে ও নিরোগে বিচরণ করে সে বাটীতেও প্লেগ হয় না।

গর্দ্দভের দুগ্ধ পান, গর্দ্দভগৃহে থাকা হেতু, অস্মদ্দেশে বসন্ত রোগ প্রকোপ না হওয়ার যে কথা প্রচলিত আছে এবং যক্ষ্মা-রোগীর গৃহে ছাগল পালন এবং তাহার দুগ্ধাদি সেই রোগীকে পান করার জন্য যে উপকার নির্দ্দিষ্ট আছে, পরীক্ষা দ্বারাও তাহার সত্যতার বিষয়ে উপলব্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু প্লেগের আধিক্যে যদিও কোন পশু পক্ষী সম্বন্ধে গুণাগুণ এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করা হয় নাই, তথাপি গোজাতির উপকারিতা সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে তদীয় মল মূত্রাদির সংক্রামকতা দোষ-হারক গুণ দৃষ্টে নিশ্চয়ই মহামারী সংশমক বলিয়া বোধ হয়।

পক্ষীজাতির মধ্যে রাজহংস ও সারস অত্যন্ত উপকারী, ইহাদিগের শব্দ জল ও বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে। হরি-

দের ও নকুলের দৃষ্টি মঙ্গলপ্রদ। পারাবত ও ঘুঘুর শব্দ মহামারী বর্দ্ধক। শৃগাল, কুকুর, বিড়ালের বিকৃতশব্দ মহামারী জনক। গো মহিষাদির প্রশান্ত দৃষ্টি ও গাত্রগন্ধ বিষ নাশক।

কুকুর জাতির দৃষ্টি অগ্নিমান্দ্যকর, সুতরাং আহারকালীন মনুষ্যের নিকট রাখা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিড়ালের দৃষ্টি পরিপাকশক্তিকে বর্দ্ধন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার লাঙ্গুল স্পর্শ করা অমঙ্গলপ্রদ। গর্দ্দভের শব্দ অতি অমঙ্গলজনক, কিন্তু তাহার দুগ্ধ ও গাত্রগন্ধ বসন্তরোগ নাশক। ময়ূর, বৃষ ও ঘোটকের শব্দও শত্রুর আতঙ্কজনক। পেচক, টিক্‌টিকি ও কাকের শব্দ সময় ও কার্য্যবিশেষে মঙ্গল ও অমঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে। পিপীলিকা, আরসোলা গৃহস্থের পক্ষে পরমোপকারী, ইহারা পৃথিবীর অনেক দোষ নষ্ট করে।

—•—

## বিউবোণিক প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, এই তিনের মধ্যে কোনটী বহুব্যাপী ও সংক্রামক।

আসামে কালাজ্বর; বঙ্গে বসন্ত, ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়া এবং চীনে ও ইউরোপ অঞ্চলে প্লেগ অত্যন্ত সংক্রামক ও বহুমারক হইয়া থাকে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে রোগের বৃদ্ধি, সংক্রামকতা ও বহু বা স্বল্পমারক হইয়া থাকে। কলেরা বসন্তকে সামান্যতঃ এ দেশের লোক মারিভয় বলিয়া থাকে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ভারতের চতুর্দ্দিকে যখন যে প্রদেশে

প্রবল হয়, তখন সেই সেই স্থান প্রায় লোকশূন্য করিয়া যায়। তন্মধ্যে বঙ্গভূমিতে ম্যালেরিয়া কলেরার আধিক্য ও রাজপুতনা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বসন্তের প্রাদুর্ভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হয় যে তাহা ভাবিলেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে। এ পর্য্যন্ত কোথাও এই মহামারী সকলের প্রকৃত চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নাই। ভবিষ্যতে যে আর কখন হইবে কি না তাহাও জানা যায় নাই। ভারতের লোকে এই কতিপয় মহামারীকে এক প্রকার দৈব প্রেরিত বলিয়াই অবগত আছে, দৈব যে স্থানে কুপিত সেই স্থানেই এই সকল ব্যাধিজনিত লোকসংহার হয় ইহাই লোকের বিশ্বাস, তজ্জন্য স্থানে স্থানে ওলাদেবী, শীতলা ও জ্বরাসুর নামে কতকগুলি পূজা পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। মনুষ্য বিশ্বাস ও ভক্তিবলে ঈশ্বর-নামকীর্ত্তন ও ভগবানকে আহ্বান করিয়া উপস্থিত মারিভয় হইতে নিস্তার পায়; এতদ্ব্যতীত কালীপূজা ও মনসাপূজা এ দেশে হইয়া থাকে; প্রবাদ আছে কার্ত্তিক মাসে যমের চারি দ্বার খোলা থাকে, সেই সময় এই দেশে কালীপূজার ব্যবস্থাও নির্দ্দিষ্ট আছে বর্ষাকালে সর্পভয় অধিক, তজ্জন্য নিম্ন বঙ্গে মনসাপূজার বিশেষ আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মহামারী জল বায়ু পৃথ্বী এবং সূর্য্যরশ্মি দূষিত হইয়া মনুষ্যকে ঋতু ও কাল বিপর্য্যয়ে প্রকৃতি বিপর্য্যয় করিয়া আক্রমণকরে। মনুষ্যসকল আয়ুঃসত্বেও অকালে কালগ্রাসেপতিত হয়, কারণ এই সকল এত গুরুতর ও আশু কার্য্যকারী হয় যে চিকিৎসা বা চিকিৎসক ডাকিবার পর্য্যন্ত সময় থাকে না।

# প্লেগ আক্রমণে ত্রিবিধ শান্তি ও গ্রহানুমোদিত ধারণীয় দ্রব্য।

প্লেগের সংক্রামকতা নিবারণ জন্য হিন্দুশাস্ত্রে ত্রিবিধ শান্তির বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পৃথিবীর স্থান বিশেষে গ্রহ বিরুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রাদির আকর্ষণ বিকর্ষণের অসম সম্বন্ধ ঘটাতে মানবশরীরে তাহার আংশিক সম্বন্ধ জনিত পরিবর্ত্তিতাবস্থা আনিয়া দেয়, সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইতে আভ্যন্তরিক প্রকৃতিগত বিকৃতি সাধিত হয়, তৎসহ বাহ্যপ্রকৃতির কোন অনুকূল ক্রিয়া না থাকা হেতু সহজে মনুষ্য সংক্রামক মহামারীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তাহার নিবারণ জন্য গ্রহ ও প্রকৃতি বিশেষে কোন বস্তু ধারণ, কোন কোন ক্রিয়ার অভ্যাস সাধন এবং গ্রহানুমোদিত হোমাদি শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করণ, এই ত্রিবিধ শান্তির প্রয়োজন হয়।

ধারণ শান্তি, মনুষ্যের ন্যায় বস্তুবিশেষেও গ্রহের সমগুণানুযায়ী আকৃষ্টতা ও নৈকট্য সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়; যে গ্রহের যে বস্তু, যে বস্তুর যে গুণ অথবা তৎসময়ে গ্রহের যে গুণ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই সেই বস্তু ধারণ করিলে,—সেই সেই গ্রহ-তাড়িত মানবশরীরে সংযুক্ত হইয়া, দেহকে নির্দ্দোষ, শক্তিসম্পন্ন ও আরোগ্য করিয়া থাকে এবং মহামারী-জনিত আণুবিক সংশ্রব হইতে পৃথক্ করিয়া থাকে। ইহাকেই ধারণীয় শান্তি বলা গিয়া থাকে। জগতের পৃথক্ পৃথক্ বস্তুদ্বারা দেহের তাড়িত ও গুণাগুণ সংশোধনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই শান্তি

সময় বিশেষে ও ক্ষেত্র বিশেষে মহা উপকার সাধন করিয়া থাকে।

আবার কোন ক্রিয়ার অভ্যাস বশতঃও স্বভাবিক দোষের সমতা প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে এক মানবদেহের মধ্যেই অনন্ত শক্তির সমষ্টি সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই শক্তি সমষ্টি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, জড়জগতের অনেক বাহ্য শক্তিকে পরাস্ত করা যায়, অনেক বাহ্য পরমাণুকে রূপান্তর করা যায়, এবং অনেক বাহ্য বিষাক্ত পদার্থকে পরিপাক করা যায়; এই সকল শক্তি মার্গানুষ্ঠিত ক্রিয়ার দ্বারা আভ্যন্তরিক জড়শক্তির বিরুদ্ধে অদৃষ্টফলকেও পরাস্ত করা যায়। মনুষ্য ইচ্ছাধীন জীবনীশক্তি লাভ করিতে পারে ও অলৌকিক আরোগ্যশক্তি প্রাপ্ত হয়। এই সকল প্রাকৃতিক সংগ্রামানুষ্ঠিত শারীরিক মানসিক ক্রিয়াকেই যোগক্রিয়া বলিয়া থাকে। এই যোগমার্গ অতি দুরূহ, উৎকৃষ্ট গুরুর অভাব ও অভ্যাসের দোষ হইলে এই ক্রিয়াপথে মনুষ্য সহজে অগ্রসর হইয়া শান্তি-লাভ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞ, নিশ্চিন্ত ও সংযমী মনুষ্যই এই ক্রিয়াযোগ আশ্রয় করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। ক্রিয়া-যোগী না হইলে তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায় না, তত্ত্বজ্ঞানী না হইলে ভূতাদির সাময়িক অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারে না; সে পরিবর্ত্তন না বুঝিলেই ব্যাধি, পীড়া, রোগ, শোক, মৃত্যু, মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই প্রকারে আক্রান্ত হইলে আর কোন উপায় থাকে না।

তৎপর হোমাদি ইহাপেক্ষাও উচ্চতর মানসিক শান্তির বিষয় বলা যাইতেছে; এই শান্তি সকল শান্তি অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠতর, মনুষ্যের প্রবৃত্তিগত উৎকর্ষতাজনিত ক্রিয়াই এই শান্তির মূল, দেহস্থ আধ্যাত্মিক চৈতন্যাধিষ্ঠিত ঐশীবলই এই মহাশান্তির সহকারী,—সেই বল মনুষ্যের যোগক্রিয়ার উৎকর্ষতা হইতে জীবাত্মার মূলে অধিষ্ঠিত হইয়া অলৌকিক মনের শক্তিতে কার্য্য করিয়া থাকে। হৃদয়স্থিত এক শক্তিই অনন্ত গুণাত্মিকা হইয়া অনন্ত শক্তির সহিত মিশ্রিতা হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা সকল শক্তিকেই ইচ্ছানুযায়ী এক দেশাভিমুখী আকর্ষণ করিতে পারেন। এই মহান্ আত্ম-চৈতন্য-শক্তি বাহ্যক্রিয়া সাধনের চরম, ইহাদ্বারা জড়জগতের যাবতীয় পদার্থে চৈতন্যসম্পাদন করাইয়া তদ্বলে স্বীয় দেহ ও প্রাণের পোষণ বা জগতের পোষণ করিতে সমর্থ হয়েন। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র ও হোমাদি সেই ক্রিয়ার বাহ্যিক উপাদান; ধ্যান, ধারণা, ন্যাসাদি প্রাণায়াম তাহার সাধনোপায়।—এতদ্দ্বারা সূক্ষ্ম শক্তিকে চালনা করা যায়; আত্ম চৈতন্যশীল যোগী,— আকাশ মহাভূত আশ্রিত শব্দের বীজ মূলমন্ত্রকে চৈতন্য করিয়া তদ্দ্বারা সকলের প্রাণ বা মূলশক্তিকে নিকটে আনাইতে পারেন এবং সকল পদার্থেই আত্ম যোগ করাইয়া স্বকার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন; যোগিগণ ইহার বলেই জড়জগতের সহিত কথা বলিতে পারিতেন এবং জড় প্রতিমাদিতে ঐশীশক্তি নিয়োজিত করিতে পারিতেন। আর এই প্রক্রিয়া মূল দ্বারাই গ্রহশান্তি, ব্যাধি শান্তি ইত্যাদি যাবতীয় দৈব শান্তিকার্য্য সাধন করিয়া অমোঘ ফল প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু এ প্রকার আত্মচৈতন্যশীল মানব পৃথিবীতে আজকাল অতি স্বল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং এ প্রকার উচ্চ প্রকরণের শান্তিও আজ কাল লক্ষিত হয় না,—তবে অস্মদ্দেশে পূর্ব্বকালের

বিধানানুসারে যাহা প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্তই মূল ও প্রাণহীন, কেবল হোমাদি ক্রিয়া মাত্রই সার, ফলে কিছুই দেখা যায় না। তাই এ সমস্ত কলিকালে কেবলমাত্র ইহারই উপরে নির্ভর করিয়া থাকা সঙ্গত নহে। তবে দৃঢ়তর বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্যের ফল স্বতন্ত্র, তদ্দ্বারা মনুষ্যদেহে অনেক অলৌকিক মহাফল ফলিয়া থাকে, অনেক অসাধ্যসাধন দৃষ্টিগোচর হয়; তাহার প্রমাণ তারকেশ্বরাদি স্থানে হত্যাদিয়া কত ব্যক্তি কত প্রকার অলৌকিক দৈবশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আবার ঐ প্রকার দৈবাদির অসম্মানে কত দেশ রসাতলে গিয়াছে, কত মানববংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে। কতজনপদ মহামারী আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে বায়ুধারণ, ধূপ ও পরিচ্ছদাদির বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং চণ্ডীপাঠ পূজা হোমাদি সাত্ত্বিক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, মহামারী বিস্তারে উৎকৃষ্ট ক্রিয়াবান লোকের দ্বারা সেইগুলি যথানিয়মে কার্য্যে পরিণত করিবে এবং স্বয়ং পবিত্র ও সংযমাত্মা হইয়া নিত্য জপ, আহ্নিক, সন্ধ্যা, বন্দন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, আসন ও আহার বিহারাদিতে চিত্ত নিবিষ্ট করিবে। আপনার শরীর ও আত্মা বিকৃত স্বভাবের বাহিরে থাকিলে ও মন শ্রেষ্ঠ ঐশীশক্তিতে লিপ্ত থাকিলে যতদূর প্লেগ বা মহামারীর বিভীষিকা হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, এতদূর আর কিছুতেই নয়।

# প্লেগবিভ্রাটে নানা বিভ্রাট।

এক প্লেগ বিভ্রাটে ভারতে নানা বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এই বিভ্রাট আরও কিছুকাল স্থায়ী হইলে, দেশে আরও ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হইবে। রাজা প্রজা কাহারও মনে সুখ থাকিবে না। স্থানে স্থানে ঘোর অশান্তি ও মহাপ্রলয় সাধিত হইবে। একে প্রাণ লইয়া টানাটানি, তদুপরি ধন. মান, সর্ব্বস্বই টানাটানির মুখে পড়িবে। প্রজার সুখ-স্বচ্ছন্দতা এককালে তিরোহিত হইবে, সুখের রাজ্যশাসন চির বিদায়গ্রহণ করিবে, এ রামরাজ্যে সুখে শূন্য আকাশের বক্ষে নিদ্রা যাওয়া আর এ দেশে থাকিবে না। যিনি যেখানে যাইবেন প্রাণ হাতে লইয়া যাইবেন। ক্ষুদ্র হইতে মহৎ স্তম্ভ পর্য্যন্ত দোলায়মান হইবে, ভয় বিভীষিকায় চতুর্দ্দিক বিস্তীর্ণ হইবে। কেহ কাহারও মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবে না। রাজার উচ্চ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। রাজকর্ম্মচারিগণ স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায়দর্শী রাজার সম্মান নষ্ট করিবেন, সংসারে কেহ তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না, সকলেই যমদূতের মত তাঁহাদিগকে দৃষ্ট করিবে। তাঁহারা পরস্পরের সহানুভূতি হারাইবেন, প্রত্যক্ষে নাহউক্, অপ্রত্যক্ষে জগৎ তাঁহাদিগকে দোষী করিবে।

এই প্লেগবিভ্রাটে বাণিজ্য বিভ্রাট ঘটিবে, বাণিজ্য দ্রব্য সকলের আমদানী রপ্তানী বন্ধ হইবে। উৎপন্ন বস্তু সকলের সরবরাহ এককালে থাকিবেনা। মহাজনেরা হস্ত সঙ্কোচ করিবেন। অর্থের ঘোর অনটন হইলে, রাজস্বের ঘোর ক্ষতি

হইবে। বজেটের খাতায় অভাব পড়িয়া যাইবে। সকলেই ভয়ে স্ব স্ব রক্ষায় মন দিতে থাকিবে। বিনিময় বিভ্রাটে মধ্যবিদ্ ও গরীব প্রজাগণের কষ্টের অবধি থাকিবেনা। নানা দেশ হইতে আমদানী রপ্তানীর অভাবে ভবিষ্যতে ঘোর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থাকিবে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবে। কেহ কাহারও কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেনা। কর্ম্ম কাজ সকল বন্ধ হইবে। মনুষ্য কর্ত্তব্যবিষয়ের অভাবে দারুণ কষ্টে পতিত হইবে। দোকান, পসারী, কোচ্‌মেন, সহিস, চাকর, খানসামা, গাড়োয়ান, ধোপা, নাপিত, ধাঙ্গড়, মেতর, প্রভৃতি যাবতীয় লোকই ধর্ম্মঘট করিয়া সহর পরিত্যাগ করিবে; তজ্জন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ লোক মাত্রে-রই ভয়ানক অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। রাজধানী ভীষণ শ্মশান ভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। প্রশস্ত রাজপথে লোক চলাচল বন্ধ হইবে; বোধ হইবে যেন প্লেগরাক্ষস করালবদন বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। লোক সকল সেই ভীষণদৃশ্য চিন্তা করিতে করিতে চমকিয়া উঠিবে। দূর হইতে গগন মার্গে শ্মশান-বহ্নি-প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখিয়া বা চিন্তা করিয়া অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত হইবে। কাক গৃধিনী, শৃগাল জাতির ভীষণ অনর্থকারী আরবে চতুর্দ্দিক মহাঅমঙ্গল ভাবাপন্ন হইবে। কেহ আর সাহস করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেনা। ঘাট মাঠ হাট সকল এককালীন লোকশূন্য হইবে। প্রত্যেক-বাটীর বহিঃস্থ কবাটরুদ্ধ হইবে, লোকজনের সাড়া শব্দ কিছু থাকিবে না।

প্লেগধরিবার লোক সকল সন্দেহ করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের

বাটীতে প্রবেশ করিয়া মৃত দেহের অনুসন্ধান করিবে। তাহাদিগের সঙ্গে শস্ত্রধারীশান্তিরক্ষক, ডাক্তার, মৃতদেহবাহক ও অন্যান্য সরঞ্জম সকল প্রস্তুত থাকিবে: তাহারা যমদূতের মত ইতঃস্তত ছুটাছুটী করিতে থাকিবে এবং প্লেগরোগী পাইলে তাহাকে রোগবাহী গাড়ীতে উঠাইয়া স্ব স্ব সিগ্রিগেসন্‌ বা সাধারণ হাঁসপাতালে লইয়া যাইবে। যখন দেখিবে সিগ্রিগেসনে আর স্থান কুলায় না, তখন সকলেই স্ব স্ব পথ অবলম্বন করিবে; সকলেই নগর ত্যাগ করিয়া পলাইতে থাকিবে। প্লেগ বা মহামারীর ভয়ানক সংক্রামকাবস্থা পূর্ণ হইলেই এই প্রকার ভীষণ বিপ্লব বা বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভব, নতুবা অল্পেতে শান্তি হইলে কিম্বা জনরব মাত্রেই পরিসমাপ্তি হইলে আর তাদৃশ বিভ্রাট ঘটিবে না।

—o—

# মাংসাহারী ও নিরামিষাহারী এবং ইন্দুর ও বাঁদরের প্লেগ।

মাংসাহারীর প্লেগ হইলে যত সাংঘাতিক হয় নিরামিষাহারীর প্লেগসম্বন্ধে তত ভয়ানক হয় না; আবার নিরামিষাহারীর মধ্যে যাহারা বলবান, অধিক অসার বস্তুভোজী তাহাদিগেরও প্লেগ সামান্য ভয়ঙ্কর নহে। যাহারা বৃহৎ ভুঁড়িবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাদিগের শরীরে চর্ব্বির ভাগ অধিক তাহারাই সচরাচর প্লেগাক্রান্ত হইয়া থাকে। বহুমূত্র বা পারদ-বিকৃতদেহ হইতে সর্ব্বদা

প্লেগ উৎপত্তির আশঙ্কা করাযায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ফল মূলাহারী, যে ব্যক্তি নিত্য ঘৃতও দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আহারান্তে হরীতকী ভক্ষণ অভ্যাসকরে, তাহার কখন সাংঘাতিক প্লেগ হয় না

মাংসাহারীদিগের মধ্যে যাহারা দেশ ও কালানুযায়ী মাংস ভক্ষণ করে, ব্যবসা ও কার্য্যানুসারে মাংসাহার করে তাহাদিগের প্লেগ সম্বন্ধ তত মারাত্মক হয় না। মদ্যপায়ী, বহুমূত্ররোগী, যক্ষ্মারোগী, বহুস্ত্রীসংসর্গী, বহুশারিরীক পরিশ্রমকারী, ভারবাহী, পর্য্যটনকারী ইত্যাদি কঠোর ব্যবসায়ী ও খাদ্য খাদকদিগের পক্ষে মাংসাহার নাকরিলেই বরং অনিষ্ট হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা বল, ধর্ম্ম ও তৃপ্তিরক্ষা হয় তাহাই মনুষ্যের পক্ষে তৃপ্তিকর খাদ্য এবং তাহারই প্রতিপালন দ্বারা রোগভোগ হইতে মনুষ্য রক্ষা পইয়া থাকে।

শাস্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ প্রকৃতির আহার্য্য নিরূপিত আছে; যে ব্যক্তি যে গুণ বা যে প্রকৃতির অধীন যাহার ব্যবসা বা কার্য্যাদি উক্ত ত্রিবিধ প্রকার গুণের যে গুণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকে সেইরূপ প্রকৃতির খাদ্যাদি গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত।

আহারের দ্বারাই শরীর, আহার হইতেই আত্মা ও মন, আহার পরিপাকজনিত রস হইতেই জীবের জীবন; শরীরস্থ প্রকৃতি, বিকৃতি ও সামঞ্জস্যের মূলই একমাত্র আহার। আহার হইতেই রসরক্তাদি সপ্তধাতু; ধাতুর পর প্রাণ ও মন এবং সত্ত্বাস্তু উচ্চ তত্ত্বাদিতে নীত হইয়া থাকে। একমাত্র মহাসত্ত্ব শুক্রধাতুর মূলই আহার;—আহার বিনা কেহই প্রাণধারণ

করিতে পারেনা; আবার এই আহারের বিভ্রাটেই প্রাণের বিচ্ছিন্নভাব ঘটায়।

ঈশ্বর স্থাবর জঙ্গম প্রাণীদিগের প্রকৃতি ও কার্য্যানুসারে আহার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ আহারার্থে শারীরিক যন্ত্রাদিরও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গঠন করিয়াছেন এবং তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই আহার্য্য ভাবের ও আহার্য্য দ্রব্যের অনুযায়ী হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, কুকুরাদির স্বভাবিক আহার্য্যানুসারে তাহাদের দন্ত, নখ, মুখগহ্বর ও জিহ্বাদি প্রস্তুত হইয়াছে; গো, অশ্ব, মহিষাদির দন্ত ও শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের গঠনানুসারে তাহাদিগের আহার্য্যেরও সেইরূপ নির্ণয় হইয়াছে। প্রাণীর মধ্যে নিরামিষভোজী প্রাণীকেই সচরাচর বহুদিন বাঁচিতে দেখা যায়।

মনুষ্যের রোগ পশু পক্ষ্যাদি জন্তুর মধ্যে সচরাচর হইতে দেখা যায় না, তবে আগামী বৎসর হরিদ্বারে বানর সম্প্রদায়ে প্লেগ হইয়াছিল, ইহা জানা গিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে বানরজাতি স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্রের শিষ্য; ইহারা পরম বৈষ্ণব, ফল মূলাদিরই যথেষ্ট প্রিয়, সকলেই জানেন ইহারা কদলী পাইলে অপর কোন খাদ্য সামগ্রীর ততদূর প্রিয় হয় না। কিন্তু কলিকালে বানরেরা অধিকাংশই আমিষাহার প্রিয় হইয়াছে; দাক্ষিণাত্যে বানরের মধ্যে মাংস আহার সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। ইহাতে ইহা স্পষ্টই অনুমান হয় যে সভ্যতার উচ্চ শেখর হইতে যাহারা পতন হয়, উৎকৃষ্ট আহার বিহার ও ভোগ হইতে যাহারা চ্যুত হয়, তাহাদিগের খাদ্যাদিও যেমন অধম হয়, আবার প্লেগ বা মহামারীর হস্তেও সেইরূপ পুনঃ পুনঃ পতন

হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতির উন্নতির সহিত মৎস্য মাংসাদি আহার অনেক তিরোহিত হইয়া,—ফলমূলাহারী যোগী তপস্বীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল; তাঁহাদিগের শরীরে কখন কোন ব্যাধি আসে নাই, ত্রেতাযুগ পর্য্যন্ত অকালমৃত্যুও ভারতভূমিতে কখন ছিল না। তারপর যখন সে কাল চলিয়া গেল, ভারতভূমি লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ম্লেচ্ছভাব ও ঊন-বিংশ শতাব্দির সভ্যতা আসিয়া পড়িল; আর্য্যসন্তানগণ কাউল্ কেরি ভজনা করিতে শিখিলেন; সঙ্গে সঙ্গে প্লেগ মহামারী এবং অকালমৃত্যু সকলও অমনি আসিয়া পড়িল,—ভারতের পতন হইল, আমাদের সেই ফলমূলাহারাভ্যাসের সাত্বিক-তেজ তিরো-হিত হইতে লাগিল। তাই এখন আমরা প্লেগের বিষময় ফল ভোগ করিতে বসিয়াছি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বানরজাতিরও অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বানরগণ মনুষ্যের এক সিঁড়ি নিচেই ঈশ্বরের জীব, তাহারা রামচন্দ্রের শিষ্য হইয়া অত বড় ভারতসমুদ্রে সেতু প্রস্তুত করিয়া আজ তাহারা বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। তাহারা সে কিষ্কিন্দার রাজনীতি ভুলিয়া গিয়াছে। তীর্থে তীর্থে বৃক্ষ শাখা আশ্রয় করিয়া, ক্ষুদ্র বানিয়া জাতির বসনাঞ্চল আশ্রয় করিয়া, তীর্থে তীর্থে যাত্রীদিগের মুখপ্রেক্ষী হইয়া জীবনযাপন করিতেছে। ইহাপেক্ষা তাহাদিগের আর কি অধঃপতন হইতে পারে? তাই অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, মৎস্য মাংসাদি নীচ খাদ্য ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে, হরিদ্বারের বানর সম্প্রদায়ে এই প্রথম প্লেগ দেখা দিয়াছে এবং কালে আবার যে কপিকুলে মেলিরিয়া ও কলেরাদি আক্রান্ত না হইবে তাই বা কে বলিল?

তবে বাঘ ভল্লুক, বিড়াল, কুকুরাদির প্লেগ হয় না কেন?

তাহারা চিরমাংসাভ্যস্ত, তাহাদিগের সভ্যভব্য হইবার আদপে কোন উপায় নাই, তাহারা সভ্য হইবার এমন কোন সংসর্গও প্রাপ্ত হয় না এবং সংসর্গের লালসাও তাহাদের নাই; তাহারা যাহাদিগের সংসর্গে সভ্যভব্য হইতে যাইবে তাহাদিগের মাংসই তাহারা ভাল বাসে এবং দর্শন সম্বন্ধে পরস্পর উভয়েই অরিভাবাপন্ন, সুতরাং সভ্যভব্য হইবার কোনমতেই উপায় নাই কাজেই ইহাদিগের মধ্যে প্লেগ হয় না; তবে বিড়াল ও কুকুর-জাতি ইহারা ইহাদিগের সভ্যভব্য সংসর্গেই চিরকাল বাস করে,—কিন্তু ইহাদিগের মৎস্য মাংস প্রভৃতি জাতীয় আহার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেই প্লেগ যে না হইবে তাই বা কে বলিবে? কিন্তু সুখের বিষয় এখনও ইহা কেহ বন্ধ করেন নাই এবং ইহারাও সে জন্য কিছু মুখ ফুটিয়া আব্দার করে নাই!

বর্ত্তমান প্লেগ ব্যভিচারে ইন্দুরকুলের সর্ব্বনাশ হইবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু ভাবিয়া স্থির করা যায় না,—বৈজ্ঞানিক মীমাংসা ছাড়িয়া সামাজিকতায় চাহিয়া দেখিলে, এই মূষিকজাতি অনেক নীচের সিঁড়িতে বাস করে, ইহাদিগের পৃথিবীর গর্ত্তে চির-অন্ধকারেই বাস, ইহারা আমিষ নিরামিষ, না সভ্যতা ভব্যতা কিছুই জানে না। প্লেগ কাহাকে বলে, সিগ্রিগেসন কি? ইনকু-লেসন্ কি? কিছুই বোঝে না;-বোঝে গৃহস্থের ধান চাল, কাগজপত্র, কাপড়চোপড়, গদি, বিছানা;-বোঝে কুটু কুটু শব্দে দন্তের সুখ, কিন্তু ইহাতে থাকিয়াই ইহাদিগের প্লেগ হইল, অন্য সকল প্রাণীদিগের কিছুই হইল না এই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

তবে যদি আমাদিগের পৌরাণিক মতাদি অনুসন্ধান করিয়া প্লেগ হইবার কারণ কিছু পাওয়া যায়, তাহাই অগ্রে দেখা যাউক।

হিন্দুর পুরাণে ইন্দুরকে গণেশের বাহন বলিয়া থাকে গণেশ বিদ্যা বুদ্ধিতে সকল দেবতাদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়, যেমন মাথা তেমনি বুদ্ধি, তেমন মন্ত্রণাদি কার্য্যে কুশল; নিজে নিরামিষী, উদরও তদনুযায়ী বৃহৎ ডাগর, আবার বোম্বাই প্রদেশে এই গণেশেরই উপাসক সংখ্যা অধিক, তাই মনে হয় স্বয়ং গণেশ-দেবই বা প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইয়া বাহনকুলে এই প্লেগ বিস্তার করিয়া দেশের হিতার্থে কোন না কোন মন্ত্রণা স্থির করিলেন! এদিকে গ্লাড্‌ষ্টোন বিদায় হইলেন, ইউরোপের একটী প্রধান মন্ত্রী-শক্তি হ্রাস হইল, দশভূজা ভারতেশ্বরীর ভারতসংসারে অনেক সময় অসুরকুলের উৎপাতাশঙ্কা হয়, সীমান্ত যুদ্ধ, কৃষি, দুর্ভিক্ষ, অর্থ, রাজনীতি প্রভৃতি নানাবিষয়ের মন্ত্রণা আছে, তাই মন্ত্রীদের পূর্ব্ব হইতেই বাহনকুল মধ্যে স্বকীয় জাগ্রত শক্তি প্রকাশ করিলেন; অথবা ভাবী দুর্ভিক্ষাশঙ্কায় শস্য ধ্বংশকারক ইন্দুরসম্প্রদায়কে আর ভারতে রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই ইহাদিগের মধ্যে এই প্লেগ বিস্তার করিলেন। ভারতে ইন্দুরকুল ধ্বংশ হইলে অনেক কন্‌গ্রেস্‌আওলা রাজনৈতিক বাহন পাওয়া যাইবে! গণেশের যেমন বৃহৎ ভারদেহ তদনুযায়ী অনেক বাহন জুটিবে, বঙ্গের সহস্তী রাজা জমীদারও অনেক পাওয়া যাইবে, তাই মূষিককুলকে নির্ম্মূলমানসে ভারতের মনুষ্যাক্রমণের পূর্ব্বেই ইহাদিগের মধ্যে প্লেগ আক্রমণ করাইয়া দিলেন! তাই এই ইন্দুরকুলের প্লেগ প্লেগ হুজুগে অগ্রেই সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। এদিকে মনুষ্যেরাও গণেশের ভাব-ভঙ্গী বুঝিয়া পূর্ব্বেই সতর্ক হইতেছে, নগর পরিষ্কার, গৃহ পরিষ্কার, গোলা পরিষ্কারের ধুম লাগিয়াছে।

# গোখাদক ও ফলমূলাহারী প্রভৃতি নানাজাতীয়ের প্লেগ।

যে গো জাতি এই পৃথিবীর এত উপকারী, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতিই যাহাদিগের উপকার স্বীকার করিয়া থাকেন, সকল বিষয়েই যাহারা দেশের হিতসাধন করিয়া থাকে, হিন্দুজাতির গৃহে যে গাভীগণ স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা, হিন্দুসন্তান মাতা ও দেবী বলিয়া যাহাদিগের পূজা করিয়া থাকেন, যাহাদিগের গোময়ে প্লেগাদি মহামারী দূরীভূত হইয়া ভূমির মঙ্গলময় শক্তির বৃদ্ধি সম্পাদন করে। যে গোদুগ্ধ মনুষ্যেরা শৈশব হইতে জীবন রক্ষার পক্ষে প্রত্যক্ষ অমৃত বলিয়া পানকরে। হিন্দুরমতে যাহাদের পালক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি শৈশবে রাখালত্ব স্বীকার করিয়াও যে গোজাতির সেবা করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে যে গোহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, এ হেন গোজাতিকে যাহারা ধ্বংশ করিয়া তাহার মাংসাহার করে, ভারতের ন্যায় যে উষ্ণ প্রধান দেশে এই গর্হিত কার্য্য সংসাধিত হয়, যাহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়, মহামারী বা প্লেগ অগ্রে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াথাকে। শুধু প্লেগ নহে, মহাকুষ্ট পর্য্যন্ত তাহাদিগের দেহে উৎপত্তি হইয়া থাকে। গোমাংস উষ্ণপ্রধান দেশের একটী পরম অনিষ্টকর পদার্থ, বিশেষতঃ গো হীনতা দেশের পক্ষে অতি অমঙ্গলের কারণ, গোজাতির অশ্রুজল ও অভিসম্পাত দ্বারা নাহইতে পারে এমন অনিষ্ট জগতে নাই। গোজাতির শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পার্থিব

গুণাত্মক পঞ্চবিধ গুণই শ্রেষ্ঠতর ও আয়ু-বর্দ্ধক বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে, ফলমূলাহারী ঋষিরা এই সকল জানিয়া শুনিয়াই স্বয়ং গোপালন করিতেন। তৎকালে তাঁহাদিগের দেশে কখন কোন প্লেগ বা মহামারী আসে নাই। আজকাল যেমন গোবংশ ধ্বংশ পাইতেছে মহামারী প্রভৃতি পার্থিব উৎপাৎও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হইতেছে।

পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে ফলমূলের বড় আদর ছিল, ফলমূলাহারী যোগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ নির্ব্যাধি শরীরে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতেন; অধুনা শীত প্রধান দেশেও ফলমূলের আদর খুব দৃষ্ট হয়। আজ যদি তাঁহাদিগের অভ্যস্ত পশ্বাদির মাংস ভক্ষণপ্রথা না থাকিত তাহাহইলে মধ্যে মধ্যে বোধ হয় প্রকৃতি দেবী অত অসন্তুষ্ট হইতেন না; প্লেগ বা মহামারী হইয়া সময়ে সময়ে দেশ ধ্বংশ প্রায় হইত না। সাত্ত্বিক খাদ্যের সহিত তামসিক খাদ্য সংযুক্ত হইলে তাহাকে বিষম খাদ্য বলা গিয়াথাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিষমাহারী ব্যক্তি উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে। এইজন্য দুগ্ধ ও মৎস্য অথবা মাংস এক সঙ্গে আহার নিষিদ্ধ, আহার করিলে কুষ্ঠাদি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রোগের আক্রমণ হয় এবং আক্রমিত হইলেও সে রোগ বহুদোষ সংযুক্ত হইয়া দেহকে আশ্রয় করে, তাহার চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয়না। সে অসাধ্য ব্যাধি সপ্তধাতুকে দূষিত করিয়া ত্রি-দোষাত্মক ভাব ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। যদি সাত্ত্বিক ও তামসিক আহারের পরস্পর সংযোগে এমনই কুফল ফলিয়া থাকে ইহাসত্য ও শাস্ত্র সম্মত হয়, তখন উহার পরিত্যাগ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ প্লেগাদি

রোগাক্রমণ সময়ে উহা সর্ব্বপ্রযত্নেই সকল জাতির পক্ষে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই।

উক্ত প্রধান দেশে ইংরেজ জাতির প্লেগ তত সংক্রামক নহে, বিশেষতঃ এদেশে যাহারা ভোগ ও খাদ্য বিষয়ে সতর্ক, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতায় দেবতার ন্যায়, বাসগৃহ ও বাসসজ্জায় ইন্দ্রের ন্যায়, অর্থ ও ধন রত্নাদি সম্ভোগে কুবেরের ন্যায়, নিয়ম ও ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যে কালের ন্যায়, তাহাদিগকে এদেশে প্লেগে ধরা বড় সহজ নহে বরং তাঁহারাই প্লেগকে ধরিয়া জব্দ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই স্বয়ং প্লেগস্বরূপ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বিষস্তবিষমৌষধের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের গম্ভীর গবেষণা, অজস্র অর্থব্যয়, অপ্রতিহত বৈজ্ঞানিক সন্ধান, অবারিতদ্বার ঔষধালয় বা সিগ্রিগেসন্, অনন্ত প্রজাহিতকর উদ্দেশ্য, দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহারা প্লেগ আসিবে বলিয়া পূর্ব্বেই প্লেগ বিষয়ক আইনকানুন সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টায় আছেন। রেলওয়ের স্থানে স্থানে কোয়ারেন্টাইন্ জারি করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক প্লেগের পরীক্ষা করিতেছেন। প্লেগ সন্দেহ হইলে অমনি ধরিয়া আটকাইতেছেন। কতদেশ হইতে কতরূপ প্লেগ বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসক আনাইয়াছেন। কত রোবা বা পরীক্ষক আনাইয়াছেন। সাত সমূদ্র তের নদীর পার হইতে কত নার্স বা দাসদাসী প্লেগ রোগীর সেবা করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছে। রাসিয়া হইতে মহা রাসায়নিক প্রবর হপ্‌কিন সাহেবকে ভারত প্লেগের টিকাদার করাইয়া আনাইয়াছেন। ইহাতে ইংরেজ রাজের কত অর্থব্যয় হইয়াছে কত মহানুভবতা প্রকাশ পাইয়াছে। সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই তাহা

বুঝিতে পারেন; এরূপাবস্থায় প্লেগের সাধ্য কি যে ঐসকল ইংরেজ জাতিতে প্লেগ সংক্রামিত হয়,—অথবা এদেশস্থ যাহাঁদিগের প্রতি তাঁহাদিগের কৃপাদৃষ্টি আছে তাহাদিগকে প্লেগে আক্রমণ করে। যদি ইংরেজরাজ পূর্ব্ব হইতে এরূপ সতর্ক ও সাবধান নাহইতেন, তাহাহইলে এতদিন ভারতে সমুদ্রোচ্ছ্বাসের ন্যায় ঘরে ঘরে প্লেগ আসিয়া অধিকার করিত।

বাঙ্গালী হিন্দু ও হিন্দুস্থানীয়ের প্লেগ। এই দুই জাতীয়ের মধ্যে প্লেগ উপস্থিত হইলে হিন্দুস্থানীয়েরাই অধিক আক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভব। কারণ বাঙ্গালী বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া আসিতেছে। ইংরেজের ন্যায় গৃহ শোভা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও টবে টবে ফুলের গাছ, এখন অনেক বাঙ্গালীর ঘরে শোভা পাইতেছে; ইংরেজের ন্যায় শিক্ষা, দীক্ষা, পরন পরিচ্ছদাদি কায়দাকানুন, কথাবার্ত্তা, ভাব-ভাব, অনেক বাঙ্গালীই অনুকরণ করিয়াছেন। বিলাত হইতে বাঙ্গালীবাবু দেশে আসিলে আর তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো নাই; এক্ষণ জজ মাজিষ্ট্রেট সকল বড় বড় কার্য্যই বাঙ্গালী করিতেছেন, সুতরাং এরূপ ইংরেজিতে অভেদ মিত্রতা হেতু আধুনিক উচ্চ বাঙ্গালীজাতির প্লেগ হওয়া বড় সহজ নহে। যদি ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর কখন প্লেগ হয়, তবে ইংরেজের চর্ব্বিত চর্ব্বণ সংস্পর্শ দোষে হইতে পারে অর্থাৎ বাঙ্গালীদের ইংরেজের আহারের অনুকরণ, গোমাংসাদি অখাদ্য ভক্ষণ, তৈলের পরিবর্ত্তে সাবান লেপন, স্ত্রীজাতিকে রন্ধন কার্য্যে না দিয়া খোদাবক্সকে সেই কার্য্যে বরণ করন, তদীয় ঘর্ম্মাক্ত রুমাল স্পর্শে তৃপ্তিলাভ করন, সাহেবী পরিচ্ছদের সর্ব্বদা প্রচলন, বিলাতী জাবার অন-

র্গণ ভারতী আরাধন, গো বিষ্ঠা দেখিয়া নাসিকাকুঞ্চন, বাগানে তুলসী গাছ দেখিয়া মালীর প্রতি কোপ প্রকাশ করণ, দেশীয় আচার বিচার ও ঔষধাদিতে বীতরাগ, স্ত্রী পুত্রকে বিলাতী মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে অভিলাষ, চা ও মদের পার্টিতে নানা সেবার আয়োজন ইত্যাদি নানাপ্রকার স্বদেশবিরোধী অকার্য্য সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালীর প্লেগাক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে।

হিন্দুস্থানীয়েরা প্রাচীন আর্য্য রীতি নীতির কোন কোন বিষয়ে অনুকরণ সিদ্ধ, এখনও হিন্দুস্থানীদের আচার নিয়ম কতক কতক পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে, কিন্তু দুই একটী দোষে তাহাদিগের সে সকল গুণকে নষ্ট করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের গৃহ ও ভোজন প্রণালী বড় সংকীর্ণ, ইহাঁরা তাদৃশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহেন, ইহারা বায়ু জল ও বাসস্থানের সংস্কার বিষয়ে সম্পূর্ণ অপটু, ইহাঁদিগের বহুসমষ্ঠী একত্র বাস সংঘর্ষণে অনেক দোষের কারণ হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য ইহাঁদিগের মধ্যে মহামারী বা প্লেগ বিস্তার হওয়া নিতান্ত সম্ভব।

ভারতীয় মুসলমান জাতি সেই দিল্লীর বাদসাহের ধার ধারে না। ইহারা বঙ্গে বাঙ্গালির মত, হিন্দুস্থানে হিন্দুস্থানীয়ের মত কার্য্য করিয়া থাকে এবং ইহাদিগের ব্যবহার প্রণালীও প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের মানসিক বিকাশ এতস্বল্প যে তদ্দ্বারা আহার, বিহার, গৃহ ও পরিচ্ছদাদির বিকাশ অতি স্বল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের অধিকাংশ কৃষি ও বাণিজ্যজীবী; ইহাদিগের একতা ও ধর্ম্মপ্রাণ পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয়, কেবল তাহারগুণে ইহাদের আত্মার মঙ্গল সাধিত হয়, কিন্তু সংকীর্ণ ভাবে স্থিতি, দরিদ্রতা, অতিরিক্ত পরি-

শ্রম ও আহারাদির অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কারণে ইহাদিগের সংক্রামক পীড়াজনিত লোকক্ষয় অত্যন্ত অধিক দৃষ্ট হয়।

জৈন ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিরামিষ প্রচলন তাহাদিগের ধর্ম্মের একটী প্রবল অঙ্গ। ইহাদ্বারা তাহারা অনেক বিষয়ে সংক্রামক রোগ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। কিন্তু তৈল বর্জ্জন দোষ হেতু ও অনেক প্রকার তামাসক কার্য্যের অনুষ্ঠান হেতু ইহাদিগের সাত্ত্বিক আহারের কোন গুণ দৃষ্ট হয় না। যদি এই জাতি কেবলমাত্র বুদ্ধ বা চৈতন্যদেবের মতানুসারে প্রকৃত তপস্যা পরায়ণ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের মধ্যে ব্যাধি পীড়া বা সংক্রামক রোগের তত আশঙ্কা ছিল না।

প্রকৃত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী দিগের প্লেগ হয় না, ইহাদিগের চিত্ত বিষয়াসক্ত নহে, বা বিষয়-বিকার জনিত কোন দোষ ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পাবে না, ইহারা নির্ভীক, অবিচলিত-চিত্ত ও মানসিকবল সম্পন্ন। ইহারা প্রকৃতির সহিত অভেদ মিশ্রণে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদিগের ভোগ তৃষ্ণা বা রোগ ...না কখনও দৃষ্ট হয় না। যাহাদিগের আশ্রয় নিবাস বৃক্ষ-তল, ...বী, আহার্য্য ফল মূল, চিন্তা একমাত্র পরমার্থ বিষয়ক, ...র মঙ্গলার্থে, তৃষ্ণার আশ্রয় স্রোতস্বতী, বন্ধু ...াহাদের পদানত, তাহাদিগের আর ... পারে?

...দেখিতে পাওয়া যায় না; ... করিয়া থাকে এবং ... পাইবার জন্ম ...দিগের

গৃহ, বাটীর সাজসজ্জা ইন্দ্রের ন্যায়, পরিধেয় বস্ত্র, শয়ন, বসন, ভূষণ, হাবভাব, অপ্সরীর ন্যায়; দৃশ্য, বাক্য, সম্ভাষণাদি গন্ধর্ব্বের ন্যায়; নৃত্য, গীত, বাদ্য, লীলা বিলাসাদি সরস্বতীর ন্যায়; ইহারা ফলপুষ্পাদি প্রিয়, সুখ ও স্বচ্ছন্দ চিত্তাভিলাষী, ক্লেদবিহীন, শ্রী ও লক্ষ্মীর উপাসক এবং সর্ব্বদা রাজাকে কামনা করে; কাজেই সচরাচর ইহাদিগের প্লেগ হয় না। যাহারা বেশ্যার অধম হীন-সংশ্রবী ও নানাবিধ রোগাক্রান্ত তাহাদিগেরই প্লেগ হইবার আশঙ্কা।

—•—

# রেলওয়ে ও বাষ্পীয় পোত বিস্তারে প্লেগ বিস্তার।

যদি রেলওয়ে ও বাষ্পীয় শকট বিস্তার এদেশে না থাকিত তবে চতুর্দ্দিকব্যাপী সংক্রামক রোগের এত প্রাদুর্ভাব থাকিত না। ভারতে রেলওয়ে ও বাষ্পীয় শকট একমাত্র ঐসকল সংক্রামক রোগের বাহন। ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ প্রভৃতি রোগসকল উক্ত বাহন-পথেই এদেশে আসিয়াছে। ভারতের যাবতীয় উন্নতি ও অবনতির কারণ, ভারতের দেবতা ও দানবগণের গমনাগমন, ভারতের দ্রব্য ও অদ্রব্য সকলের আমদানী রপ্তানি, ভারতের অর্থ ও অনর্থের আবাহন ও তিরোধান, ভারতের জীবন ও মৃত্যুর সরবরাহের হেতু, ভারতের সভ্যতা মূর্খতা বিস্তারের মূল, ভারতের বিষ ও অমৃতের একত্রীকরণ, ভারতের সৃষ্টি সংহার ও পালনের আধার, একমাত্র উক্ত বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পীয় পোতকেই বলা যাইতে পারে।

যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না, যাহা মনে চিন্তাকরা যায় না, যাহা কল্পনার অতীত, সে সকলই আমরা উক্ত দুই বাহন সংবর্ধণে দেখিয়া শুনিয়া থাকি। আমরা উহার ত্বরিত প্রত্যক্ষ ফল যেমন ভোগকরিয়া আসিতেছি তেমনি আবার সঙ্কীর্ণ বা অল্পায়ু হইয়া আসিতেছি। আমাদিগের জীবনে সকলি শীঘ্র শীঘ্র উদ্ভব ও কাল কৌশলে প্রাপ্ত হইতেছে; আমাদিগের রোগ, মৃত্যু ও জীবন ইহার স্থির নিশ্চয় কিছু নাই এবং উহা চিন্তা করিবারও সময় পাওয়া যায় না। আমরা যেমন রোগ পাইতেছি, তেমনি আবার তাহার চিকিৎসক ও তৎপ্রতিবিধানের উপায় পাইতেছি। যেমন বিদ্যা পাইতেছি তেমনি মূর্খতা পাইতেছি। যেমন সভ্যতা পাইতেছি তেমনি অসভ্যতা লাভ করিতেছি। যেমন বিজ্ঞান পাইতেছি তেমনি অজ্ঞানে মত্ত আছি। যেমন সুখে আছি, তেমনি দুঃখে আছি। যেমন ভালতে আছি তেমনি মন্দে আছি। যেমন ভোগে আছি তেমনি রোগে আছি। যেমন অর্থে আছি তেমনি দরিদ্রতা বা অনর্থে বাস করিতেছি। আমরা প্রত্যেক বিষয়েরই সপক্ষে ও বিপক্ষে বাস করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেছি। এইসকল স্বপক্ষ বিপক্ষের সমতা এদেশে আসিবার মূলবাহন একমাত্র রেলওয়ে ও বাষ্পীয়-পোত। সূক্ষ্মদর্শী গবর্ণমেণ্ট ঐ উভয় পথের অবস্থা ও প্রক্রিয়া বিশেষ রূপ অবগত আছেন এবং জানিয়া শুনিয়াই প্লেগাক্রমণ হইতে দেশ বিদেশস্থ প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য স্থানে স্থানে, ষ্টেসনে ষ্টেসনে, ঘাটে ঘাটে, বন্দরে বন্দরে, পরীক্ষা প্রথা প্রচলন করিয়াছেন। এই সকল স্থানে তাঁহারা রোগীকে ধরিবেন, রোগীর লক্ষণ সকলকেও ধরিবেন এবং যে রোগ লইয়া

যায় তাহাকেও ধরিবেন, রোগীর বিছানা পত্র ধরিবেন, কিন্তু যাহাতে রোগ আসে, রোগ যায়, তাহাকে কস্মিন্ কালেও ধরিতে পারিবেন না। যে জল বায়ু ও পৃথিবীর দোষে সংসার দূষিত করে বা মনুষ্যকে নিগ্রহ করে, তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না সেই সূক্ষ্মব্যাপী পরমাণু জগৎকে ধরাও পাকড়াও করা মনুষ্য শক্তির আয়ত্ত নহে। এই জন্যই অস্মদ্দেশীয় আর্য্য ঋষিগণ এইরূপ পুরুষকার অপেক্ষা দৈব ক্রিয়ারই অধিক পক্ষপাতি। দৈবকর্ম্ম দ্বারা সূক্ষ্ম-সংশ্রবী ঐশীবলকে আয়ত্ব করা যায় এবং তদ্দারা দেহ ও মনের এবং প্রকৃতিগত শান্তি সংস্থাপিত হয় এবং মনুষ্যের সতর্কতা সত্ত্বেও মহামারী-বীজ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে পারে না!

—:—

# সর্পও বিড়াল জাতির প্লেগ না হইবার কারণ কি?

যদি মূষিক জাতিরই প্লেগ হওয়ার বিষয় কেবল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দিগের পরীক্ষা সম্মত হয়, তবে সর্প ও বিড়াল জাতির কেন প্লেগ হইবে না? সর্প যে ভূ বিবরে বাস করিয়া থাকে মূষিকও সেই ভূ বিবরে বাস করে। বিশেষতঃ মূষিকের গর্ত্তেই সর্প অধিকাংশ সময় কুণ্ডলী করিয়া বাস করে। তখন মূষিকের সংস্পর্শে সর্পেরও প্লেগ হওয়া খুব সম্ভব। আবার গৃহস্থের বিড়ালজাতি অতিশয় মূষিক প্রিয় সর্ব্বদাই মূষিক ধরিয়া আহার করিয়া থাকে, যদি তাহা হয় তবে তাহাদিগের মধ্যেও এই মূষিক

প্রিয়তা দোষে প্লেগের সংক্রামকতা নাহয় কেন? যদি মুষিক-দিগের নাড়ি ভুঁরি শোনিত বা শরীরের গতি স্বতন্ত্র হয়, সে কথা পৃথক। যদি প্লেগের সহিত ইন্দুর জাতির স্বজাতি সম্পর্কে কোন কুটুম্বিতা থাকে সে কথাও ধর্ত্তব্য নহে! যদি ইন্দুরেরা বিজ্ঞান বিদ্‌দিগের কোন মন্ত্র তন্ত্রের অনিষ্ট করিয়া থাকে সেও ধরিবার কথা বলা যায় না। নতুবা প্লেগ কি, কি হইয়া ইন্দুর মরে, প্রকৃত রহস্য কে বলিতে পারে? হয়ত শস্যভুক্‌ ইন্দুর ভারতের দুর্ভিক্ষের দরুণ খাদ্যাভাবে অথবা অন্যকোন পার্থিব দোষের জন্যও মরিতে পারে, তাহাই বা কি করিয়া অস্বীকার করি? যাহাহউক যেরূপেই ইন্দুর মরুক্‌ না কেন তৎ সংস্রবে বিড়াল জাতির প্লেগ না হইলেই এদেশের মঙ্গল। বিড়ালগণ অস্মদ্দেশীয় গৃহিণী দিগের পরম আদরের জীব এবং মা ষষ্ঠীর বাহন বলিয়া খ্যাত, খাদ্য সামগ্রী সকল বস্তুতেই বিড়াল মুখ দেন, সুতরাং তাহার দরুণ আমাদিগের অগ্রে প্লেগ হইবার কথা। আমাদিগের না হউক ছোট ছোট বালক বালিকার দুধের বাটির সংস্পর্শ বিড়াল বড় ভালবাসে, আর বঙ্গ গৃহিণীগণের প্রার্থিত মৎস্য-পুচ্ছও তাহার খুব প্রিয়, সুতরাং তাহার মুখসংস্পর্শে বালক বালিকা এবং গৃহলক্ষ্মী দিগেরই অগ্রে প্লেগ হওয়ার সম্ভব, কিন্তু সুখের বিষয় এই, সে তত্ত্ব এখনও কোন পরীক্ষায় পাওয়া যায় নাই। তাই আমরা প্লেগের সংক্রামকতা বিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত আছি। যখন আমরা জানিব ইন্দুরের সংস্পর্শে বিড়াল জাতির প্লেগ হইয়া অসংখ্য মরিতেছে, তখন আমরা বুঝিব আমাদিগেরও শীঘ্র প্লেগ হইবে, আমরও শীঘ্র মরিতে থাকিব।

এই প্রকার সর্পের প্লেগ হইলে, ভেক জাতিরও প্লেগ হইত,

ভেকজাতির প্লেগ হইলে, মৎস্যজাতিরও প্লেগ হইত, মৎস্যজাতির প্লেগ হইলে সমগ্র বাঙ্গালীজাতিরও সেই সংস্রবে প্লেগ হইত, বাঙ্গালীর হইলে সাহেবেরাও বাদ পড়িতেন না। এইরূপ প্লেগে ক্ষণকাল মধ্যেই সমগ্র ভারত সংক্রামিত হইত।

—০—

# কেরোসিন তৈল, পাথুরিয়া কয়লা, বিকৃত ঘৃত, কলের চিনী ও লবণ বিস্তারে কুফলতা।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে উল্লিখিত কয়েকটী জিনিস দেশের সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া বোধ হয়, দেশের মধ্যে যতই ঐ সকল দ্রব্য মনুষ্যের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার হইতেছে, ততই লোকসকল যেন ক্রমশঃ নিজ নিজ স্বাস্থ্য হারাইতেছে, ততই রোগ শোক দুর্ব্বলতা যেন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; মনুষ্যের মধ্যে অকাল মৃত্যু ও স্বল্পায়ুর সংখ্যাও অধিক বৃদ্ধি হইতেছে; এই যে প্রতি বৎসর অসংখ্য নরনারী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, এই যে চতুর্দ্দিকে অজন্মা ও তজ্জনিত হাহাকার ধ্বনি ব্যাপ্ত হইয়া জগতের কর্ণরোধ করিতেছে, ইহার মূলে যদি কিছু অপ-পদার্থ থাকে তাহা হইলে সেই পদার্থ এই কেরসিন তৈল, পাথুরিয়া কয়লা, ভেজালঘৃত, কলেরচিনী ও মাঞ্চেষ্টারজাত লবণ। এই সকল পদার্থ হইতে আমরা যে বিষ প্রাপ্ত হই, তাহা আমাদের নানা অমঙ্গল ও অপমৃত্যুর কারণ। আমরা পয়সার সুলভতা জন্য অথবা দুপয়সা আয়ের

জন্য স্বল্পমূল্যে ঐ সকল বস্তু ক্রয় বিক্রয় করিয়া সমগ্র দেশের মূলে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছি। আমরা ঐ সকল ব্যবহারের কুফলতা দেখিয়া শুনিয়াও নিবৃত্ত হই না। আমাদের গৃহের লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হইল, আমরা ঘোর দরিদ্রতায় ডুবিয়া গেলাম, আমাদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবার চিররুগ্ন হইয়া রহিল, নির্বীর্য্য বঙ্গসন্তান আরও হীনবীর্য্য হইল, হীন ক্ষমতাশালী হইল, ইহা দেখিযাও আমরা দেখিতেছি না,—আমরা পুরুষ পরম্পরা ক্রমশঃ ঐ সকল বিষ অভ্যাস করিয়া আসিতেছি। ঐ বিষে আমাদের শরীর জর্জ্জরিত হইতেছে।

কেরসিনতৈল ভূগর্ভে জন্মে, পৃথিবীরই গ্যাস উহাতে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে, উহাকে বিষতৈল বলিয়া প্রাচীন লোকেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল তৈল এক্ষণ আমরা নিত্য গৃহে জ্বালাইয়া আসিতেছি। উহার অণুসকল আমরা শরীরের সহিত নিত্য মিশ্রিত করিতেছি, তজ্জন্য আমাদিগের জ্বর, জ্বালা, প্লীহা, লিভার, বিসূচিকা প্রভৃতি অসাধ্য রোগ আক্রমণ করিতেছে। আবার উহা বারুদের ন্যায় দাহগুণাত্মক হওয়াতে কত লোক অসাবধানতাপ্রযুক্ত পুড়িয়া অপমৃত্যু মরিতেছে, কত দেশ ছারখার হইতেছে। তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিতেছি না।

তারপর পাথুরিয়া কয়লা, এই কয়লাকে বিষকাষ্ঠ বলিয়া প্রাচীন লোকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই কয়লা ভূগর্ভে আকরে অন্যান্য ধাতু পদার্থের ন্যায় জন্মিয়া থাকে, ইহা হইতে বিষাক্ত গ্যাস বাহির হয়, তাহার প্রভাবে মনুষ্যের প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ইহার গ্যাস বা পরমাণু শরীরে প্রবিষ্ট

হইলে, স্বভাবতঃ রক্ত অপরিষ্কার এবং কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ইহা অপবিত্র ও অস্পর্শীয় ; ইহার জ্বাল পাকাদি কার্য্যে ব্যবহার করিলে, অন্ন বিষাক্ত হয়, পরিপাকে দোষ ঘটে, কোষ্ঠ কাঠিন্য, বিসূচিকা, অর্শ, ভগন্দর, মেহ, কুষ্ঠ, জরাতিসার, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি ঘোর পিত্ত ও বায়ু দূষণীয় ব্যাধিসকল দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার অগ্নি অতিশয় খর তেজোবিশিষ্ট ও নীল শিখাত্মক অমঙ্গল দৃশ্য, সাধুরা কখন ইহার দর্শন বা স্পর্শ করেন না এবং কখন কোনপ্রকার মাঙ্গল্য কার্য্যে উহা ব্যবহার করেন না। আর্য্য চিকিৎসকেরাও ইহার উত্তাপে কোন ঔষধাদি কখন পাক করেন না। তাঁহারা ইহার অপকারিতা সবিশেষ অবগত আছেন। ইহার বিষাক্ত ক্ষমতা অবশ্যই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা পদার্থবিদ্যায় জগতে অদ্বিতীয় ছিলেন, ঔষধ জ্ঞানে ধন্বন্তরী নামে ছিলেন, তাঁহারা যে রাণীগঞ্জজাত এত আবশ্যকীয় পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহার একবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন ইহা কখন স্বীকার করা যাইতে পারে না। তাঁহারা গোময় শুষ্ক করিয়া আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর তৈলঔষধি ও রসায়ন প্রস্তুত করিতেন। গোময় ব্যবহারে অবশ্যই তাঁহাদিগের মহোপকারিতা জ্ঞান ছিল।

ভারতের গোবংশ ও গোজাতির হীনতা হেতু আরও একটী অমৃতোপম পদার্থের বিশেষ কৃত্রিমতা সাধিত হইয়াছে, চতুর ব্যবসায়ীরা ঘৃতাদিতে চর্ব্বি মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে সাহসী হইয়াছে ; হিন্দুর জাতি, কুল, স্বাস্থ্য, সমূলে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আর সে সাত্বিক নবনী-উত্থিত সুধা-সদৃশ সদ্যঘৃতের সুবাস পাওয়া যায় না, আর সে ঋষি

হস্ত সংস্পর্শিত বিল্বদল-উদ্ভাসিত সুগন্ধি ঘৃতাহুতির সাত্বিক চিহ্নাদি দেখিতে পাওয়া যায় না ; ভারতীয় ঘৃতস্পর্শে অগ্নিদেব আর সেরূপ তেজস্বী প্রভাবে প্রজ্বলিত হয়েন না। ঘৃত আর ভারতবাসীর পক্ষে সেরূপ শাস্ত্রোক্ত রসায়ন নাই। ঘৃত এক্ষণ অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষতুল্য হইয়াছে, পবিত্রের পরিবর্ত্তে অপবিত্র হইয়াছে, রসায়নের পরিবর্ত্তে ভারতবাসীর ব্যাধি পীড়ার কারণ হইয়াছে, মাঙ্গল্যের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলের দৃশ্য হইয়াছে, আয়ুর্বৃদ্ধি ও শক্তিসাধনের পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলতার একশেষ হইয়াছে। এখন আর চার্ব্বাকোক্ত সেই মহা দস্তকর "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" কথার কোন তাৎপর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতীয় গব্যঘৃত এখন মৃতের বসা, শরীরের ক্লেদ, বিলুপ্তপ্রায় গোমাতার অস্থি মজ্জা, সংসারের অসার বস্তু, বঙ্গবাসীর ম্যালিরিয়া ও অম্লরোগের একমাত্র কারণ,—অন্যান্য অসাধ্য রোগেরও নিদানস্বরূপ হইয়াছে। ভারতের এ ঘৃতে সে সুগন্ধি নাই, সে দৃশ্য নাই, সে মুনি-মনোহারিত্ব নাই, সে দেবতার প্রিয়স্থান নাই, জীব মাত্রেরই সেরূপ লোভ নাই, এ বিষময় ঘৃত এখন আর পিপীলিকারা স্পর্শ করে না, কুলমহিলারা হস্তে লইতে ঘৃণা করেন, ব্রাহ্মণেরা যাগ যজ্ঞ করিতে সন্দেহ করেন ; এ ঘৃত এক্ষণ ভারতবাসীর অধঃপতনের একমাত্র মূলকারণ হইয়াছে।

ঐ প্রকার ঘৃতের ন্যায় কলের চিনী ও লবণের অভ্যন্তরেও অপবিত্রতা সংস্পর্শিত হইয়াছে। এই দুই বস্তুও সাত্বিক ভারতবাসী ও আর্য্যজাতীর দৈবকার্য্যের অস্পর্শীয় হইয়াছে। যে প্রণালীতে উক্ত চিনি ও লবণ প্রস্তুত হয়, যে জীবজন্তুর অস্থিচূর্ণ দ্বারা উহা সংশোধিত হয়, তাহার সংস্পর্শ চিন্তা করিতে

গেলেও ঘৃণার উদ্রেক হয়। পৃথিবীতে সংস্পর্শ দোষেই তেজের হ্রাস ও পরমাণু বিকৃতি হইয়া থাকে, সেই পরমাণু-বিকৃত দোষ জনিতই নানা ব্যাধি উপস্থিত হয়। সহস্র পরিষ্কৃত ও পরিশ্রুত উপাদেয় পদার্থ হইলেও আর্য্যেরা তাহার মূলকে অপবিত্র ক্রিয়ার হেতু বা নিদান বলিয়া থাকেন। যাহার নিদান বা হেতু এরূপ, তাহা নর-শোণিতের পক্ষে কতদূর হিতকারী সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যদি ঐ প্রকার অপ নিদানভূত কলের চিনী এবং ম্যাঞ্চেষ্টারজাত লবণ বাহ্য পরিষ্কার ও নির্ম্মল বলিয়া ব্যবহার করিতে লোকসমাজে দ্বিধা না থাকে,—তবে তদ্রূপ পরিশ্রুত ও নির্ম্মল মদ্যাদিও বাহ্যিক পবিত্র বলিয়া ব্যবহার করিলে কোন দোষ হয় না।

যদি মহাত্মা হানিমান উল্লিখিত হোমিওপ্যাথিকমতে হাজার ডাইলুসনই রোগীর রোগ দমনার্থে অধিক কার্য্যকারী হয়, তাহা-হইলে অপ অস্থিচূর্ণ সংশ্রব—পরিশ্রুত চিনী ও লবণাদিজনিত দোষাদিও কেননা গুরুতররূপে মনুষ্যের অহিতকারী হইবে? কেবল বাহ্যিক শুভ্র ও পরিষ্কার হইলেই আভ্যন্তরিক দূষণীয় শক্তি বা বিষযুক্ত পরমাণুর লোপ হয় না, ইহা সকলের জানা আবশ্যক।

—০—

## প্লেগ রোগীর ভ্রমণ সম্বন্ধে সতর্কতা।

প্লেগ রোগীর ভ্রমণ সম্বন্ধ একান্ত নিষিদ্ধ, ভ্রমণদ্বারা যেমন ভাল হয় তেমন মন্দও হইয়া থাকে, যাহাদিগের অবস্থা তাদৃশ ভাল নহে, যাহাদিগের সহায় সম্পদ নাই, যাহারা একাকী সংসারে বাস করে, ব্যাধি পীড়িতাবস্থায় তাহাদের পক্ষে ভ্রমণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যদি প্লেগ বীজ সংক্রামিত হয়, মনুষ্য ভয়ে বিহ্বল হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়নের অভিপ্রায় করে, কিন্তু পলায়ন করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পলায়ন পরায়ণ ব্যক্তিকে রাজশাসনের অধীন হইতে হয় এবং বিবিধপ্রকার নিগ্রহভোগ করিতে হয়, কিন্তু ধনবান্ ও উপায় শালী ব্যক্তির সম্বন্ধে সেরূপ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় না, তাঁহারা অর্থবলে চিকিৎসক ও লোকজন সহকারে অভিলষিত উৎকৃষ্ট স্থানে গিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন।

প্লেগরোগীর পক্ষে জলভ্রমণে যেমন ফলোদয় হয় এতাদৃশ অন্য কিছুতে হয় না, জলচারী ব্যক্তি বিবিধ রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগের বায়ু পিত্ত কফ সমভাবে অবস্থিতি করে, অগ্নি পাকস্থলিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। জলজাত চান্দ্রশক্তির বলে তাহাদের দেহে মুহূর্ত্তমধ্যে আরোগ্য আনিয়া দেয়। এই প্রকার জলভ্রমণ সংক্রামক ব্যাধি মাত্রেই কর্ত্তব্য, ইহাতে কোন-প্রকার সংস্পর্শ দোষজনিত রোগীর অবস্থা পুনঃ পুনঃ খারাপ হইতে পারে না। কিন্তু এই জলভ্রমণ সম্বন্ধে আহার বিহারা-দির বিশেষ সতর্কতা লইতে হয়, উৎকৃষ্ট জলযান সহযোগে

নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সহ আত্মীয় পরিবার বেষ্টিত হইয়া বৃহৎ নদী অথবা সমুদ্রে ভ্রমণ করিবে। দেশ, কাল, পাত্র, ও নিজের শারীরিক অবস্থা বিচার করিয়া যাত্রা করা একান্ত সঙ্গত। বর্ষাকাল, শিশিরকাল, এই দুই কালে জলযাত্রা একান্ত নিষিদ্ধ। আকাশে মেঘ, ঝটিকা ও বিদ্যুৎপাত উপস্থিত হইলে জলযাত্রা সঙ্গত নহে। উৎকৃষ্ট নাবিক ও সুরক্ষিত নৌযান না হইলে কদাচ জলপথে ভ্রমণ কর্ত্তব্য নহে।

জলভ্রমণ অপেক্ষাও পর্ব্বতাদি ভ্রমণ কষ্ট সাধ্য ও ব্যয়সাধ্য। পর্ব্বতাদি ভ্রমণ পার্ব্বতীয় লোকের আশ্রয় ব্যতীত কদাচ সুন্দররূপ হয় না; তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ, খাদ্য দ্রব্যাদির সংগ্রহপূর্ব্বক চিকিৎসক গুরু পুরোহিত, আত্মীয় বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া বাস করাই শ্রেয়। জল, ঝঞ্ঝাবাত ও হিংস্র জন্তুগণের ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তদুপযোগী দ্রব্য ও শুষ্ক বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। পার্ব্বতীয় বায়ু অতিশয় লঘু ও সংকোচক; যাহারা শনি ও রবি গ্রহের পীড়ায় পীড়িত, যাহাদিগের প্রকৃতি বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহাত্মক, তাহারা সহজেই এই সকল স্থানে গিয়া আরোগ্যলাভ করিয়া আসিতে পারে; নানাবিধ ঔষধি তরুলতা সংস্পর্শিত বায়ুরাশি রোগীর শরীরস্থ বিষ ও যন্ত্রণা সকলকে নিবারণ করিয়া থাকে; মনুষ্যদেহে উৎকৃষ্ট রক্ত-কণিকা সকলের সৃষ্টি হয়; রোগীর বল, অগ্নি, রূপ, স্বর, সাস্থ্য ও জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হয়। বায়ুর সমতা প্রাপ্ত হয়, নানাবিধ সাত্ত্বিক ভাব আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে, সুতরাং সকল প্রকারেই এই পার্ব্বতীয় ভ্রমণ উৎকৃষ্ট। আজ কাল এই পার্ব্বতীয় ভ্রমণকেই রাজভ্রমণ বলা গিয়া থাকে, ইংরেজরাজা এই ভ্রমণের সর্ব্বাপেক্ষা পক্ষপাতী, পূর্ব্ব

কালে হিন্দু রাজারাও মৃগয়াচ্ছলে এই ভ্রমণ আকাঙ্ক্ষা করিতেন; সাত্ত্বিক দেহ বিশুদ্ধচিত্ত মুনি ঋষিদেরও এই সকল স্থানেই চির-বাস ছিল, তাঁহারা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পর্ব্বত-সুখ ভোগ করিতেন; তাঁহারা প্রকৃতির হৃদয়ভরা-আনন্দ সন্দর্শন করিয়া সদানন্দময়ে আত্মসমর্পণ করিতেন, রোগ শোক কিছুতেই তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

গ্রহপীড়িত, মানসিক পীড়িত, যক্ষ্মারোগ পীড়িত, অম্লরোগ পীড়িত, শ্বাস বা কাশ রোগ পীড়িত, ইহাদিগের পক্ষে জল-যাত্রাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাঁহারা চন্দ্র সূর্য্যাদির সাত্ত্বিক তাড়িৎ দেহ-মধ্যে আকর্ষণ করিতে চাহেন, যাহারা সলিলোত্থিত প্রকৃতির জীবন্তভাব দেহে পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, যাহাদের প্রকৃতি রবি ও মঙ্গল গ্রহাত্মক, তাঁহারা অগোণে জলযাত্রা করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করিবেন।

ভ্রমণাত্মক প্রকৃতিকে কোন ব্যাধিতেই সহসা আক্রমণ করিতে পারে না, যতদিন না কোন দেশে স্থায়ী হওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত সেই স্থানীয় কোন দোষই তাহার দেহে উপস্থিত হইতে পারে না, জগতে পৃথক্ পৃথক্ দেশে পৃথক্ পৃথক্ গ্রহনক্ষত্রাদির আকর্ষণে, পৃথক্ পৃথক্ শক্তি ও গুণ সকলের আবির্ভাব হয়, ঋতু ও কাল বিশেষে সেইসকল গুণের পুষ্টি ও সাময়িক অবস্থা-প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য ভ্রমণ ও সেই স্থানে বাসদ্বারা কোথাও অপ-র্য্যাপ্ত অমৃত এবং কোথাও বা বিষ সঞ্চয় করিয়া থাকে। নিজ নিজ গ্রহ নক্ষত্রানুমোদিত প্রকৃতির অধীন হইলেই বিষ-দোষে দূষিত হয়। জ্ঞানীরা এইসকল প্রাকৃতিক জ্ঞান পর্য্যালোচনা করিয়া রোগ ও রোগীর প্রকৃতি দৃষ্টে স্থান বিশেষে ভ্রমণে রত হইবে।

সকল সময় সকল দেশ বা জনপদ এবং ভূমিজলাদি সমান গুণাত্মক থাকে না। মানবীয় প্রকৃতিও যেমন বাল্য বৃদ্ধাদি অবস্থায় সকল সময় একরূপ থাকে না, সেইরূপ স্থানীয় অবস্থাও একরূপ থাকে না। কালবশে উত্তম অধম এবং অধম উত্তম হয়, অরণ্য রাজধানী এবং রাজধানী অরণ্যে পরিণত হয়। গ্রহবিদ্ পণ্ডিতেরা গ্রহগতির উত্তমাধম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অগ্রে স্থানীয় শুভাশুভের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া লইবেন। সকল কালেই যে সিমলা পাহাড় ও দারজ্জিলিঙ্ সহর ভাল বা স্বাস্থ্যপ্রদ থাকিবে অথবা সকল কালেই যে আসামে কালাজ্বর এবং কৃষ্ণ-নগরে ম্যালেরিয়া থাকিবে, তাহার কোন কারণ নাই।

রেলওয়ে ভ্রমণ অপেক্ষা বাষ্পীয় পোতে ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত উত্তম, কিন্তু এই দুই ভ্রমণ প্রাকৃতিক স্থিরতার অধীন নহে, সুতরাং ব্যাধি সংসৃষ্ট লোক এই সকল যানে অধিকক্ষণ কদাচ ভ্রমণ করিবে না। এই সকল যানে ভ্রমণ করিলে সহসা মনুষ্যের বায়ু প্রকুপিত হয়; অগ্নি নষ্ট হয়. মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া বহুদূর গমন করা কর্ত্তব্য। দ্রুতগামী যানাপেক্ষা মৃদুগামী যানে ভ্রমণ মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। আরও দ্রুতগামী যানে সর্ব্বদা গমনাগমন করিলে অনেক প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা নৌযানে ভ্রমণই ব্যাধি পীড়ার পক্ষে শ্রেষ্ঠতর। তাহার নিম্নে রথ অথবা শকটাদি, তাহার নিম্নে চৌপালা বা পাল্কী, এতদ্ব্যতীত ঘোটক ও হস্তী ইত্যাদি প্রাণীযানে আরোহণ, কিম্বা আধুনিক বাইসিকেলে ভ্রমণ করা সুস্থ দেহ ব্যতীত অসুস্থ দেহীর কর্ম্ম নহে। যাহারা বীরপুরুষ ও অভ্যস্ত তাহারাই উক্ত যানাদিতে ভ্রমণ করিবে।

এতদ্ব্যতীত অপর ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ বিঘ্নের আশঙ্কা। শিকার, যুদ্ধযাত্রা, শারীরিক ব্যায়াম এবং দ্রুতগমন ইচ্ছা থাকিলেই লোকে প্রাণীযান ও বাইসিকেলে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐসকল যান রাজা ও রাজকর্ম্মচারী এবং বীরপুরুষ দিগের অভ্যস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

রোগীর পক্ষে আকাশ ভ্রমণ অতীব ফলপ্রদ, তাহা রাজারও সহজে ঘটিয়া উঠা দুরূহ। একমাত্র ব্যোমযান বা বেলুন্ যন্ত্র ব্যতীত আকাশ ভ্রমণ হইতে পারে না।

যে স্থানে বায়ু লঘু, ভূমি শুষ্ক ও সমতল, আকাশ পরিষ্কার, পৃথিবীতে স্বভাবের উদ্যান, জল, প্রস্তর ও বালুকা নির্ম্মিত, নাতি উষ্ণ ও নাতি শীত অর্থাৎ নিত্য বসন্ত বা শরৎঋতুর উদয় হয়, সেই সকল স্থানে রোগী ব্যক্তি ভ্রমণ করিবে। যে সকল স্থানে লৌহ ও গন্ধকের খনি আছে, যে স্থানের মৃত্তিকা দগ্ধ নহে; যে স্থান লবণ ও আর্দ্রতা বর্জ্জিত, যেখানে স্বভাবিক গো, অশ্ব, হরিণ, রাজহংস, ময়ূরাদি নিয়ত বিচরণ করে, যে স্থানে ভাগিরথী প্রবাহিণী বর্ত্তমান; যাহার চতুষ্পার্শ্বে সুগন্ধী নানাজাতি ঔষধীগণে বেষ্টিত, সুদৃশ্য হরিত শস্যক্ষেত্র পরিপূর্ণ, যাহা আর্য্যাবর্ত্ত ও উত্তরাখণ্ড বলিয়া খ্যাত, সেই সকল পবিত্র স্থান ব্যাধি পীড়িতের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থান যে যে গ্রহের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি যে গ্রহের প্রকৃতিযুক্ত, তাহার পক্ষে সেই গ্রহনির্দ্দিষ্ট স্থানই উত্তম স্বাস্থ্যকর, তদ্ব্যতীত অমরাপুরীতে গেলেও কোন ফলোদয় হয় না।

# গ্রহ ও লগ্ন বিশেষে ঔষধ সেবনে সফলতা।

ব্যাধি কঠিনতর হইলে জ্যোতির্ব্বিদ্ দ্বারা কোষ্ঠী বিচার করিয়া লইবে। লগ্নচক্রের শুভাশুভ গ্রহ সকলের দৃষ্টি, স্থিতি, স্থান, স্ফুট, প্রকৃতি, উচ্চ, নীচ, নাক্ষত্রিকসংযোগাবস্থা, সাঞ্চারিক অবস্থা, দশা, অন্তর্দ্দশা, অরিষ্ট, পাপ ইত্যাদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া রোগীর সময়, অসময়, অবস্থা, গমন, আগমন, প্রকৃতি, ভোগকাল ইত্যাদি স্থির করিয়া লইবে। এই সমস্ত স্থির হইলে রোগীর সম্বন্ধে যে বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য স্থির হয় তাহা করিবে।

স্থান পরিবর্ত্তন করাইতে হইলে দিন, ক্ষণ, রাশি, নক্ষত্র, প্রভৃতি দ্বারা যাত্রার শুভলগ্ন, দিক্, স্থান, যোগ ও মুহূর্ত্ত স্থির করিবে এবং গ্রহানুসারে সেইরূপ স্থির করিয়া সেই সময়ে সেই স্থানে যাত্রা করিবে। তথায় উপনীত হইয়া স্বীয় গ্রহানুমোদিত শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহ দোষ শূন্য হইয়া চিকিৎসা প্রয়োগ করাইতে হইবে।

যে মনুষ্যের জন্মকাল হইতে যেরূপ গ্রহের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সঞ্চারে সেই সেই গ্রহাদি যে প্রকৃতিতে আসিয়াছে, তাহার অনুধাবন করিয়া তদনুযায়ী চিকিৎসক ও চিকিৎসা, প্রণালীর অনুষ্ঠান করিয়া দিবে।

দৈবজ্ঞচিকিৎসক রোগীর নিকট আগমন করিয়া তাহার জন্মনাড়ী, নক্ষত্র ও গ্রহ বিচার করিয়া স্বাভাবিক প্রকৃতি স্থির করিবেন এবং কিরূপ ব্যাধি এবং রোগীর কোন্ গ্রহানুযায়ী

বায়ু পিত্ত কফাদির মধ্যে কোন্ প্রকৃতি বা ধাতু আলোড়ন বা দূষিত করিয়া ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপ নিরূপণ করিয়া সেই গ্রহানুমোদিত প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় দোষ সকলের প্রতিকার আরম্ভ করিবেন।

যে গ্রহের যে ঔষধ, যে গ্রহের দশায় বা অন্তর্দ্দশায় যাহার যে পরিমাণ প্রয়োগ করিলে উপকার হয় এবং কোন্ সময়, কোন্ লগ্ন কোন্ গ্রহের নিরূপণ আছে তাহা স্থির করিয়া রোগীকে ঔষধ প্রদান করিবেন।

গ্রহ চিকিৎসার পূর্ব্বে বিধিপূর্ব্বক একটী সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। চিকিৎসক স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত ও রোগীকে ঔষধ সেবন করাইবেন।

যে গ্রহের যে রোগ মল্লিখিত সুবৃহৎ জ্যোতিষিক চিকিৎসা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে তাহা পূর্ব্বেই নিরূপণ করিয়া লইবে।

দেহস্থ বায়ু প্রকৃতি দূষিত বা কুপিত হইয়া ব্যাধি হইলে সেই ব্যক্তির রোগ উপশমার্থে যদি তাহার লগ্নে শনি, রাহু বা কেতু থাকে তাহা হইলে তাহাকে কর্কট, ধনু, মীন, বৃষ ও তুলা লগ্নে ঔষধ পথ্যাদি সেবন করাইবে। যদি দেহস্থিত কফ-প্রকৃতি কুপিত হইয়া ব্যাধি হয়, যদি তাহার লগ্নে চন্দ্র, শুক্র বা বৃহস্পতি থাকে তাহা হইলে কুম্ভ, মকর, অথবা সিংহ, মেষ, বৃশ্চিক, মিথুন বা কন্যা লগ্নে ঔষধাদি সেবন করাইবে। এইরূপ পিত্ত প্রকৃতি কুপিত হইয়া ব্যাধি নিশ্চয় হইলে যদি লগ্নে রবি, মঙ্গল ও বুধ থাকে তাহা হইলে কর্কট, মীন, ধনু, বৃষ লগ্নে ঔষধ প্রয়োগ বিধি। মিশ্র প্রকৃতিগত দোষবাহুল্য হইলে যে প্রকৃতির লক্ষণাধিক্য দেখিবে তাহাকেই মূলপ্রকৃতি জানিয়া অন্যান্য প্রকৃ-

তির অংশাংশ হিসাবে ঘন ঘন ঔষধ প্রদান করিবে। প্রকৃতি ও গ্রহের অলক্ষ্যে থাকিয়া অথবা গ্রহানুমোদিত যোগনির্ণয় না করিয়া কদাচ রোগ চিকিৎসা করিবে না। বৃদ্ধ, বালক, যুবা ও স্ত্রীজাতির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বল্পাধিক্য পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রোগীর গ্রহপ্রকৃতি, ঔষধপ্রকৃতি, রোগের প্রকৃতি ও লাগ্নিক প্রকৃতি যদি রোগীর দশা বা অন্তর্দ্দশাস্থ গ্রহ প্রকৃতির সহিত সমান ঐক্য হয়, তাহা হইলে আশু ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট দিন ও তিথিনক্ষত্র দৃষ্টে ঔষধ ব্যবস্থা ও সেবন করিবে। ঔষধ সেবন কালীন সূর্য্য ও বিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ঔষধ আলোড়ন করিবে ও তৎপর ঔষধ সেবন করিবে। রোগীর রোগ উৎপাদনের তিথি, নক্ষত্র ও যোগাদির সময় স্থির রাখিবে, তদনুসারে রোগের প্রকৃতি ও সাধ্যাসাধ্য গণনা বা নিরূপণ করিবে।

শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী প্রণীত।

আর্য্য স্বাস্থ্যবিধানে প্লেগ সংহিতা

নামক প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

—০—